জীবনের সদ্ব্যবহার।

কোন এক অতীব পুরাতন ব্রহ্মর্ষি দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায় দ্বারা
বঙ্গভাষায় প্রকাশিত।
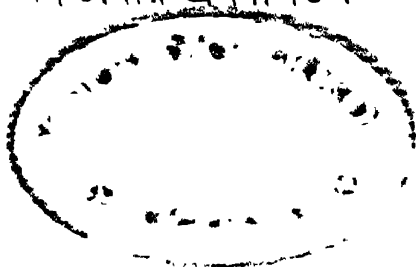
কলিকাতা
বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত
১২৯২ সাল।

ভূমিকা

চীনে অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিদ্যা সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। চীন সম্রাটেরাও বিদ্যানুশীলনের সমুচিত সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। চীনবাসী বৌদ্ধ। তিব্বতে বৌদ্ধগুরু লামাদিগের এক মঠ আছে। সেই মঠে নানা ভাষায় নানা প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত আছে। তথায় কি কি মূল্যবান গ্রন্থ আছে, দেখিবার জন্য আজ ন্যূনাধিক দুই শত বৎসর হইল চীন সম্রাট প্রধান লামার নামে একখানি পত্র লিখিয়া তৎসহ একজন পণ্ডিতকে প্রেরণ করেন। ঐ মহোপাধ্যায় তথায় যাইয়া নানা গ্রন্থের মধ্যে একখানি নীতি গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। গ্রন্থ খানি সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগর অক্ষরে লিখিত; এবং উহাতে উল্লিখিত থাকে, কোন এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ উহার রচয়িতা। চৈন পণ্ডিত গ্রন্থ খানির সর্ব্বাঙ্গীন ঔৎকর্ষ ও অন্যান্য সাধারণ উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া চীন ভাষায় ঐ খানির অনুবাদ, এবং স্বদেশে প্রচার করেন। অনুবাদ প্রচার হইবামাত্র চীনের সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তিই যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক ঐখানি পাঠ ও উহার প্রচুর প্রশংসা করেন। ঐ সময় একজন ইংরাজ পণ্ডিত চীনে অবস্থিতি করিতেন। তিনিও ঐ গ্রন্থের সারবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া "Economy of Human Life" নাম দিয়া ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ বিলাতের তাৎকালিক পণ্ডিতদিগেরও নিকট যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিল; এবং এক্ষণেও পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই পুস্তক একখানি বহুমূল্য সমুজ্জ্বল রত্ন স্বরূপে বিরাজ করিতেছে।

আমরাও এই ইংরাজী পুস্তকখানি পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। মূল সংস্কৃতে এরূপ কোন গ্রন্থ আছে কি না, এবং মূল গ্রন্থকর্ত্তা প্রাচীন ব্রাহ্মণই বা কে, জানিবার জন্য আমরা সম্যক্ চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু কোন সূত্রই প্রাপ্ত হই নাই। যাহা হউক, এই গ্রন্থখানি সংসারী মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য বোধে আমরা "জীবনের সদ্ব্যবহার" নাম দিয়া এই পুস্তক খানি অনুবাদ করিলাম। "জীবনের সদ্ব্যবহার" "Economy of Human Life" গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ। ইহাতে সূত্র স্বরূপে মনুষ্যের সমস্ত কর্ত্তব্য, ব্যবহার, ও আচরণ উপদিষ্ট হইয়াছে। আমরাও সূত্র স্বরূপেই অনুবাদ করিয়াছি। সুতরাং ইহার ভাষা সহজ হইলেও, চিন্তা ব্যতীত-সুখবোধ্য হইবে না। যাহা হউক; ইহা সকলেই অন্তত একবার পাঠ করেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা ও অনুরোধ। পাঠ করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই যে ইহার ঔৎকর্ষ ও উপযোগিতা স্বীকার করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহই নাই। যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে এইরূপ একখানি নীতি গ্রন্থ যে আমাদিগের যুবকদিগের অবশ্য পাঠ্য, পুস্তক পাঠ করিলে সকলেই তাহা উপলব্ধি করিবেন।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, খ্যাতনামা সুলেখক বাবু দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় অনুবাদ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

কলিকাতা
৬দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি
শ্রাবণ ১৮০৭ শক। } শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায়।

জীবনের সদ্ব্যবহার।

প্রথম ভাগ।

প্রস্তাবনা।

মর্ত্ত্যবাসিগণ! ধূল্যবলুণ্ঠিত মস্তকে প্রণত হও, এবং বিশুদ্ধভাবে ভক্তি সহকারে স্বর্গের উপদেশ গ্রহণ কর।

যে স্থানে দিবাকর তাপ দান করেন, যে স্থানে প্রভঞ্জন প্রবাহিত হন, এবং যে স্থানে শ্রুতিসাধন শ্রোত্র ও চিন্তা-সাধন চিত্তের সদ্ভাব আছে, সেই স্থানেই জীবিত বিষয়ক উপদেশ পরিজ্ঞাত, এবং সত্যের মূল সূত্র পূজিত ও মানিত হউক।

নিখিল পদার্থ পরমেশ্বর হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার শক্তি অসীম, জ্ঞান অনাদি ও অনন্ত এবং দয়া অনপায়িনী।

তিনি বিশ্বের নাভিস্থল-স্থাপিত সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন; এবং তাঁহার মুখ-মারুত জগতে জীবন সঞ্চার করিতেছে।

তিনি অঙ্গুলি দ্বারা তারকাপুঞ্জ স্পর্শ করেন, অমনি তাহারা পুলকিত ভাবে স্ব স্ব পথে প্রসারিত হয়।

তিনি প্রভঞ্জনের পক্ষোপরি আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, এবং অনন্ত আকাশ মধ্যে নিজ ইচ্ছা চরিতার্থ করিয়া থাকেন।

পারিপাট্য, শ্রী এবং সৌন্দর্য্য তাঁহার হস্ত হইতে প্রবর্ত্তিত হয়।

তদীয় সৃষ্ট পদার্থ মাত্রে বিজ্ঞান আলাপ করিতেছে, কিন্তু মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না।

জ্ঞানের ছায়া মানুষের চিত্তমধ্যে স্বপ্নবৎ অতিক্রান্ত হইতেছে; সে যেন অন্ধকারের মধ্যে ঐ ছায়া দেখিতে পায়, তর্ক করে এবং প্রতারিত হয়।

কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান দিব্য আলোকসদৃশ; তিনি তর্ক করেন না; তাঁহার মন সত্যের প্রস্রবণ।

ন্যায় ও তিতিক্ষা তাঁহার সিংহাসনের নিকট আজ্ঞাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। করুণা ও প্রসাদ নিরন্তর তাঁহার মুখশ্রী সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

মহিমায় বিভুর সমান কে আছে? শক্তিতে সর্ব্বশক্তি-মানের সহিত কে স্পর্দ্ধা করিবে? জ্ঞানে কি তাঁহার সমকক্ষ কেহ বিদ্যমান আছে? করুণায় তাঁহার সহিত কি কাহারও তুলনা হইতে পারে?

মানব! তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার নিয়োগেই এই পৃথিবীতে তোমার অবস্থান নিনীত হইয়াছে। তাঁহার স্নেহই তোমাকে চিত্তবৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছে। তোমার চমৎকার মূর্ত্তি তাঁহারই হস্ত-নৈপুণ্য।

অতএব তাঁহার বাণী শ্রবণ কর, যে হেতু ইহা করুণা-পূরিত, এবং যিনি ইহা শিরোধার্য্য করিবেন; তাঁহার আত্মা প্রশান্ত হইবে।

প্রথম কল্প

ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য।

প্রথম অধ্যায়।

বিবেক।

মানব! তুমি আপনাপনি উক্তিপ্রত্যুক্তি কর এবং বিচার কর তুমি কি নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছ।

তোমার শক্তির অভাব ও সম্বন্ধ বিষয়ে ভাবনা কর; তাহা হইলেই তুমি মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য সকল দেখিতে পাইবে, এবং সর্ব্ব কার্য্যেই প্রকৃত পথে চালিত হইবে।

বাক্যের লঘু গুরুত্ব নির্ণয় না করিয়া কোন কথা বলিতে চাহিও না, এবং অগ্রপশ্চাৎ পরীক্ষা না করিয়া কোন কার্য্যে অগ্রসর হইও না। তাহা হইলেই অবমাননা তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিবে, এবং অপবাদ কখন তোমার গৃহে পরিচিত হইবে না।

অবিবেকী ব্যক্তি জিহ্বা সংযত করে না। সে সহসা এক কথা কহিয়া ফেলে। এবং নিজ উক্তির নির্ব্বুদ্ধিতা-তেই জড়িত হইয়া পড়ে।

যে ব্যক্তি বেগে ধাবমান হয় অথবা যে ব্যক্তি কোন প্রকার উল্লঙ্ঘন করিতে যায়, তাহার পক্ষে যেমন অলক্ষিত গর্ত্তমধ্যে পতিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে, যে ব্যক্তি ভাবী ফলাফল পর্য্যালোচনা না করিয়া সহসা কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করে, সেও সেইরূপ সহজেই বিপদে নিমগ্ন হইতে পারে।

অতএব বিবেকের বাক্যে কর্ণপাত কর; তাহার বাক্য বিজ্ঞানের বাক্য; এবং তন্নির্দ্দিষ্ট পন্থা তোমাকে কুশল ও সত্যের নিকট লইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিনয়।

মানব! তুমি নিজ বিজ্ঞতার গর্ব্ব অথবা নিজ বিদ্যা-বুদ্ধির অহঙ্কার করিতেছ; কিন্তু তুমি কে?

তুমি যে অজ্ঞ, তাহা অবগত হওয়াই বিজ্ঞ হইবার প্রথম সোপান। এবং যদি তুমি অন্যের নিকট সম্মান লাভের প্রত্যাশা কর তাহা হইলে তুমি নিজ অহঙ্কার বশত আপ-

নাকে বিজ্ঞবৎ প্রদর্শন করিয়া যে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিতেছ, তাহা পরিত্যাগ কর।

সাদামাটা পরিচ্ছদ যেমন স্বভাবত সুন্দরী স্ত্রীর দিব্য বেশ, বিনীত আচরণও সেইরূপ বিজ্ঞতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিভূষণ।

বিনীত ব্যক্তির উক্তি সত্যকে সমুজ্জ্বল করে। এবং তাঁহার বাক্যের শালীনতা ভ্রমজনিত দোষের প্রতীকার করিয়া থাকে।

তিনি নিজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করেন না। তিনি মিত্রের পরামর্শ পর্য্যালোচনা করেন এবং তাহা হইতে উপকার প্রাপ্ত হন।

তিনি নিজের স্তুতিবাদে কর্ণপাত করেন না। তাহাতে বিশ্বাসও করেন না। নিজের সর্ব্বজ্ঞতা উদ্ভাবন করিতে তিনি নিয়ত পশ্চাৎপদ।

যেমন অবগুণ্ঠনে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, সেইরূপ সদ্‌গুণ-পরম্পরা ও বিনয়-প্রদত্ত আবরণে আবৃত হইয়া তিনি অধিকতর শোভিত হইয়া থাকেন।

কিন্তু গর্ব্বিত ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ কর, অহঙ্কৃত পুরুষকে নিরীক্ষণ কর; সে বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে; রাজপথে বিচরণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে, এবং তাহার প্রতি লোকের কটাক্ষপাতের জন্য লালায়িত হইয়াছে।

সে মস্তক উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে; দীনের প্রতি নিম্নদৃষ্টি করিতেছে না। সে তাহার অনুজীবিবর্গের প্রতি সগর্ব্ব

আচরণ করিতেছে। ওদিকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি সকলও তাহার গর্ব্ব ও মূঢ়তা দর্শনে তাহাকেও সেইরূপ উপহাস সহকারে ঘৃণা করিতেছেন।

সে অপরের যুক্তি অবজ্ঞা করে ও নিজের অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, সুতরাং মুগ্ধ হইয়া পড়ে।

সে নিজ কল্পনার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠে। এবং সে সমস্ত দিন নিজের কথাই কহিতে ও শুনিতে ভাল বাসে।

সে ঔদরিকের ন্যায় নিজ প্রশংসাবাদ গ্রাস করে; স্তুতিবাদকেরাও তাহাকে গ্রাস করিয়া উহার প্রতিশোধ লইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়।

নিয়োগ।

অতীত দিবস সকল অনন্ত কালের জন্য অতিবাহিত হইয়াছে। ভাবী দিবস সকলও তোমার সম্বন্ধে না আসিতে পারে; অতএব মানব! অতীতের নিমিত্ত অনুতাপ বা ভাবীর উপর অধিক নির্ভর না করিয়া বর্ত্তমানকেই কার্য্যে নিয়োগ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে।

বর্ত্তমান মূহূর্ত্তই তোমার আয়ত্ত; ভাবী মুহূর্ত্ত ভবিষ্যতের গর্ভনিহিত, এবং তুমি জান না যে উহা কি প্রসব করিবে।

অলসতা দারিদ্র ও যাতনার জননী। তুমি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিবে, তাহা অবিলম্বেই সম্পাদন করিবে। যে কার্য্য প্রাতঃকালেই সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা অপর প্রাতঃকালের জন্য ফেলিয়া রাখিও না।

অলসতা দারিদ্র ও যাতনার জননী। আর সৎকার্য্যের জন্য শ্রম আনন্দ উৎপাদন করে।

পরিশ্রমের বাহুবীর্য্য অভাবকে পরাজয় করে। সমৃদ্ধি ও বিজয় উদ্‌যোগী পুরুষের চির অনুচর।

যিনি গৃহ হইতে আলস্যকে দূরীকৃত, এবং জড়তাকে শত্রু সম্বোধন করিয়াছেন, তিনিই ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছেন; তিনিই আধিপত্যে উন্নীত হইয়াছেন। তিনিই সম্মানের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন; নগরে তাঁহারই কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়াছে; এবং তিনিই রাজসভায় রাজসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন।

তিনি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান এবং প্রথম রাত্রিতে শয়ন করেন। তিনি চিন্তা দ্বারা মন এবং কর্ম্ম দ্বারা দেহ চালনা করেন; তাহাতে উভয়েরই স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়।

অলস ব্যক্তি নিজের ভারস্বরূপ। তাহার পক্ষে মুহূর্ত্ত সুদীর্ঘকাল বোধ হয়। সে ইতস্তত কালক্ষেপ করিয়া বেড়ায় এবং কি যে করিবে কিছুই স্থির করিতে পারে না।

তাহার জীবন মেঘচ্ছায়ার ন্যায় অতিবাহিত হয় এবং সে ইহ জগতে কোন স্মরণ-চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে না।

তাহার দেহ পরিশ্রমের অভাবে পীড়িত হইয়া পড়ে। সে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু তাহার চলৎশক্তি থাকে না।

তাহার মন তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং মনোবৃত্তি সকল ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সে জ্ঞানলাভের জন্য লালস হয়, কিন্তু উদ্যম করিতে পারে না। সে নারিকেল ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু ভাঙ্গিবার শ্রম স্বীকারে তাহার প্রবৃত্তি হয় না।

তাহার গৃহ বিশৃঙ্খল; তাহার ভৃত্যবর্গ অপরাধী ও অবাধ্য; সুতরাং সে ধ্বংস-মুখে ধাবিত হইতেছে। সে এই ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতেছে, স্বকর্ণে শুনিতেছে, অনভিমতি-সূচক শিরঃকম্পন করিতেছে, এবং ইচ্ছাও করিতেছে যে নিবারণ করে কিন্তু তাহার বুদ্ধিস্থৈর্য্য নাই। এই রূপে কালাতিপাত হইলে অবশেষে মৃত্যু বাত্যার ন্যায় আসিয়া সহসা তাহাকে আক্রমণ করে, এবং ধিক্কার ও অনুতাপ তাহার সহিত সমাধিগর্ভে অবতীর্ণ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

স্পর্দ্ধা।

যদি তোমার চিত্ত মানলাভে অভিলাষী হয় এবং যদি প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিলে তোমার কর্ণের তৃপ্তি জন্মে, তাহা হইলে, তুমি যে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছ, তাহা হইতে

আত্মাকে উন্নীত করিয়া, যে কোন প্রশংসাযোগ্য কার্য্য-সাধনার্থ উচ্চাভিলাষ কর।

মানাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি নিশাকালে খ্যাতব্যক্তিদিগের কীর্ত্তি-পরম্পরা পর্য্যালোচন করিতে থাকেন, এবং দিবাভাগে তাঁহা-দিগের মানানুসরণ করিতেই আনন্দ বোধ করেন।

তিনি মহা মহা সংকল্প করেন, এবং ঐ সকল সম্পাদন করিয়া সুখী হন। তাঁহার নামও পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধাবিত হয়।

কিন্তু মৎসরের মন তিক্ত ও হালাহল। তাহার জিহ্বা হইতে গরল ক্ষরিত হয়। প্রতিবেশীর শ্রী তাহার শান্তি-ভঙ্গ করে।

সে নিজ কুটীরে বসিয়া পরিতাপ করিতে থাকে, এবং অপরের ইষ্টকে নিজের অনিষ্ট বোধ করে।

মাৎসর্য্য ও ঈর্ষা নিয়ত তাহার অন্তঃকরণ দংশন করিতে থাকে; সুতরাং তাহার চিত্তে শান্তি থাকে না।

সে স্বয়ং হিতচিকীর্ষার প্রণয়ী নহে; সুতরাং তাহার বিশ্বাস যে তাহার প্রতিবেশীরাও তাহার অহিতৈষী।

যাঁহারা তাহার অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেন, সে তাঁহা-দিগকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা পায়, এবং তাঁহাদিগের সদনুষ্ঠা-নের বিপরীত ব্যাখ্যা করে।

সে সাবধান হইয়া সুযোগ নিরীক্ষণ করে, এবং নিয়ত অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করিতে থাকে। কিন্তু সে মানব মাত্রেরই অবজ্ঞার পাত্র হয়; এবং লতার ন্যায় নিজ জালেই জড়িত হইয়া পড়ে।

এই যে শাল বৃক্ষ আকাশে শাখা বিস্তার করিয়াছে, ইহা এক সময় অঙ্কুরমাত্রে মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত ছিল।

তুমি যে ব্যবসায়ই কেন অবলম্বন কর না, নিজের ব্যবসায়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে যত্ন কর; সৎকার্য্যেও কাহাকেও আপনা অপেক্ষা অগ্রসর হইতে দিও না; অথচ অন্যের গুণে ঈর্ষাও করিও না। তোমার নিজের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিসাধনেই যত্নবান হইবে।

অসাধু বা অযোগ্য উপায়ে তোমার প্রতিপক্ষকে খর্ব্ব করিতে ঘৃণা বোধ করিবে; গুণ দ্বারা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াই আপনাকে উন্নীত করিতে যত্নবান্ হইবে। তাহা হইলেই তুমি মানলাভার্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি কৃতকার্য্য হইতেও না পার, অবশ্যই সমাদর প্রাপ্ত হইবে।

ধর্ম্মসঙ্গত স্পর্দ্ধায় মনুষ্যের আত্মা উন্নত হয়।

তিনি নিপীড়িত হইলেও, তাল তরুর ন্যায় উন্নত থাকেন এবং আকাশ পথে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থান করেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিজ্ঞতা।

বিজ্ঞতার বাক্য শ্রবণ কর ও তাঁহার উপদেশ সকল মনঃসংযোগ করিয়া অন্তঃকরণ মধ্যে সঞ্চিত কর। তাঁহার

উপদেশ বাক্য সাধারণত সর্ব্বোপযোগী ; নিখিল গুণ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে ; তিনি মানব জীবনের নেত্রী ও কর্ত্রী।

তোমার জিহ্বা সংযত কর ; এবং তোমার নিজেরই মুখের কথা তোমার শান্তি ভঙ্গ না করে, এই জন্য তোমার ওষ্ঠপুটের প্রতি প্রহরী রক্ষা কর।

যে ব্যক্তি খঞ্জকে ঘৃণা করেন, তাঁহার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য যে তিনি যেন স্বয়ং অচল না হন ; যিনি পরের দোষ শুনিয়া আনন্দিত হন, তাঁহাকে নিজের নিন্দা শুনিয়া মর্ম্মবেদনা ভোগ করিতে হইবে।

বাচালতা হইতে অনুতাপ উৎপন্ন হয় ; কিন্তু মৌনে কুশল প্রতিষ্ঠিত।

বাচাল ব্যক্তি জনসমাজের উৎপাত স্বরূপ। তাহার জল্পনায় কর্ণ নিপীড়িত হয়। তাহার বাগ্‌বন্যায় সদালাপ ভাসিয়া যায়।

অহঙ্কার করিও না, কারণ তাহা হইলে তুমি ঘৃণিত হইবে। কাহাকেও উপহাস করিও না, কারণ উহা বিপজ্জনক।

তীব্র উপহাস মিত্রতার গরল স্বরূপ। যিনি রসনা সংযত না করেন, তাঁহাকে সঙ্কটে জীবন যাপন করিতে হইবে।

তোমার অবস্থার অনুরূপ বৈভবে থাকিবে, অথচ যতদূর সামর্থ্য ব্যয় করিও না ; কারণ তোমার যৌবনের মিতব্যয়িতাই তোমার বার্দ্ধক্যে সুখসাধন করিবে।

দুরাকাঙ্ক্ষা দুষ্কর্ম্মের জননী ; আর মিতাচার আমাদিগের সর্ব্ব সৎকার্য্যের স্থির রক্ষক।

তোমার কর্ত্তব্যেই মন নিযুক্ত করিয়া রাখ; যিনি যে বিষয়ে অধ্যক্ষ, তাঁহার হস্তেই তাহার তত্ত্বাবধারণের ভার সমর্পণ কর।

বহু ব্যয় করিয়া আমোদ প্রমোদের আয়োজন করিও না; কারণ অর্থব্যয়ের অনুতাপ সম্ভোগ-সুখ অতিক্রম করিবে।

সমৃদ্ধিকে ন্যায়ের দৃষ্টিরোধ করিতে দিও না। প্রাচুর্য্যকেও মিতব্যয়ের হস্তচ্ছেদন করিতে দিও না। যে ব্যক্তি অসঙ্গত অপব্যয় করে, উত্তরকালে অবশ্যই তাহার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের অভাব হইয়া পড়িবে।

অগ্রে পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, অথচ অকারণে কাহাকেও অবিশ্বাসও করিও না; কারণ ঐরূপ আচরণ অনুদার।

কিন্তু যখন তুমি প্রমাণ পাইয়া কোন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া নিশ্চয় জানিতে পারিবে, অমনি নিধির ন্যায় তাঁহাকে হৃদয়ে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। তাঁহাকে অমূল্য রত্ন জ্ঞান করিবে।

অর্থলোভীর প্রসাদ গ্রহণ করিও না; অসতের সহিত মিত্রতাও করিও না; কারণ তাহারা তোমার সদ্গুণের পক্ষে বাগুরা স্বরূপ হইবে, এবং তোমাকে বিপদে পাতিত করিবে।

যে বস্তুর কল্য প্রয়োজন হইবে, অদ্য তাহা ব্যবহার করিও না।

তুমি অন্যের নিদর্শন হইতে জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে, এবং অপরের দোষ দেখিয়া নিজের দোষ সংশোধন করিয়া লইবে।

অথচ তুমি এরূপ আশা করিও না যে, বিজ্ঞ হইলেই সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য হওয়া যায় ; কারণ রাত্রি যে কি উপস্থাপিত করিবে, দিবা তাহা জ্ঞাত নহে।

নির্ব্বোধ হইলেই নিয়ত বঞ্চিত হয় না ; আবার বিজ্ঞ হইলেই নিয়ত কৃতকার্য্য হয় না। কিন্তু নির্ব্বোধ অখণ্ডিত সুখানুভব করিতে পারে না ; এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদা অসুখী হয় না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জন্মগ্রহণ করিলেই মনুষ্যকে বিপদ, কষ্ট, অভাব, যাতনা, ও হানি সহ্য করিতে হয়। অতএব প্রথম হইতেই সাহস ও ধৈর্য্য দ্বারা চিত্তকে দৃঢ় করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ তাহা হইলেই তুমি তোমার দুঃখের অংশ সহজে বহন করিতে পারিবে।

মরুভূমির মধ্যে উষ্ট্র যেমন শ্রম, তাপ, ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করে, কাতর হয় না, ধৈর্য্যশালী ব্যক্তিও সেইরূপ বিপদ এবং কষ্টে পতিত হইয়াও সাধুতা প্রতিপালন করেন।

উন্নতমনা ওজস্বী ব্যক্তি অদৃষ্টের প্রতিকূলতাকে অবজ্ঞা করেন। তাঁহার মনোমাহাত্ম্য খর্ব্ব হইবার নহে।

তাঁহার সুখ অদৃষ্টের প্রসন্নতার উপর নির্ভর করে না। অতএব তিনি উহার ভ্রুকুটীতেও ভীত হন না।

সাগরে শৈলের ন্যায় তিনি অচল ভাবে অবস্থিতি করেন; তরঙ্গের আঘাত তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

তিনি গিরিশিখরস্থিত প্রাসাদের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া রাখেন, সুতরাং অদৃষ্টের শর সকল তাঁহার পাদমূলে পতিত হয়।

বিপদের সময় তাঁহার সাহস তাঁহাকে ধরিয়া রাখে; এবং তাঁহার চিত্তস্থৈর্য্য তাঁহাকে বহন করিয়া উদ্ধার করে।

রণোন্মুখ বীরের ন্যায় তিনি বিপদের সম্মুখীন হন, এবং হস্তে বিজয় লইয়া প্রত্যাগমন করেন।

চিত্তস্থৈর্য্য তাঁহার কষ্টের ভার লাঘব করে, এবং তাঁহার সহিষ্ণুতা তাঁহার সমস্ত কষ্ট দমন করে,

কিন্তু একজন ভীরু ব্যক্তির নীচ অন্তঃকরণ তাহাকে অবমাননায় পাতিত করে।

দারিদ্র্যভারে নমিত হইয়া সে নীচতায় অবনত হয়; এবং নিরীহভাবে অবমাননা সহ্য করিয়া অনিষ্টকে আমন্ত্রণ করে।

তৃণ যেমন ফুৎকারমাত্রে কম্পিত হয়, সেও তেমনি দুঃখের ছায়া দেখিলেই কাঁপিতে থাকে।

বিপৎকালে সে বিমূঢ় ও ব্যাকুল হইয়া পড়ে; দুঃখের সময় সে মগ্ন হয়; এবং নৈরাশ তাহার আত্মাকে পরাভূত করে।

সপ্তম অধ্যায়

সন্তোষ।

মানব! তুমি স্মরণ রাখিও যে, জ্ঞানময় অনন্ত পুরুষ ইহ জগতে তোমার অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি তোমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত আছেন; তোমার অসঙ্গত কামনা সকল নিরীক্ষণ করিতেছেন; এবং কৃপানিবন্ধনই অনেক সময় তোমার প্রার্থনা চরিতার্থ করেন না।

তথাপি সঙ্গত কামনা ও সাধু চেষ্টার পক্ষে সেই বদান্য পুরুষ মুক্তহস্ত।

তুমি অসুখ বোধ, এবং দুরবস্থার জন্য পরিতাপ করিয়া থাক; কিন্তু ভাবিয়া দেখ ঐ সকলের মূল তোমার নিজেরই নির্ব্বুদ্ধিতা, তোমার নিজেরই অযথা আত্মাদর, এবং তোমার নিজেরই অসঙ্গত বাসনা।

অতএব ঈশ্বরের ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করিও না। প্রত্যুত তোমার নিজেরই অন্তঃকরণ সংশোধন কর। আর মনে মনে কখন এরূপ বলিও না যে, "যদি আমার ধন, আধিপত্য বা বিরাম থাকিত, তাহা হইলে আমি সুখী হইতাম;" কারণ, জানিবে যে, ঐ সমস্ত স্ব স্ব অধিকারীকে নিজ নিজ আনুসঙ্গিক দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে।

দরিদ্র ব্যক্তি ধনবানের অনির্বৃতি ও উদ্বেগ দেখিতে পায় না; আধিপত্যে যে কত কষ্ট ও আবর্ত্ত আছে, সে তাহা

অনুভব করিতে পারে না, বিরামে যে কত অবসাদ, সে তাহাও জানে না; সেই নিমিত্তই সে নিজঅদৃষ্টের জন্য দুঃখ করে।

কোন ব্যক্তির বাহ্য সুখ দেখিয়া ঈর্ষা করিও না; কারণ, তুমি তাহার অন্তর্নিহিত দুঃখ অবগত নহ।

অল্পে সন্তুষ্ট হওয়াই মহা জ্ঞানের কার্য্য; যিনি ধনবৃদ্ধি করেন, তিনি নিজের দুর্ভাবনাও বৃদ্ধি করেন। কিন্তু সন্তুষ্ট চিত্ত, গুপ্ত নিধি ও কষ্টের প্রতিবন্ধক।

যদি সুখসৌভাগ্যকে তোমার ন্যায়পরতা, মিতাচার, বদান্যতা, ও বিনয় লুণ্ঠন করিতে না দেও, তাহা হইলে সমৃদ্ধি কদাচ তোমাকে অসুখী করিতে পারিবে না।

কিন্তু তুমি ইহা হইতে শিক্ষা করিবে যে, বিশুদ্ধ অমিশ্রিত সুখসুলভ নহে।

ঈশ্বর মানবকে ধর্ম্মপথে ধাবিত করিয়াছেন; সুখ ঐ পথের নির্দ্দিষ্ট চরম সীমা। ঐ পথ সমস্ত অতিক্রম না করিয়া, এবং অনন্তাগারে মুকুট প্রাপ্ত না হইয়া, কেহ ঐ চরম সীমায় উপস্থিত হইতে পারে না।

অষ্টম অধ্যায়

মিতাচার।

ঈশ্বরপ্রসাদীকৃত স্বাস্থ্য, জ্ঞান, ও চিত্ত-শান্তি, সম্ভোগ করিতে পারিলেই তুমি ইহ জগতে সুখের প্রায় অব্যবহিত সন্নিকটেই উপস্থিত হইলে।

যদি তুমি এই সমস্ত সুখ লাভ, ও বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত পালন করিতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে বিলাসিতার হাবভাবের নিকটেও যাইও না; তাহার প্রলোভন হইতে দূরে পলায়ন কর।

যে সময় সে গাত্রোপরি বিলাসসামগ্রীসকল সজ্জিত করে; যে সময় পানপাত্রে সুরার সমুজ্জ্বল বুদ্‌বুদ সকল নৃত্য করিতে থাকে; যে সময় সে মৃদু মধুর হাস্য সহকারে তোমার প্রতি কটাক্ষ, এবং তোমাকে প্রফুল্ল ও সুখী হইতে প্রলোভিত করে; সেই সময়ই সঙ্কটের সময়; তুমি ঐ সময় যুক্তিকে সুদৃঢ় ভাবে প্রহরায় স্থাপন করিবে।

কারণ, যদি তুমি যুক্তির শক্র বিলাসিতার বাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলে তুমি প্রতারিত ও উৎপথে প্রেরিত হইবে।

সে যে সুখের আশা দেয়, তাহাতে উন্মত্ত করিয়া তুলে; এবং তৎপ্রদত্ত সুখ সম্ভোগ রোগ ও মৃত্যুমুখে প্রেরণ করে।

চতুর্দ্দিক্ চাহিয়া তাহার সজ্জিত সামগ্রী সকল নিরীক্ষণ কর, এবং যাহারা তাহার হাবভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, ও যাহারা তাহার প্রলোভনে কর্ণপাত করিয়াছে, মনোযোগ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরীক্ষা কর।

তাহারা কি জীর্ণ শীর্ণ নহে? তাহারা কি রুগ্ন নহে? তাহারা কি নিস্তেজ নহে?

ক্ষণিক আমোদ প্রমোদের পর তাহাদিগের দীর্ঘব্যাপী কষ্টকর অবসাদ ও যাতনা উপস্থিত হয়। সে (বিলাসিতা) তাহাদিগের প্রবৃত্তি সকলকে দূষিত ও বিরস করিয়া তুলিয়াছে; সুতরাং এক্ষণে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভোগ্য সামগ্রীও

তাহাদিগের পক্ষে বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপা-
সক সকল তাহার বলি হইয়াছে। যাহারা ঈশ্বর-প্রসাদী-কৃত
বস্তুর অপব্যবহার করে, ঈশ্বর বস্তুপ্রকৃতিতে সেই অপ-
ব্যবহারের সমুচিত ঈদৃশ প্রতিফল স্থাপন করিয়াছেন।

কিন্তু, ঐ যে রমণী সুশোভন পাদচারে এবং প্রফুল্ল মূর্ত্তিতে
ঐ কান্তারে চপলগতিতে বিচরণ করিতেছেন, উনি কে?

উহাঁর কপোলযুগল পদ্মোদরসদৃশ আরক্তিম; উহাঁর
মুখ হইতে প্রাতঃসমীরণের মাধুরী প্রবাহিত হইতেছে;—
বিশুদ্ধি ও বিনয় দ্বারা বিনীত হর্ষ উহাঁর লোচনযুগলে
বিস্ফূরিত হইতেছে; এবং অন্তঃকরণের প্রফুল্লতা নিবন্ধন
উনি বিচরণ করিতে করিতে গান করিতেছেন।

উহাঁর নাম নীরোগিতা; উনি ব্যায়াম ও মিতাচারিতার
নন্দিনী। উহাঁদিগের পুত্র সকল আর্য্যাবর্ত্তের উদীচ্য
কৈলাসশিখরে বাস করেন।

তাঁহারা সাহসী, কর্ম্মপটু ও প্রফুল্লপ্রকৃতি। তাঁহা-
দিগের সহোদরার সমস্ত সদ্গুণ ও সৌন্দর্য্য তাঁহাদিগেরও
আছে।

তাঁহাদিগের শিরাজাল তেজে গ্রথিত। বল তাঁহাদিগের
অস্থিপঞ্জর আশ্রয় করিয়া আছে। উদয়াস্তব্যাপী পরিশ্রমই
তাঁহাদিগের আমোদ।

তাঁহাদিগের জনক তাঁহাদিগকে যে ক্রীড়া করাইয়া
থাকেন, তাহাতে তাঁহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা উত্তেজিত হয়;
এবং জননী যে আহার প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহারা
পুনর্নবীকৃত হইয়া থাকেন।

রিপুবর্গের সহিত যুদ্ধ করাই তাঁহাদিগের আমোদ প্রমোদ, এবং কুপ্রবৃত্তি জয় করাই তাঁহাদিগের শ্লাঘা।

তাঁহাদিগের বিনোদ অতি পরিমিত। সুতরাং তাঁহারা আজীবন আমোদ করিতে পারেন। তাঁহাদিগের বিরাম স্বল্পমাত্র বটে, কিন্তু উহা সারবান্ ও সুস্নিগ্ধ।

তাঁহাদিগের শোণিত বিশুদ্ধ, ও তাঁহাদিগের চিত্ত প্রশান্ত। বৈদ্য কখনও তাঁহাদিগের আলয়ে আগমন করেন না।

কিন্তু কুশল মনুষ্যের সহিত একত্র বাস করে না; নিরুদ্বেগও তাহার কক্ষ মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

ঐ দেখ, বাহির হইতে শক্র সকল তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে; ওদিকে এক কৃতঘ্ন গৃহমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া তাঁহাদিগকে শক্রহস্তে সমর্পণ করিবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

তাঁহাদিগের নীরোগ দেহ, তাঁহাদিগের বল, তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্য ও তাঁহাদিগের পটুতা দর্শনে লম্পটতার চিত্তে বাসনা উত্তেজিত হইয়াছে।

সে তাহার নিকুঞ্জে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণয় প্রার্থনা, এবং স্বীয় প্রলোভন-বাগুরা বিস্তার করিতেছে।

তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কোমল, তাহার সুসূক্ষ্ম কেশপাশ চিক্কণ, এবং তাহার পরিচ্ছদ আলুলায়িত। ব্যভিচার তাহার লোচনে স্ফূরিত হইতেছে, এবং বিবিধ প্রলোভন তাহার অন্তঃকরণে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সে অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহাদিগকে সঙ্কেত করিতেছে, কটাক্ষ দ্বারা তাঁহাদিগের প্রণয় প্রার্থনা করিতেছে, এবং বাঙ্মাধুরী দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

অহো! তাহার প্রলোভন হইতে দূরে পলায়ন কর, এবং তাহার কুহক-বাক্যের প্রতি কর্ণরোধ কর। যদি তুমি তাহার কুটিল কটাক্ষে দৃষ্টিপাত কর, যদি তুমি তাহার স্বর-মাধুরী শ্রবণ কর, যদি সে তোমাকে বাহুলতা দ্বারা বেষ্টন করে, তাহা হইলেই সে তোমাকে চিরকালের জন্য নিগড়-বদ্ধ করিল।

অমনি ধিক্কার, রোগ, দারিদ্র, চিন্তা ও অনুতাপ অনুসরণ করিল।

অত্যাচারে ক্ষীণীকৃত, বিলাসিতায় রোগগ্রস্ত, ও আলস্যে শিথিলীকৃত হইয়া সামর্থ্য তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিত্যাগ করিবে, এবং স্বাস্থ্য তোমার দেহযন্ত্র ছাড়িয়া যাইবে। তোমার পরমায়ু খর্ব্ব ও অযশস্কর হইবে। তোমাকে অশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে, অথচ তুমি কাহারও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবে না।

দ্বিতীয় কল্প।

চিত্তবৃত্তি।

প্রথম অধ্যায়।

আশা ও ভয়।

কুসুম-কোরক মনোমধ্যে যেরূপ ভাবী আনন্দের সঞ্চার করিয়া দেয়, আশার উক্তি সকল তদপেক্ষাও অধিকতর

সুখজনক, এবং সংকল্পের পক্ষে অধিকতর অনুকূল। কিন্তু ভয়ের বিভীষিকা চিত্তের বিত্রাসন।

তথাপি আশা দ্বারা প্রলোভিত বা ভয় দ্বারা ভগ্নোদ্যম হইয়া তুমি যেন কর্ত্তব্য সাধন হইতে বিরত হইও না। কর্ত্তব্য হইতে যদি তোমাকে বিরত না হইতে হয়, তাহা হইলে তোমাকে সর্ব্বাবস্থার জন্য সমচিত্তে অগ্রেই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

সাধু, মৃত্যুর ভয়ে ভীত হন না। দুষ্কর্ম্ম হইতে তোমার হস্ত সংযত কর, তাহা হইলেই তোমার আত্মা অকুতোভয় হইবে।

তুমি যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহার সাফল্য বিষয়ে সততরূপে স্থিরনিশ্চয় হইবে। তাহা হইলেই তাহাতে তোমার উদ্যম বৃদ্ধি পাইবে। যদি তুমি সাফল্য বিষয়ে হতাশ হও, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না।

কাল্পনিক ভয়ে তোমার চিত্তকে বিত্রস্ত করিও না। কল্পনার ছায়াতে তোমার চিৎশক্তি সকলও যেন চিত্ত মধ্যেই বিলীন না হয়। ভয় হইতে দুরবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু যে ব্যক্তি আশা রাখেন, তিনি আত্মার সাহায্য করিয়া থাকেন।

অনুধাবিত হইলে উষ্ট্র পক্ষী যেমন মুণ্ডমাত্র লুক্কায়িত করে, কিন্তু দেহ লুক্কায়িত করিতে বিস্মৃত হয়, ভীরুর আশঙ্কা সকলও তেমনি তাহাকে বিপৎসমক্ষে পাতিত করে।

যদি তুমি কোন কার্য্যকে অসম্ভব ও অসাধ্য মনে কর, তাহা হইলে, উহা বাস্তবিক সেরূপ না হইলেও, তোমার

নিরুদ্যমই উহাকে প্রকৃত ঐরূপ করিয়া তুলিবে। কিন্তু যে ব্যক্তির অধ্যবসায় আছে, তিনি সকল বাধাই অতিক্রম করিতে পারিবেন।

সঙ্কল্পিত আশা মূর্খের চিত্তকেই আকর্ষণ করে; কিন্তু যিনি জ্ঞানবান্, তিনি উহার অনুবর্ত্তন করেন না।

তোমার সকল কামনাতেই যেন যুক্তি তোমার অগ্রবর্ত্তিনী হন। সম্ভাবনার সীমা অতিক্রম করিয়াও কামনা করিও না। তাহা হইলেই তুমি অবলম্বিত কার্য্যে সফল হইতে পারিবে, এবং তোমার চিত্ত নৈরাশ-জনিত কষ্ট ভোগ করিবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হর্ষ ও বিষাদ।

তোমার আহ্লাদ যেন এতাদৃশ অতিরিক্ত না হয় যে, তাহাতে তোমার মনকে উন্মত্ত করে। তোমার শোকও যেন এতাদৃশ গুরু না হয়, যে তাহাতে তোমার অন্তঃকরণকে মগ্ন করে। যে সুখ তোমাকে পরিমিতির দূর ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করিবে, বা যে দুঃখ তোমাকে উহার দূর নিম্নে অধঃপাতিত করিবে, সে সুখ বা সে দুঃখ দানে এই জগৎ সমর্থ নহে।

ঐ দেখ! হর্ষের আলয় ঐ দূরে অবস্থিতি করিতেছে। উহা বহির্ভাগে বিচিত্রিত ও প্রফুল্ল-দর্শন। উহার অভ্যন্তর

হইতে যে আহ্লাদ ও প্রমোদধ্বনি বিনির্গত হইতেছে, তদ্দ্বারাই তুমি উহাকে চিনিতে পার।

গৃহস্বামিনী ঐ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এবং পথিকদিগকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছেন। তিনি অনবরত গান, আহ্লাদধ্বনি ও উচ্চ হাস্য করিতেছেন।

তিনি পথিকদিগকে জীবনের সুখাস্বাদনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেছেন, এবং বলিতেছেন যে, তাঁহার আলয় ভিন্ন অন্য কুত্রাপি সে সকল সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

কিন্তু তুমি তাঁহার তোরণাভ্যন্তরে প্রবেশ করিও না। যাহারা তাঁহার ভবনে গতায়াত করে, তাহাদিগের সঙ্গও করিও না।

তাহারা আপনাদিগকে হর্ষের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়; তাহারা হাসিতে থাকে এবং সুখিত বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু তাহাদিগের সর্ব্বকার্য্যেই উন্মাদ ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তাহারা অনিষ্টের সহিত করে করে নিবদ্ধ; এবং তাহারা মন্দের দিকেই পাদবিক্ষেপ করিতেছে; বিবিধ বিপদ তাহাদিগের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; এবং তাহাদিগের অধোভাগে ধ্বংস মুখব্যাদান করিয়া আছে।

এক্ষণে অপর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কর, এবং ঐ পাদপাবৃত সানুদেশে শোকের গুপ্ত নিলয় দর্শন কর।

উহার রক্ষঃস্থল দীর্ঘশ্বাসে স্ফীত হইতেছে, এবং মুখবিবর বিলাপ-রবে পরিপূরিত হইয়াছে। সে মনুষ্যের দুঃখসম্বন্ধে আলাপ করিতেই ভালবাসে।

সে মানব-জীবন-সাধারণ দুর্নিমিত্তই দর্শন ও রোদন করিতেছে। মনুষ্যের দোষ ও দুষ্টতাই তাহার ওষ্ঠাগ্রে লাগিয়া রহিয়াছে।

সে সৃষ্টিমাত্রকেই অনিষ্টপূর্ণ দর্শন করিতেছে; সে যে পদার্থ দেখিতেছে, তাহাকেই আপন চিত্তের সদৃশ মালিন্য-ম্রক্ষিত বোধ করিতেছে। তাহার নিলয় শোক-নিনাদে অহর্নিশ নিরানন্দ হইয়া রহিয়াছে।

তাহার গুহাসমীপে গমন করিও না; তাহার নিশ্বাস সংক্রামক। সে জীবন-উদ্যানের শোভা ও সৌন্দর্য্যসাধন পুষ্প সকল শুষ্ক, ও ফল সকল নিপাতিত করিবে।

হর্ষের আবাস সকল অতিক্রম করিতে যাইয়া তুমি যেন পথ-ভ্রমে তাহার নিরানন্দ নিলয়ের সমীপবর্ত্তী না হও। কিন্তু সাব-ধানে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পথে গমন কর; সেই পথে গমন করিলেই তুমি অক্লেশে সন্তোষের কুঞ্জেও আরোহণ করিতে পারিবে।

শান্তি, কুশল ও নির্বৃতি সন্তোষের সহিত একত্র বাস করে। সন্তোষ প্রফুল্ল, কিন্তু অতিহৃষ্ট নহে। সে গম্ভীরমূর্ত্তি, কিন্তু কর্কশ নহে। সে ধীর ও অনাকুলিত ভাবে জীবনের সুখ দুঃখ নিরীক্ষণ করিতেছে।

এই সমুন্নত সন্তোষকুঞ্জে দণ্ডায়মান হইয়া তুমি দেখিতে পাইবে, কত লোক অন্তঃকরণের পরিতোষ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আহ্লাদ ও আত্যন্তিক হর্ষের সহচরদিগের সহবাস করিতেছে; আবার কত লোক বিষাদ ও বিমর্ষে কলুষিত হইয়া, মানবজীবনের দুঃখ ও বিপদের জন্য শোক করিয়া কালাতিপাত করিতেছে।

তুমি এই উভয় পক্ষকেই সকরুণ চক্ষে দর্শন করিবে; এবং এই উভয় পক্ষেরই ভ্রান্ত পথ নিরীক্ষণ করিয়া তুমি স্বয়ং পথভ্রমে পতিত হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

ক্রোধ।

বাত্যা যেমন ভীমবেগে বৃক্ষ সকল উন্মূলিত, ও প্রকৃতির বদন শ্রীভ্রষ্ট করে; ভূমিকম্প যেমন প্রচণ্ডকম্পে নগরী সকল বিধ্বস্ত করে; ক্রুদ্ধ ব্যক্তির উগ্রতাতেও তেমনি চতুর্দ্দিকেই অনিষ্ট আপতিত হয়; বিপদ ও ধ্বংস ক্রোধীর হস্তাগ্রস্থিত।

কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখ; এবং তোমার নিজের দোষ বিস্মৃত হইও না; তাহা হইলেই তুমি অন্যের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিবে।

ক্রোধরিপুর বশবর্ত্তী হইও না। ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়া, আর নিজের হৃদয় বিদ্ধ বা আত্মীয়ের প্রাণনাশ করিবার জন্য অসি শাণিত করা, একই কথা।

যদি তুমি ধৈর্য্য সহকারে সামান্য অপরাধও ক্ষমা করিতে পার, তাহা হইলে তুমি বিজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইবে; আর তুমি যদি ঐ সকল অপরাধ স্মৃতিপট হইতে একবারে ধৌত করিয়া ফেল, তাহা হইলে তোমার অন্তঃকরণ শান্তি সম্ভোগ করিবে; এবং তোমার অন্তরাত্মাও তোমাকে ভৎর্সনা করিবে না।

তুমি কি দেখিতেছ না যে, ক্রোধী ব্যক্তি তাহার মতি গতি হারাইয়া ফেলে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার বোধশক্তি থাকে, ততক্ষণ তুমি অন্যের ক্রোধোন্মাদ হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবে।

ক্রোধের সময় কোন কার্য্য করিও না। প্রচণ্ড ঝটিকার সময় সমুদ্রযাত্রা করিবে কেন?

যদি ক্রোধ জয় করা তোমার দুঃসাধ্য হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ উহাকে রোধ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব ক্রোধের সমস্ত নিমিত্ত পরিবর্জ্জন করিবে। অথবা যখনই ঐ সকল নিমিত্ত উপস্থিত হইবে, তখনই তুমি আপনাকে সাবধান করিবে।

পরুষ বাক্যে নির্ব্বোধ ব্যক্তিই ক্রুদ্ধ হয়; কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তি ঘৃণা করিয়া উহাতে উপহাস করেন।

আক্রোশকে অন্তঃকরণ মধ্যে পরিপালন করিও না। আক্রোশ তোমার অন্তঃকরণ নিপীড়িত এবং উহার প্রবৃত্তি সকল বিপর্য্যস্ত করিবে।

প্রত্যপকার করা অপেক্ষা, তুমি অপকার ক্ষমা করিতেই অধিকতর উদ্‌যুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি প্রত্যপকারের অবসর অন্বেষণ করে, সে আত্মবিনাশার্থই অপেক্ষা করিয়া থাকে, এবং নিজের মস্তকেই অনিষ্ট পাতিত করে।

জলসেক যেমন অগ্নির উত্তাপ নির্ব্বাপিত করে, মিষ্ট বাক্যও তেমনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তির উগ্রতা শান্ত করিয়া থাকে। তখন ঐ ব্যক্তি তোমার শত্রু না হইয়া বরং মিত্রই হইবে।

চিন্তা করিয়া দেখ, ক্রোধের পাত্র কত স্বল্প; তাহা হইলে

তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, নির্ব্বোধ ভিন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কিরূপে ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়।

অবোধ বা কার্পণ্য হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি স্মরণ রাখিবে, এবং দৃঢ় বিশ্বাস করিবে যে, অনুতাপ ব্যতীত ক্রোধের নিবৃত্তি হয় না।

অপমান অবোধের অনুসরণ করে; এবং অনুতাপ ক্রোধের পৃষ্ঠভাগে দণ্ডায়মান থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়।

দয়া।

বসন্ত যেমন মুকুল ও পুষ্প-নিকরে ধরণীতল সমাচ্ছন্ন করে; শীতঋতু যেমন সর্ব্ব শস্য-সম্পত্তি পরিপক্ক করে; দয়ার প্রসন্নতাও তেমনি কষ্টের সন্তানদিগের উপর সুখ বর্ষণ করে।

যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দয়া করেন, তিনি দয়া প্রাপ্ত হইবার যোগ্য; কিন্তু যাহার দয়া নাই, সে দয়ার উপযুক্ত পাত্র নহে।

ছাগশিশুর কাতর রবে মাংস-ব্যবসায়ীর চিত্ত আর্দ্র হয় না; আর, অন্যের দুঃখ দেখিয়া নিষ্ঠুরের অন্তরাত্মাও বিচলিত হয় না।

কিন্তু দয়ালুর অশ্রুজল পদ্মকোষবিগলিত ভূপৃষ্ঠ-পতিত নীহারবিন্দু অপেক্ষাও অধিকতর মনোহারী।

অতএব তুমি দরিদ্রের ক্রন্দনে তোমার কর্ণ রুদ্ধ করিও না। নিরীহ ব্যক্তিদিগের বিপদের প্রতিও তোমার অন্তঃকরণ কঠিন করিও না।

আহা! যখন পিতৃহীন বালক তোমার আভিমুখ্য অপেক্ষা করিতেছে; যখন বিধবার চিত্ত অবসন্ন হইয়াছে,—এবং দুঃখে অশ্রুপাত করিয়া সে তোমার আনুকূল্য প্রার্থনা করিতেছে; তখন তুমি তাহার দুঃখে দয়া কর; এবং যাহাদিগের কেহই সাহায্যদাতা নাই, তাহাদিগকে হস্তাবলম্ব প্রদান কর।

যখন তুমি শীতে কম্পমান আবরণ-বিহীন নিরাশ্রয় পথের ভিক্ষুককে দেখিতে পাইবে, তখনই যেন বদান্যতা তোমার অন্তঃকরণের দ্বার মুক্ত করে। তোমার দানশীলতা যেন তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করে; তাহা হইলেই তোমার নিজের আত্মা রক্ষিত হইবে।

যখন দরিদ্র রুগ্নশয্যায় শয়ান হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে; যখন দুর্ভাগা ভীষণ কারা মধ্যে শীর্ণ হইতেছে; অথবা যখন পলিতশিরা স্থবির দয়া প্রার্থনায় দুর্ব্বল ভাবে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, আহা! তখন তুমি কোন্ প্রাণে তাহাদিগের অভাব অগ্রাহ্য করিয়া ও তাহাদিগের কষ্টে সহানুভুতি প্রকাশ না করিয়া অপরিমিত ভোগসুখ উপভোগ করিতেছ!

পঞ্চম অধ্যায়।

কাম ও রতি।

যুবক! লম্পটতার প্রলোভন বিষয়ে সাবধান, সাবধান। স্বৈরিণী যেন তোমায় তাহার প্রমোদে প্রলোভিত না করে।

কামের প্রচণ্ডতা নিজেরই উদ্দিষ্ট কার্য্য পণ্ড করিবে; তাহার উগ্রতায় অন্ধীভূত হইয়া তুমি সবেগে ধ্বংসমুখে নিপতিত হইবে।

অতএব তাহার তোষজনক প্রলোভনে চিত্ত সমর্পণ করিও না। তাহার সম্মোহন কুহকসকলও যেন তোমার অন্তঃকরণকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে না পারে।

তাহা হইলে হর্ষ-নদের পরিপোষক স্বাস্থ্য-প্রস্রবণ অবিলম্বেই শুষ্ক হইয়া যাইবে, এবং আনন্দের সমস্ত উৎসাহ নিঃশেষ হইবে।

যৌবন সময়েই বার্দ্ধক্য আসিয়া তোমাকে আক্রমণ করিবে। তোমার সূর্য্য প্রাতঃকালেই অস্ত যাইবে।

কিন্তু যখন সদ্‌গুণ ও শালীনতা সুন্দরী নারীর শ্রী সমুজ্জ্বল করে, তখন তাঁহার প্রভা আকাশের তারকারাজিকেও অতিক্রম্ করে; এবং তাঁহার মোহিনী শক্তির পরাক্রম রোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

তাঁহার গৌরবর্ণ বক্ষঃস্থল রাজীবকেও অধঃকৃত করে। তাঁহার মৃদুমন্দ হাস পারিজাত কানন অপেক্ষাও অধিকতর আনন্দজনক।

গৃহকপোতিকার ন্যায় তাঁহার লোচনে বিশুদ্ধি বিরাজিত; এবং সরলতা ও সত্য তাঁহার অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত।

তাঁহার চুম্বন মকরন্দ অপেক্ষাও সুমধুর; তাঁহার নিশ্বাস পবনে মলয়ের সৌরভ প্রবাহিত হইতেছে।

প্রণয়ের মাধুরীর প্রতি তোমার অন্তঃকরণ রুদ্ধ করিও না। প্রণয়মাধুরীর বিশুদ্ধকান্তি তোমার চিত্তকে উন্নত এবং উহাকে সুন্দর চিত্রে বিচিত্রিত হইবার উপযোগী মসৃণতা প্রদান করিবে।

তৃতীয় কল্প।

নারী।

প্রণয়ের নন্দিনি সুন্দরি! তুমি বিজ্ঞতার উপদেশ বাক্যে কর্ণপাত কর, এবং সত্যের মূল সূত্র সকল তোমার হৃদয়ে গভীর রূপে মগ্ন করিয়া রাখ। তাহা হইলে তোমার চিত্তের মাধুরী তোমার দেহের কান্তি বৃদ্ধি করিবে; এবং তোমার ইন্দীবর-সদৃশ সৌন্দর্য্য ম্লানদল হইলেও মনোহরণ করিবে।

তোমার যৌবন সময়ে, তোমার জীবনের প্রারম্ভে, যখন পুরুষগণ সতৃষ্ণ-নয়নে হৃষ্টচিত্তে তোমার প্রতি চাহিয়া থাকে, তুমি তখন সাবধান হইয়া তাহাদিগের প্রলোভন বাক্য শ্রবণ করিবে। তোমার অন্তঃকরণকে সুরক্ষিত করিবে। তাঁহাদিগের সুমধুর প্রলোভনে মনোযোগ করিবে না।

তুমি স্মরণ রাখিবে যে, তুমি পুরুষের যুক্তিশক্তিসম্পন্না সহচরী হইয়া সৃষ্ট হইয়াছ; তাহাদিগের রিপুবর্গের কিঙ্করী হইয়া সৃষ্ট হও নাই।

শ্রমে পুরুষের সহায়তা করা, স্নেহ দ্বারা তাঁহাকে স্নিগ্ধ করা, এবং তোমার ভালবাসা দ্বারা তাঁহার আয়াসের পুরস্কার করাই তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

কিরূপ রমণী পুরুষের চিত্ত জয়, এবং তাঁহাকে প্রণয়ের বশীভূত করিয়া তাঁহার হৃদয়ে কর্ত্তৃত্ব করেন?

ঐ দেখ, সে রমণী ঐ কৌমার-সহজ-সৌন্দর্য্য সহকারে বিচরণ করিতেছেন; তাঁহার চিত্তে বিশুদ্ধি ও কপোলে শালীনতা বিরাজ করিতেছে।

তাঁহার হস্ত কর্ম্ম অন্বেষণ করিতেছে; তাঁহার চরণযুগল অনর্থক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে ভাল বাসে না।

তিনি পরিচ্ছন্নতায় আনন্দ বোধ করেন;—তিনি মিতাচারে পরিপুষ্ট হন। বিনয় ও নম্রতা মুকুটের ন্যায় তাঁহার ললাটদেশ বেষ্টন করিয়া আছে।

তাঁহার রসনায় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত;—তাঁহার ওষ্ঠপুট হইতে মকরন্দ-মাধুরী প্রবাহিত হইতেছে।

তাঁহার বাক্য মাত্রেই বিনয় বর্ত্তমান; তাঁহার উত্তরমাত্রেই মস্রতা ও সত্য বিরাজ করিতেছে।

বশীভূততা ও আনুগত্য তাঁহার জীবনের অধ্যেতব্য; এবং শান্তি ও সুখ তাঁহার পুরস্কার।

তাঁহার অগ্রে অগ্রে বিজ্ঞতা বিচরণ করিতেছে, এবং সাধুতা তাহার দক্ষিণ হস্তে বিদ্যমান রহিয়াছে।

তাঁহার লোচনযুগল মাধুরী ও প্রণয় প্রকাশ করিতেছে; কিন্তু সদ্বিবেক দণ্ডহস্তে তাঁহার ভ্রূদেশে উপবেশন করিয়া আছে।

তাঁহার সান্নিধ্যে লম্পটের জিহ্বা জড়ীভূত হয়। তাঁহার সতীত্বের মাহাত্ম্য তাহাকে মূক করিয়া রাখে।

যখন তাঁহার নিজের অপবাদ প্রসারিত এবং তাঁহার প্রতিবেশিনীর সুখ্যাতি মুখ হইতে মুখান্তরে দ্রুত সঞ্চারিত হইতেছে, তখন, যদি সতীত্ব ও সৎস্বভাবের অনুরোধে তাঁহাকে মুখ খুলিতে না হয়, তাহা হইলে তিনি মুখে হস্তার্পণ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন।

তাঁহার হৃদয় সাধুতার আলয়; সুতরাং তিনি অন্য জনে অনিষ্টের আশঙ্কা করেন না।

যে পুরুষ তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী করিবেন, সেই পুরুষই ধন্য; যে সন্তান তাঁহাকে জননী সম্বোধন করিবে, সেই সন্তানই সুখী।

তিনি যে গৃহের অধীশ্বরী, সেই গৃহেই শান্তি বিরাজমান; তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া আদেশ করেন, সুতরাং মানিত হন।

তিনি প্রত্যূষে উত্থিত হন, নিজের কর্ত্তব্য পর্য্যালোচনা করেন; এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন।

সংসারের প্রতি যত্নই তাঁহার আহ্লাদ। তিনি নিয়ত উহাই শিক্ষা করেন; সুতরাং মিতাচার ও পরিচ্ছন্নতা তাঁহার গৃহমধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তাঁহার বিধিব্যবস্থার নৈপুণ্য তাঁহার ভর্ত্তার গৌরবের বস্তু; তিনি তাঁহার পত্নীর সুখ্যাতি শুনিয়া তূষ্ণীম্ভাবে আনন্দ সম্ভোগ করেন।

তিনি তাঁহার সন্তানদিগের চিত্তকে জ্ঞানের সহিত পরিচিত করেন। তিনি নিজের সাধুতার নিদর্শনে তাঁহাদিগের আচরণ গঠন করেন।

তাঁহার মুখের বাক্য তাহাদিগের শৈশবের নিয়ামক; তাঁহার ভ্রূভঙ্গী তাহাদিগকে বশীভূত হইতে বাধ্য করে।

তিনি বাঙ্‌মাত্র উচ্চারণ করেন, অমনি তাঁহার ভৃত্যসকল স্বস্ব কার্য্যে ধাবিত হয়; তিনি নিয়োগ মাত্র করেন, অমনি কার্য্য সম্পাদিত হয়।

কারণ, অনুরাগ নিয়ামক রূপে তাহাদিগের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে;—তাঁহার স্নেহ তাহাদিগকে যেন পক্ষসম্পন্ন করে।

তিনি সমৃদ্ধিতে স্ফীত হন না। দুর্দ্দশাতে তিনি ধৈর্য্য সহকারে দুর্ভাগ্যজনিত ক্ষত সকল সুস্থ করেন।

তাঁহার সৎপরামর্শে তাঁহার ভর্ত্তার কষ্ট সকল নিবারিত হয়, এবং তাঁহার ভালবাসায় কষ্টও সুখজনক হইয়া উঠে। ভর্ত্তা পত্নীর হৃদয়ে নিজ অন্তঃকরণ নিক্ষেপ করেন, এবং সুখ প্রাপ্ত হন।

যে পুরুষ তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী করিয়াছেন, সেই পুরুষই ধন্য; যে সন্তান তাঁহাকে জননী সম্বোধন করিয়াছে, সেই সন্তানই সুখী।

চতুর্থ কল্প।

প্রথম অধ্যায়।

স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

স্বামী।

বিধাতার বিধি মান্য করিয়া দারপরিগ্রহ কর;—দারপরিগ্রহ কর, এবং সমাজের একজন বিশ্বস্ত সহযোগী হও।

কিন্তু অগ্রে মনোযোগ পূর্ব্বক পরীক্ষা কর;—সহসা কোন কামিনীকে চিত্ত সমর্পণ করিও না; কারণ তুমি এক্ষণে যাহাকে মনোনীত করিবে, তাহার উপর তোমার ও তোমার সন্তানসন্ততির চিরকালের সুখ নির্ভর করিতেছে।

যদি তিনি বেশ ভূষায় অধিক সময় ব্যয় করেন, যদি তিনি নিজের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও নিজের স্তুতিবাদে আনন্দিত হন, যদি তিনি অতিরিক্ত হাস্য ও অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় করেন, যদি তাঁহার চরণ তাঁহার পিতৃগৃহে সুস্থির না থাকে, এবং যদি তাঁহার চক্ষু প্রগল্‌ভ ভাবে পুরুষের মুখমণ্ডলে সঞ্চরণ করে, তাহা হইলে, তাঁহার সৌন্দর্য্যপ্রভা সাক্ষাৎ গগনসঞ্চারী মার্ত্তণ্ডের সদৃশ হইলেও, তুমি তাঁহার মোহিনী মূর্ত্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিও না; তিনি যে পথে বিচরণ করেন, তথা হইতে অন্য পথে গমন কর; কামের প্রলোভন সকল তোমার চিত্তকে যেন জালবদ্ধ না করে।

কিন্তু তুমি যে কামিনীতে সুশীলতাসহকৃত সুবুদ্ধি ও তোমার বাসনার উপযুক্ত সর্ব্বগুণবিভূষিত অন্তঃকরণ দেখিতে পাইবে, সেই কামিনীকেই স্বগৃহে লইয়া যাইবে; তিনিই তোমার সখী, জীবনসহচরী ও তোমার প্রাণের পত্নী হইবার যোগ্য পাত্রী।

অহে! তুমি ঈশ্বরপ্রসাদীকৃত নিধিস্বরূপে তাঁহাকে সযত্নে পালন করিবে! তোমার সস্নেহ আচরণ যেন তোমাকে তাঁহার প্রাণের প্রিয় করে।

তিনি তোমার গৃহের অধীশ্বরী, অতএব তুমি তাঁহার প্রতি সসম্ভ্রম ব্যবহার করিবে; তাহা হইলেই তোমার ভৃত্যেরাও তাঁহাকে মান্য করিবে।

কারণ ব্যতীত তাঁহার প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধকতা করিও না; তিনি তোমার দুর্ভাবনার অংশভাগিনী, অতএব তুমি তাঁহাকে তোমার আনন্দের অংশও প্রদান করিবে।

মৃদুভাবে তাঁহার দোষে তিরস্কার করিবে। উগ্রতা দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিও না।

তুমি বিশ্বস্তভাবে তাঁহার হৃদয়ে তোমার রহস্য নিক্ষেপ করিবে; তাঁহার পরামর্শ সকল অকপট; সুতরাং তুমি প্রতা-রিত হইবে না।

তুমি তাঁহার শয্যা দূষিত করিও না, কারণ তিনি তোমার সন্তানের জননী।

যখন পীড়া ও যাতনা তাঁহাকে আক্রমণ করিবে, তুমি সস্নেহ শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার কষ্ট নিবারণ করিবে; তোমার কারুণ্য ও প্রণয়কটাক্ষমাত্র তাঁহার সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ ও সর্ব্ব

যাতনা শান্তি করিবে, এবং দশজন চিকিৎসক অপেক্ষাও অধিকতর ফলোপধায়ক হইবে।

তাঁহার জাতিস্বভাবজ দৌর্ব্বল্য, ও তাঁহার দেহের মার্দ্দব পর্য্যালোচনা করিয়া তুমি তাঁহার দোষে কর্কশ হইও না; তোমার নিজের ত্রুটি স্মরণ রাখিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জনক।

যদি তোমার সন্তান হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার সেই ভার কত গুরুতর; যে জীবকে তুমি জন্ম দিয়াছ, তাহাকে প্রতিপালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

তোমার আত্মজ তোমার সুখের বা দুঃখেরই কারণ হউক্, সমাজের উপযোগী বা অপদার্থ সহযোগীই হউক্, সে সর্ব্বথা তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে।

তুমি উপদেশ দ্বারা শৈশব হইতেই তাহাকে প্রস্তুত কর, এবং সত্যের মূলসূত্র দ্বারা তাহার অন্তঃকরণের উৎকর্ষ সাধন কর।

সাবধান হইয়া নিরীক্ষণ কর; তাহার প্রবৃত্তি সকল কোন্ দিকে নত হইতেছে। বাল্যাবস্থাতেই তাহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত কর, এবং কুচরিত্রকে তাহার কর্ণ অধিকার করিতে দিও না।

তাহা হইলেই সে শৈলশিখরজাত দেবদারুর ন্যায় উন্নত হইবে ; এবং তাহার উচ্চশির কাননের অন্যান্য বৃক্ষ সকলের ঊর্দ্ধভাগে দৃষ্ট হইতে থাকিবে।

কুপুত্র জনকের ধিক্কারস্বরূপ ; কিন্তু যে পুত্র সৎকার্য্য করে, সে পিতার বার্দ্ধক্যে তাঁহার গৌরব স্বরূপ হইয়া থাকে।

ক্ষেত্র তোমার নিজের অধিকৃত ; উহাতে যেন কর্ষণের অভাব না হয় ; তুমি যেরূপ বীজ বপন করিবে, সেই রূপ শস্যই প্রাপ্ত হইবে।

তুমি তাহাকে বশ্যতা শিক্ষা দেও, তাহা হইলেই সে তোমাকে সুখিত করিবে ; তাহাকে বিনয় শিক্ষা দেও, তাহা হইলেই তাহাকে কখন লজ্জায় পতিত হইতে হইবে না।

তাহাকে কৃতজ্ঞতা শিক্ষা দেও, তাহা হইলেই সে লাভ-বান্ হইবে,—তাহাকে বদান্যতা শিক্ষা দেও, তাহা হইলে সে ভালবাসা পাইবে।

তাহাকে মিতাচার শিক্ষা দেও,—তাহা হইলেই সে স্বাস্থ্য লাভ করিবে ; তাহাকে বিবেক শিক্ষা দেও, তাহা হইলেই সৌভাগ্য তাহার অনুগত হইবে।

তাহাকে শ্রম শিক্ষা দেও, তাহা হইলেই তাহার ধন বৃদ্ধি পাইবে। তাহাকে হিতচিকীর্ষা শিক্ষা দেও, তাহা হইলেই তাহার অন্তরাত্মা উন্নত হইবে।

তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা করাও, তাহা হইলেই তাহার জীবন সার্থক হইবে ;—তাহাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেও, তাহা হইলেই তাহার মৃত্যু সুখকর হইবে।

তাহাকে ন্যায় শিক্ষা দেও, তাহা হইলেই সে জগতের

মাননীয় হইবে;—তাহাকে সরলতা শিক্ষা দেও, তাহা হইলেই তাহার নিজের অন্তঃকরণ তাহাকে তিরস্কার করিবে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

সন্তান।

মানব! ঈশ্বরসৃষ্ট তির্য্যক্‌জাতি হইতে জ্ঞানশিক্ষা কর, এবং তৎপ্রদত্ত উপদেশ সকল নিজের সম্বন্ধে প্রয়োগ কর।

বৎস। কান্তারে যাইয়া কাননের যুবক সারসকে নিরীক্ষণ কর, এবং তাহার নিদর্শন হৃদয়ে ধারণ কর। সে তাহার বৃদ্ধ জনককে পক্ষোপরি বহন করিয়া লইয়া যায়, নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দেয়, এবং যথাসময়ে তাহাকে আহার দান করে।

সন্তানের পিতৃমাতৃভক্তি দেবোৎসর্গীকৃত অগরুর সৌরভ অপেক্ষাও অধিকতর সুরভি; অধিক কি দক্ষিণ-সমীরণ-সঞ্চালিত মন্দরের সৌগন্ধ অপেক্ষাও অধিকতর তৃপ্তিজনক।

অতএব তুমি তোমার জনকের প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কারণ তিনি তোমাকে জীবন দান করিয়াছেন। তোমার জননীর প্রতিও কৃতজ্ঞ হও, কারণ তিনি তোমাকে পোষণ করিয়াছেন।

জনকের মুখ-বিনিঃসৃত বাক্য সকল শ্রবণ কর, কারণ— তোমার মঙ্গলের নিমিত্তই ঐ সকল বাক্য উচ্চারিত হয়।

তাঁহার তিরস্কারে কর্ণপাত কর, কারণ উহা স্নেহ হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

তিনি সযত্নে তোমার হিতচিন্তা করিয়াছেন, এবং তোমার সুখস্বচ্ছন্দের জন্য শ্রম করিয়াছেন। অতএব তুমি তাঁহার বার্দ্ধক্যে তাঁহাকে মান্য কর; তাঁহার পলিত মস্তকের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিও না।

তুমি তোমার নিরাশ্রয় শৈশব কাল এবং তাৎকালিক অসঙ্গত প্রার্থনা সকল ভাবিয়া দেখ, এবং সেই দৃষ্টান্তে তোমার বৃদ্ধ জনকজননীর অসঙ্গত বাসনা সকলও চরিতার্থ কর। জীবনের অবসান সময়ে তাঁহাদিগের সহায়তা ও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন কর।

তাহা হইলেই তোমার পলিতকেশ জনক জননী প্রশান্ত-চিত্তে পরলোক যাত্রা করিবেন; এবং তোমারও সন্তান-গণ. তোমার সেই মহনীয় দৃষ্টান্তে শিক্ষিত হইয়া, সন্তানো-চিত স্নেহ ভক্তি দ্বারা তোমার সেই পিতৃভক্তির সম্যক্ পুরস্কার প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

সহোদর।

তোমরা সকলে এক জনকের আত্মজ; এক জনকের যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছ, এবং এক জননী তোমাদিগের সকলকেই স্তন্য পান করাইয়াছেন।

অতএব স্নেহ-রজ্জু তোমাদিগের সকল সহোদরকে একত্র বন্ধন করুক; তাহা হইলেই তোমাদিগের পিতৃভবনে শান্তি ও সুখ বিরাজ করিবে।

তোমরা সংসারক্ষেত্রে যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবে, তখন, যে সম্বন্ধ তোমাদিগকে প্রণয় ও একতা-সূত্রে বদ্ধ রাখিয়াছে, সেই সম্বন্ধ স্মরণ রাখিবে। তুমি তোমার শোণিত-সম্পর্কী অপেক্ষা অন্য ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিও না।

যদি তোমার সহোদর ত্নরবস্থায় পতিত হন, তুমি তাঁহার সহায়তা কর; যদি তোমার সহোদরা কষ্টে পতিত হন, তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না।

তাহা হইলেই তোমার পৈতৃক সম্পত্তি, তাঁহার সকল সন্তানকেই ভরণ পোষণ করিবে; এবং তোমরা পরস্পরকে ভাল বাসিলে সকলেই চিরকাল তাঁহার সমান যত্ন পাইবে।

পঞ্চম কল্প।

অবস্থা-ঘটিত তারতম্য।

জ্ঞানী ও মূর্খ।

বুদ্ধিবৃত্তি ঈশ্বর-প্রদত্ত ধন, এবং যাহার যে পরিমাণে ভাল দেখায়, তিনি তাহাকে সেই পরিমাণেই বুদ্ধিবৃত্তির অংশ করিয়া দিয়াছেন।

তিনি কি তোমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন? তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতিতে কি তোমার মন উদ্ভাসিত করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তুমি উহা শিক্ষার্থ মূর্খ জনে সঞ্চারিত কর;—তোমার নিজের উৎকর্ষ সাধনের জন্য জ্ঞানবানেও সঞ্চারিত কর।

মূর্খতার অপেক্ষা প্রকৃত জ্ঞানের অহমিকা স্বল্পতর; জ্ঞানবান্ প্রায়ই সন্দেহ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন; কিন্তু মূর্খ স্থিরসংকল্প, সুতরাং সে সন্দেহ করে না; নিজের অজ্ঞতা ব্যতীত সে আর সমস্তই জানে।

অসারের গর্ব্ব ন্যক্কারজনক। অধিক বাক্য ব্যয় করা মূর্খতার নির্ব্বুদ্ধিতা। তথাপি মূর্খের গর্ব্ব সহ্য করা, ধৈর্য্যসহকারে তাহার বাচালতা শ্রবণ করা, এবং তাহার অজ্ঞানে দুঃখ প্রকাশ করা জ্ঞানবানের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অথচ নিজের জ্ঞানে স্ফীত হইও না; নিজের বুদ্ধি প্রাধান্যেরও অহঙ্কার করিও না। মনুষ্যের বুদ্ধিপ্রতিভা অতিস্বচ্ছ হইলেও অন্ধতামস ও অবোধ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

জ্ঞানবান্ নিজের অপূর্ণতা বুঝিতে পারেন, এবং বিনীত হন; তিনি বহু যত্ন করিয়াও নিজের চিত্ত পরিতৃপ্ত করিতে পারেন না। কিন্তু মূর্খ নিজের অতি ক্ষীণ বুদ্ধিপ্রবাহের অভ্যন্তরে দৃষ্টিক্ষেপ করে, এবং তলভাগে যে সকল কঙ্কর দেখিতে পায়, তাহাতেই পরিতৃপ্ত হয়; সে ঐ সকল তুলিয়া আনে, মৌক্তিক বোধে প্রদর্শন করে, এবং স্বসমান ব্যক্তিদিগের প্রশংসায় আনন্দিত হয়।

সে অসার বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিয়া গর্ব্ব করে, কিন্তু যে বিষয়ে অজ্ঞ হওয়া লজ্জাজনক, তাহার প্রতিভা সে বিষয়ে স্ফুরিত হয় না।

জ্ঞানের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াও সে অজ্ঞানের জন্য শ্রম করে, সুতরাং শ্রমের পুরস্কার স্বরূপে ধিক্কার ও নৈরাশ্য প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারা তাঁহার মনের উৎকর্ষ সাধন করেন; শিল্পের উন্নতি সাধনই তাঁহার আমোদ; এবং জনসমাজে সেই সকল শিল্পের উপযোগিতা, তাঁহাকে সম্মান দ্বারা ভূষিত করে।

তথাপি, ধর্ম্মোপার্জনকেই তিনি পরম বিদ্যা জ্ঞান করেন; এবং তিনি আজীবন সুখস্বচ্ছন্দতাসাধক শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দরিদ্র ও ধনবান।

বিধাতা যে ব্যক্তিকে ধন ও ধনের সদ্ব্যয় করিতে অন্তঃকরণ দিয়াছেন, সে ব্যক্তি বিশেষ সুভগ এবং বিলক্ষণ প্রখ্যাত।

তিনি ধন সম্পত্তি দর্শন করিয়া হর্ষানুভব করেন, কারণ উহা হইতে তিনি সদনুষ্ঠানের উপায় প্রাপ্ত হইবেন।

তিনি নিপীড়িত দরিদ্রদিগকে রক্ষা করেন ; তিনি প্রবল ব্যক্তিকে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে দেন না।

তিনি অনুকম্পার পাত্র অন্বেষণ করেন ; তিনি তাহাদিগের অভাব অনুসন্ধান করেন ; তিনি আড়ম্বর ব্যতীত, যথান্যায়ে উহাদিগকে উদ্ধার করেন।

তিনি গুণের সহায়তা ও পুরস্কার করেন ; তিনি বুদ্ধির পোষকতা করেন, এবং যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া, উপযোগী সংকল্প মাত্রের উন্নতি সাধন করেন।

তিনি বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার জন্মভূমি সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, এবং শ্রমজীবী কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। তিনি নূতন নূতন সংকল্প করেন, সুতরাং শিল্প উন্নতি প্রাপ্ত হয়।

তিনি তাঁহার আহারের উদ্বৃত্ত সামগ্রীকে দরিদ্রের প্রাপ্য জ্ঞান করেন, সুতরাং উহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চনা করেন না।

তাঁহার অন্তঃকরণের উপচিকীর্ষাবৃত্তি সমৃদ্ধি কর্ত্তৃক পরাভূত হয় না। সুতরাং তিনি সমৃদ্ধিতে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ।

কিন্তু যিনি রাশি রাশি ধন সঞ্চয়, এবং সেই ধনের অধিকারী হইয়া একাকী সুখ সম্ভোগ করেন ; যিনি দরিদ্রের মুখকান্তি নিষ্পেষণ করেন, এবং তাহাদিগের ললাট-বিগলিত স্বেদজল লক্ষ্যও করেন না ; তাঁহার জীবনে ধিক্।

তিনি সহানুভূতিশূন্য হইয়া উত্তরোত্তর উৎপীড়নই করিতে থাকেন ; তাঁহার সজাতির ধ্বংসে তিনি বিচলিত হন না।

তিনি পিতৃমাতৃহীন বালকের অশ্রুবারি দুগ্ধের ন্যায় পান করেন; বিধবার ক্রন্দন ধ্বনি তাঁহার সঙ্গীত বলিয়া বোধ হয়।

তাঁহার চিত্ত অর্থ-লালসা দ্বারা কঠিনীকৃত হইয়াছে। অতএব কোন দুঃখ বা দুরবস্থা উহাতে অঙ্কিত হইতে পারে না।

কিন্তু অত্যাচারের অভিসম্পাত তাঁহার নিয়ত অনুসরণ করে; তিনি অবিশ্রান্ত বিভীষিকায় ত্রস্ত হইয়া জীবন যাপন করেন। তিনি অন্যের যে সঙ্কট সংঘটিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার চিত্তের উদ্বেগ, এবং তাঁহার আত্মার সর্ব্বগ্রাসিনী বাসনা তাঁহার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

অহো! এই ব্যক্তির অন্তঃকরণ যেরূপ যাতনায় চর্ব্বিত হইতেছে তাহার সহিত তুলনা করিলে দরিদ্রের অশেষ দুঃখও তুচ্ছবোধ হয়।

দরিদ্র যেন শোক নিবারণ করে; কেবল শোক নিবারণই বা কেন, সে যেন হৃষ্ট পুষ্ট হয়, কারণ, তাহার অনেক হেতু আছে।

দেখ সে নিরুদ্বেগে বসিয়া নিজ যৎসামান্য আহার ভোজন করে; তাহার ভোজন সময়ে চাটুকার ও ঔদরিকদিগের জনতা হয় না।

অনুজীবিগণ তাহাকে বিভ্রান্ত করে না; যাচকদিগের কোলাহলেও তাহাকে উৎপীড়িত হইতে হয় না।

সে ধনবানদিগের সুখসম্ভোগ হইতে নিবারিত হইয়া তাঁহাদিগের রোগের হস্ত হইতেও মুক্তি পায়।

সে যাহা আহার করে, তাহা কি তাহার রসনায় মিষ্ট বোধ হয় না? সে যে জল পান করে, তাহাতে কি তাহার পিপাসা

পরিতৃপ্ত হয় না ? বরং উহা ধনবানদিগের যে কোন মহামূল্য পানীয় অপেক্ষাই অধিকতর সুমধুর।

তাহার পরিশ্রম তাহার স্বাস্থ্য রক্ষা, এবং তাহাকে বিশ্রাম-সুখ প্রদান করে, সে সুখের সহিত ধনবানের সুকোমল শয্যার পরিচয় নাই।

সে নিজের ক্ষুদ্রাবস্থা চিন্তা করিয়া তাহার কামনা সকলকেও খর্ব্ব করিয়া আনে; এবং সন্তোষের শান্তি তাহার অন্তঃকরণে ধনোপার্জ্জন ও ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি প্রদান করে।

অতএব ধনী যেন ধনের গর্ব্ব না করেন; দরিদ্রও যেন দারিদ্র-নিবন্ধন ক্ষুব্ধ না হয়; কারণ, ঈশ্বরের পালনীশক্তি তাঁহাদিগের উভয়কেই সুখদান করিতেছে; অতএব উভয়ের অংশ সমানই হইয়াছে; কিন্তু নির্ব্বোধ তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রভু ও ভৃত্য।

মানব! তুমি অন্যের পরিচর্য্যা করিতেছ বলিয়া খেদ করিও না; বিধাতা এইরূপ নিয়োগ করিয়াছেন; এবং এই কার্য্যে অনেক সুবিধাও আছে, ইহা তোমাকে জীবনের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ হইতে বিদূরে অপসারিত করিয়াছে।

বিশ্বস্ততা ভৃত্যের গৌরব; আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতা তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ।

অতএব ধীরভাবে তোমার প্রভুর তিরস্কার বাক্য শ্রবণ কর; তিনি যখন তোমাকে তিরস্কার করিবেন, তখন প্রত্যুত্তর করিও না; যদি তুমি বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া আত্মোৎসর্গ কর, তাহা হইলে তিনি তাহা কখনই বিস্মৃত হইবেন না।

নিয়ত তাঁহার ইষ্ট চিন্তা করিবে; পরিশ্রম সহকারে তাঁহার কার্য্য সাধন করিবে, এবং তিনি তোমার হস্তে যে ভার ন্যস্ত করিয়াছেন, তৎপক্ষে বিশ্বাস রক্ষা করিবে।

তোমার সময় ও তোমার শ্রম তাঁহার অধিকৃত, অতএব তাঁহাকে তদ্বিষয়ে বঞ্চনা করিও না; কারণ তিনি উহার বেতন দিতেছেন।

প্রভু! তুমিও যদি ভৃত্যের বিশ্বস্ততা আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা হইলে তাহার প্রতি ন্যায়বান হও; এবং যদি আজ্ঞানুবর্ত্তিতা প্রত্যাশা কর, তাহা হইলে, আজ্ঞা সম্বন্ধে যুক্তির অনুসরণ কর।

ভৃত্যেও মানবের আত্মা আছে। কার্কশ্য ও উগ্রতা ভয়েরই উৎপাদক, তাহাতে স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারে না।

তিরস্কারের সহিত করুণা, এবং আধিপত্যের সহিত যুক্তি মিশ্রিত কর; তাহা হইলেই তোমার তিরস্কার বাক্য সকল তাহার হৃদয়ে গ্রথিত হইবে, এবং সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে আনন্দবোধ করিবে।

সে কৃতজ্ঞতার বাধ্য হইয়া তোমার পরিচর্য্যা করিবে, এবং ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া প্রফুল্লতা সহকারে তোমার আদেশ প্রতিপালন করিবে। তুমি অবশ্য অবশ্য তাহার বিশ্বস্ততার ও শ্রমের সম্যক্ পুরস্কার করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজা ও প্রজা।

অহে ঈশ্বরানুগৃহীত মহাপুরুষ! তোমার সমকক্ষ মানব সন্তানগণ যখন তোমাকে রাজক্ষমতায় উন্নীত ও শাসক স্বরূপে স্বীয় মস্তকোপরি স্থাপিত করিয়াছে, তখন তুমি, তোমার নিজের মর্য্যাদা ও পদোন্নতি বিষয়ে যতদূর চিন্তা করিবে, তদপেক্ষা তাহারা তোমাকে যে ভার সমর্পণ করিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য ও গৌরব বিষয়েই অধিকতরভাবনা করিবে।

তুমি চীনাংশুক পরিধান করিয়াছ; তুমি সিংহাসনোপরি উপবেশন করিয়া আছ; তোমার ললাটে রাজমুকুট নিবদ্ধ রহিয়াছে, এবং তুমি হস্তে দণ্ডধারণ করিয়া আছ; কিন্তু তোমার নিজের জন্য তোমাকে এই সমস্ত লক্ষণ প্রদত্ত হয় নাই; তোমার রাজ্যের মঙ্গল সাধন ভিন্ন, তোমার নিজের অভীষ্ট সম্পাদনও এ সকলের লক্ষ্য নহে।

প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দই রাজার গৌরব, প্রজাদিগের অনুরাগই তাঁহার প্রভুতা ও রাজত্বের মূলভিত্তি।

মহৎ রাজার মন তাঁহার পদমাহাত্ম্যের সহিত উন্নীত হয়; তিনি মনোমধ্যে মহৎ কার্য্য আলোড়ন করেন, এবং তাঁহার প্রভাবানুযায়ী কর্ত্তব্যের অনুসন্ধান করেন।

তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া স্বাধীন ভাবে তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করেন; এবং তাঁহাদিগের সকলেরই মতামত শ্রবণ করিয়া থাকেন।

তিনি তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে পরীক্ষা পূর্ব্বক পরিদর্শন করেন, এবংযোগ্য ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া যোগ্যতানুসারে তাঁহাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করেন।

তাঁহার প্রাড়্বিবাকগণ ন্যায়পর, এবং তাঁহার অমাত্যবর্গ প্রাজ্ঞ। তাঁহার প্রাণের বয়স্য সকল তাঁহাকে বঞ্চনা করেন না।

তিনি শিল্পের প্রতি আনুকূল্য করেন, সুতরাং উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার হস্তে পরিপুষ্ট হইয়া বিবিধ বিদ্যা উন্নতি লাভ করে।

তিনি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান লইয়া আমোদ করেন; তিনি তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উত্তেজিত করিয়া দেন; এবং তাঁহাদিগের শ্রম দ্বারা তাঁহার রাজত্বের যশোবৃদ্ধি হয়।

বাণিজ্যার্থ দূরদেশযায়ী বণিকের সাহস, স্বদেশের সমৃদ্ধি-সাধক কৃষকের নৈপুণ্য, শিল্পীর কৌশল এবং পণ্ডিতের জ্ঞানোন্নতি, তিনি আভিমুখ্য দ্বারা এই সকলের সমাদর এবং ভূরিদান দ্বারা পুরস্কার করেন। তিনি নূতন জনপদ স্থাপন, সুদৃঢ় পোত নির্ম্মাণ, সুবিধার জন্য খাত খনন ও বিপৎ প্রতীকারের জন্য পোতাবাস (বন্দর) সকল নির্ম্মাণ করেন; তাহাতে তাঁহার প্রজাদিগের ধন বৃদ্ধি হয়, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার রাজ্যের বলও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

তিনি ন্যায় ও জ্ঞান সহকারে ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন; তাঁহার প্রজাবর্গ নির্ব্বিঘ্নে তাঁহাদিগের পরিশ্রমের ফলভোগ করে; এবং ব্যবস্থা মান্য করাতেই তাহাদিগের সুখ সচ্ছন্দতা রক্ষিত হয়।

তিনি দয়াসূত্রে বিচার করেন; অথচ অপরাধীর দণ্ড বিধানে তিনি অনার্দ্রচেতা ও অপক্ষপাতী হইয়া থাকেন।

তাঁহার কর্ণ তাঁহার প্রজাদিগের আবেদনের প্রতি সতত উন্মুক্ত; তিনি উৎপীড়কের হস্ত দমন করেন, এবং তাহার যথেচ্ছাচার হইতে প্রজাদিগকে উদ্ধার করেন।

প্রজারাও সেই জন্য তাঁহাকে পিতৃবৎ সম্মান ও স্নেহের সহিত দর্শন করে; এবং তাঁহাকে তাহাদিগের যাবদীয় ভোগ-সুখের রক্ষক জ্ঞান করিয়া থাকে।

প্রজারা তাঁহাকে যে স্নেহ করে, তাহাতে তাঁহারও অন্তঃ-করণে প্রজাদিগের প্রতি স্নেহ উৎপাদন করে। প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করাই তাঁহার চিন্তার একমাত্র বিষয়।

প্রজাবর্গ কখনও মনেও তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে না; শত্রুর ষড়যন্ত্রেও তাঁহার রাজত্ব সংশয়িত হয় না।

তাঁহার প্রজা বিশ্বস্ত ও তদীয় কর্ত্তব্য সাধনে স্থিরচিত্ত; তাঁহার রক্ষার্থে তাহারা লৌহপ্রাকারের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে। তাঁহার শত্রুগণ তাহাদিগকে দেখিয়াই সমীরণমুখে তুষের ন্যায়, পলায়ন করে।

কুশল ও শান্তি তাঁহার প্রজাদিগের আশ্রম সুখিত করে, এবং কীর্ত্তি ও বল তাঁহার সিংহাসন চিরবেষ্টিত করিয়া রাখে।

ষষ্ঠ কল্প

প্রথম অধ্যায়।

সামাজিক কর্ত্তব্য।

উপচিকীর্ষা।

মানব! তুমি যখন নিজের অভাব চিন্তা করিবে, যখন তুমি তোমার অপূর্ণতা দেখিতে পাইবে, তখন, যিনি পরস্পর সাহায্য এবং উপকার দান ও প্রতিগ্রহ করিবার জন্য তোমাকে যুক্তিশক্তি ও বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়া তোমাকে সমাজ মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার করুণা স্বীকার করিবে।

তোমার আহার, তোমার পরিচ্ছদ, তোমার সুবিধাজনক আবাস গৃহ, তোমার অনিষ্ট নিবারণ এবং তোমার জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা ও আনন্দ সম্ভোগ, এই সমস্তেরই জন্য তুমি অপরের নিকট ঋণী; এবং সমাজে না থাকিলে তুমি কখনই এই সমস্ত ভোগ করিতে পাইতে না।

অতএব, তুমি যেমন ইচ্ছা করিয়া থাক যে, তোমার ইষ্ট সাধনার্থ অপরে তোমার সহায় হউক, তেমনি তুমিও অপরের সহায় হইবে।

পদ্ম হইতে যেমন স্বভাবতই সুরভিগন্ধ প্রবাহিত হয়, উপচিকীর্ষু ব্যক্তির অন্তঃকরণ হইতেও তেমনি নিসর্গতই সৎকার্য্য উদ্‌ভাবিত হইয়া থাকে।

তিনি নিজ হৃদয়ের তৃপ্তি ও শান্তি সম্ভোগ করেন; এবং তাঁহার প্রতিবেশীর সুখ সমৃদ্ধি দর্শনে আনন্দিত হন।

তিনি পরের নিন্দাবাদে কর্ণপাত করেন না; মনুষ্যের দোষ ও অপরাধ দেখিলে তিনি অন্তঃকরণে কষ্ট বোধ করিয়া থাকেন।

উপকার করাই তাঁহার বাসনা, সুতরাং তিনি উপকারের অবসর অন্বেষণ করেন; তিনি অন্যের কষ্ট দূর করিয়া বোধ করেন, যেন তাঁহার নিজের দুঃখই নিবারণ হইল।

তাঁহার সুপ্রশস্ত চিত্তে তিনি কামনা করিয়া থাকেন যে তিনি নিখিল মানবের সুখ সাধন করিতে পারেন; এবং তিনি নিজ অন্তঃকরণের বদান্যতায় বাধ্য হইয়া তাদৃশ সুখ বর্দ্ধনার্থ যত্ন করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ন্যায়।

মানবসমাজের কুশল ন্যায়ের উপর, এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সুখ স্ব স্ব স্বত্বের অব্যাহত সম্ভোগের উপর নির্ভর করে।

অতএব তোমার বাসনাকে সঙ্গত-সীমা মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখ; ন্যায় যেন উহাকে উচিত পথে প্রবর্ত্তিত করে।

তোমার প্রতিবেশীর সম্পত্তির উপর দুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না ; এবং দেবদ্রব্য বোধে তাঁহার অধিকৃত বস্তু স্পর্শও করিও না।

প্রলোভনে আকৃষ্ট অথবা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া হস্তো-ত্তোলন পূর্ব্বক তুমি যেন তাঁহার জীবন সংশয়িত না কর।

তাঁহার চরিত্রে দোষ দিও না ; তাঁহার প্রতিকূলে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিও না।

তাঁহাকে বঞ্চনা ও তাঁহাকে নিঃসহায় করিবার জন্য তাঁহার ভৃত্য ভেদ করিও না ; তাঁহার পত্নীকে পাপ-পথে প্রলোভিত করিও না ; অহো, তিনি তাঁহার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী !

তাহাতে তাঁহার মর্ম্মে আঘাত লাগিবে ; সে আঘাত তুমি কখনই আরাম করিতে পারিবে না। তাহাতে তাঁহার জীবনের হানি হইবে, সে হানির তুমি কিছুতেই প্রতীকার করিতে সমর্থ হইবে না।

অপরের সহিত আচার ব্যবহারে তুমি অপক্ষপাতী ও ন্যায়পর হইবে ; এবং তুমি নিজে তাঁহাদিগের নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, তুমিও তাঁহাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে।

বিশ্বাস হনন করিও না, এবং যে তোমাকে বিশ্বাস করে, তাহাকে প্রতারণা করিও না। নিশ্চিত জানিবে যে, ঈশ্বরের চক্ষে চৌর্য্য অপেক্ষা প্রতারণা গুরুতর অপরাধ।

দরিদ্রকে পীড়ন করিও না, এবং শ্রমজীবীর বেতন বঞ্চনা করিও না।

যখন তুমি লাভের জন্য কোন বস্তু বিক্রয় করিতে যাইবে, তখন যুক্তির নিভৃত পরামর্শে কর্ণপাত করিবে, এবং উচিত লাভে সন্তুষ্ট হইবে; ক্রেতার অজ্ঞানে আপনাকে লাভবান্ করিও না।

তুমি ঋণ পরিশোধ করিবে; কারণ যিনি তোমাকে ঋণ দান করিয়াছেন, তিনি তোমার আত্মমর্য্যাদার উপর বিশ্বাস করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য প্রদান না করা নীচ ও অন্যায়।

অহে সমাজসন্তান! উপসংহারে বক্তব্য এই যে, তুমি তোমার নিজের অন্তঃকরণ পরীক্ষা কর, স্মৃতি-শক্তির সাহায্য গ্রহণ কর, এবং যদি তাহাতে দেখিতে পাও যে তুমি কখনও কোন কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ, তাহা হইলে অনুতাপ ও আত্মাকে ধিক্কার প্রদান কর, এবং যথাশক্তি প্রতীকার করিতে সত্বর যত্নবান হও।

তৃতীয় অধ্যায়।

বদান্যতা।

যে ব্যক্তি হৃদয়ে উপচিকীর্ষার বীজ রোপণ করিয়াছেন, তিনিই সুখী; তাঁহা হইতে বদান্যতা ও প্রেম উৎপন্ন হইবে।

তাঁহার হৃদয়োৎস হইতে দয়ার নদী সকল উৎপন্ন হইবে;

এবং মানবের উপকারের জন্য প্রবাহ-পরম্পরায় জগৎ আপ্লাবিত করিবে।

তিনি দরিদ্রের কষ্ট নিবারণে সহায়তা করেন; তিনি মানবের সমৃদ্ধি সম্বর্দ্ধন করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

তিনি তাঁহার প্রতিবেশীর কুৎসা করেন না; তিনি ঈর্ষা ও মাৎসর্য্যের বাক্যে বিশ্বাস করেন না; তৎকৃত অপবাদও নিজ মুখে উচ্চারণ করেন না।

তিনি মনুষ্যের অপরাধ ক্ষমা,ও মন হইতে উহা মার্জ্জন করেন। প্রতিহিংসা ও শত্রুতা তাঁহার চিত্তে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

তিনি অনিষ্ট দ্বারা অনিষ্টের প্রতিশোধ করেন না। তিনি তাঁহার শত্রুদিগকেও ঘৃণা করেন না। তিনি মিত্রবৎ ভৎর্সনা করিয়া তাহাদিগের অত্যাচারের প্রতীকার করেন।

মানবের দুঃখ ও উদ্বেগ তাঁহার করুণা উত্তেজিত করে। তিনি তাঁহাদিগের কষ্টের ভারলাঘবার্থ যত্ন করেন; এবং তাঁহার যত্ন সফলতাজনিত আনন্দে পুরস্কৃত হয়।

তিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদিগের উগ্রতা শান্তি ও কলহ নিবারণ, এবং যুদ্ধ ও বৈরজনিত অনিষ্ট প্রতিহত করেন।

তিনি তাঁহার পল্লীতে শান্তি ও হিতচিকীর্ষা বর্দ্ধিত করেন; এবং তাঁহার নাম প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদের সহিত পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

কৃতজ্ঞতা।

বৃক্ষের শাখা যেমন মূলোত্থিত রস মূলেই প্রতিপ্রেরণ করে; নদী যেমন নিজ উৎস-পরিপোষক সাগরেই প্রবাহ নিক্ষেপ করে; কৃতজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তও সেই রূপ উপকারীর প্রত্যুপকার করিতেই আনন্দ বোধ করে।

কৃতজ্ঞ ব্যক্তি হর্ষের সহিত বাধ্যতা স্বীকার করেন; এবং উপকারীকে প্রণয় ও সম্মানের চক্ষে দর্শন করেন।

যদি প্রত্যুপকার করা তাঁহার একান্ত সাধ্যায়ত্ত না হয়, তাহা হইলেও তিনি অন্তঃকরণ মধ্যে অতি আদরের সহিত উপকার স্মরণ করিয়া রাখেন; তিনি চিরজীবনেও উহা বিস্মৃত হন না।

আকাশের মেঘ পৃথিবীতে ফল, উদ্ভিদ ও কুসুম বর্ষণ করে; কৃতজ্ঞের অন্তঃকরণ সেই মেঘের সদৃশ। আর কৃতঘ্নের চিত্ত বালুকাময় মরুভূমির তুল্য; উহা সতৃষ্ণ ভাবে ধারাবর্ষণ শোষণ করে, কিন্তু নিজ গর্ভেই নিহিত করিয়া রাখে, কিছুই উৎপাদন করে না।

তোমার উপকারকের ঈর্ষা করিও না; কৃত উপকার গোপন করিতেও যত্ন পাইও না; কারণ যদিও বাধিত হওয়া অপেক্ষা বাধ্য করাই শ্রেষ্ঠতর; এবং যদিও উপকার করিতে পারিলেই প্রশংসা লাভ করা যায় সত্য, তথাপি কৃতজ্ঞের

বিনয়ও অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিয়া থাকে; এবং মানব ও ঈশ্বর উভয়েই তদ্দর্শনে প্রীতি-বোধ করেন।

কিন্তু গর্ব্বিতের নিকট উপকার গ্রহণ করিও না; আত্ম-স্তুরী এবং লোভীর নিকটেও বাধ্য হইও না; গর্ব্বিতের অসার অহমিকায় তোমাকে লজ্জা পাইতে হইবে; আর লোভীর আকাঙ্ক্ষা কখনই পরিতৃপ্ত হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়।

সারল্য।

অহো! তুমি যদি সত্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া থাক, যদি উহার নিসর্গমাধুর্য্যে চিত্ত সমর্পণ করিয়া থাক, তাহা হইলে একাগ্র ভাবে উহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখ, কখনই পরিত্যাগ করিও না; তোমার ধর্ম্মের ঐকান্তিকতা অবশ্যই তোমাকে সম্মান দ্বারা ভূষিত করিবে।

সরলের বাক্য তাঁহার হৃদয় হইতে উদ্গত হয়; কাপট্য ও প্রবঞ্চনা তাহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

তিনি অনৃতে লজ্জা বোধ করেন, এবং তাহাতে হতবুদ্ধি হন, কিন্তু সত্যকথনে তিনি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন।

তিনি পৌরুষ সহকারে তদীয় চরিত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করেন; তিনি কাপট্যের কৌটিল্যের নিকট নত হইতে ঘৃণা বোধ করেন।

তিনি কার্য্যে আত্মার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করেন; সুতরাং কখনই আকুল হন না; সত্যে তিনি বিলক্ষণ সাহসী, কিন্তু মিথ্যায় তিনি ভয় করেন।

কৌটিল্যের নীচতা তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না; তিনি অন্তঃকরণে যাহা ভাবনা করেন, বাক্যে তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকেন।

তথাচ তিনি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক অতি সাবধানে বাঙ্-নিষ্পত্তি করেন। তিনি যোগ্যতা বিচার করিয়া যুক্তি সহকারে উক্তি করিয়া থাকেন।

তিনি মিত্রবৎ পরামর্শ প্রদান ও স্বাধীন চিত্তে তিরস্কার করেন। তিনি যাহা অঙ্গীকার করেন, তাহা অবশ্যই সম্পাদিত হইবে।

কিন্তু কপটের মন তাহার অন্তরে নিগূহিত। তাহার কথায় সত্যের আভাস আছে, কিন্তু তাহার কার্য্যমাত্রেই প্রবঞ্চনা।

সে দুঃখে হাস্য, ও হর্ষে ক্রন্দন করে; তাহার মুখবিনিঃসৃত কোন বাক্যেরই অর্থ নাই।

সে ছুছুন্দরীর ন্যায় অন্ধকারে শ্রম করে, এবং বোধ করে যে, তাহার কোন আশঙ্কাই নাই; কিন্তু সে ভুলিয়া আলোকে বহির্গত হয়, এবং মললিপ্ত মস্তকে লোকের দৃষ্টিপথে সুস্পষ্ট প্রকটিত হইয়া পড়ে।

সে চিরকাল রুদ্ধ হইয়াই জীবন যাপন করে; তাহার জিহ্বা ও অন্তঃকরণ পরস্পর নিয়ত বিসম্বাদী।

সে ন্যায়বানের আখ্যালাভ করিতে প্রয়াস পায়, এবং নিজের কৌটিল্য চিন্তায় লিপ্ত হইয়া থাকে।

অহো। নির্ব্বোধ! নির্ব্বোধ! তুমি আত্মস্বরূপ গোপন করিতে যে কষ্ট পাইতেছ, তুমি অভিমত কপট রূপ প্রদর্শনে কৃতকার্য্য হইলেও সে কষ্টের প্রতিশোধ হইবে না। জ্ঞানী তোমার কৌটিল্যে উপহাস করিবেন; এবং যখন তোমার কঞ্চুক উন্মুক্ত হইবে, তখন তুমি অবজ্ঞা ও ঘৃণার লক্ষ্য হইয়া পড়িবে।

সপ্তম কল্প।

ধর্ম্ম।

ঈশ্বর অদ্বিতীয়; তিনিই উদ্ভাবক; তিনিই সৃষ্টিকারক; তিনিই বিশ্বের শাসনকর্ত্তা; তিনিই সর্ব্বশক্তিমান; তিনিই অনাদি অনন্ত; এবং তিনিই অবাঙ্মনসগোচর।

সূর্য্য ঈশ্বরের মহান্ প্রতিকৃতি বটেন, কিন্তু ঈশ্বর নহেন। তিনি স্বীয় প্রভায় জগৎ আলোকিত করেন;—তাঁহার উষ্মা উদ্ভিদে জীবন সঞ্চার করে; অতএব ঈশ্বরের সৃষ্টপদার্থও সাধন বলিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ কর, কিন্তু তাঁহাকে পূজা করিও না।

সেই এক মাত্র পুরুষ, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যিনি পূর্ণজ্ঞান ও যিনি দয়াবান; পূজা, ভক্তি, ধন্যবাদ ও স্তুতি; এই সমস্ত কেবল তাঁহারই প্রাপ্য।

তিনি স্বহস্তে গগনতল বিস্তার করিয়াছেন ;—তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তারকাপুঞ্জের গতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

তিনি সাগরের অলঙ্ঘনীয় বেলা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; এবং বাত্যাকে আদেশ করিয়াছেন, স্থির হইয়া থাক।

তিনি মেদিনী চালন করেন, এবং কত শত দেশ প্রকম্পিত হইতে থাকে। তিনি বজ্র নিক্ষেপ করেন, এবং দুষ্টগণ ভীত হয়।

তিনি বাক্যমাত্রে শত শত ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করেন ; আবার তিনি করাঘাত করিবামাত্র ঐ সমস্ত বিলীন হইয়া যায়।

অহো ! সর্ব্বশক্তিমানের প্রভাবসমীপে অবনত হও। তাঁহার ক্রোধ ডাকিয়া লইও না ; তাহা হইলে, তোমার ধ্বংস হইবে।

সৃষ্টি মাত্রেই ঈশ্বরের কৃপা প্রকাশ পাইতেছে ; তিনি অনন্ত জ্ঞান সহকারে পালন ও বিধান করিতেছেন।

তিনি বিশ্বশাসনের নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন ; তিনি বস্তু বিশেষে অতি আশ্চর্য্য ভাবে ঐ সকল নিয়মের বিশেষ করিয়াছেন ; এবং প্রত্যেক পদার্থ নিজ প্রকৃতি অনুসারে তাঁহার ইচ্ছা সম্পাদন করিতেছে।

তাঁহার অনন্ত-গম্ভীর অন্তঃকরণে তিনি সর্ব্বজ্ঞান অলোড়ন করিতেছেন ; ভবিষ্যের রহস্য তাঁহার দৃষ্টি সমক্ষে উদ্ঘাটিত রহিয়াছে।

তোমার মনের ভাব তাঁহার চক্ষে অনাবৃত ; উদ্ভাবনের পূর্ব্বেই তিনি তোমার সংকল্প সকল জানিতে পারেন।

তাঁহার উদ্ভাবনের অবশিষ্ট কিছুই নাই ; তাঁহার ব্যবস্থায় আকস্মিকও কিছুই নাই।

তাঁহার সর্ব্বকার্য্যেই তিনি আশ্চর্য্যময় ; তাঁহার সঙ্কল্প অনবগাহ্য ; তাঁহার বোধরীতি তোমার বোধের বহির্ভূত।

অতএব তাঁহার জ্ঞানের সম্মাননা, ও তাঁহাতে শ্রদ্ধাভক্তি কর ; এবং সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ যে বিধান করিয়াছেন, বিনয় ও বশ্যতা সহকারে তাহাতেই প্রণত হও।

প্রভু দয়াবান বদান্য ; তিনি করুণা ও প্রণয় নিবন্ধনই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাঁহার সৃষ্টিমাত্রেই তাঁহার করুণা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে ; তিনি উৎকর্ষের প্রস্রবণ, এবং পূর্ণতার মধ্যবিন্দু।

তাঁহার সৃষ্ট জীববর্গই তাঁহার করুণা সূচন করিতেছে, এবং তাহাদিগের সুখসম্ভোগ তাহার স্তুতি গান করিতেছে। তিনি পুরুষ-পরম্পরায় তাহাদিগকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছেন, তিনি আহার দান দ্বারা তাহাদিগকে পোষণ করিতেছেন, তিনি আনন্দ অনুভব করাইয়া তাহাদিগকে পালন করিতেছেন।

যদি আমরা আকাশের প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই তাঁহার মহিমা বিকাশ পাইতেছে। আবার যদি আমরা পৃথিবীতলে অধোদৃষ্টি করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, পৃথিবী তাঁহার করুণায় পরিপূর্ণ ;—ভূধর ও উপত্যকা সকল আনন্দিত হইয়া তাঁহার যশোগান করিতেছে ;—কেদার, তটিনী ও কানন সকলে তাঁহার স্তোত্রসঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

কিন্তু মানব! তিনি তোমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া সম্মানিত, এবং যাবদীয় জীববর্গের ঊর্দ্ধে তোমাকে অবস্থাপিত করিয়াছেন।

তিনি তোমার স্বীয় অধিকার রক্ষার জন্য তোমাকে বিবেক-শক্তি প্রদান করিয়াছেন; সমাজ সঙ্গঠন দ্বারা অবস্থার ঔৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত তিনি তোমাকে বাক্‌শক্তি দিয়াছেন; এবং তাঁহার অননুকার্য্য পূর্ণতা নিদিধ্যাসনও পূজা করিবার জন্য তিনি ভাবনা শক্তি প্রদান করিয়া তোমার মনকে উন্নীত করিয়াছেন।

তাঁহার নিয়মে তিনি এতাদৃশ সদয় ভাবে তোমার জীবনের উপযোগী করিয়া তোমার কর্ত্তব্য সকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যদি তুমি তাঁহার আদেশ প্রতিপালন কর, তাহা হইলেই সুখী হইবে।

অহো! ধন্যবাদসহকৃত সঙ্গীতে তাঁহার স্তুতিগান কর, এবং নিঃশব্দে তাঁহার আশ্চর্য্য প্রেম ভাবনা কর। তোমার হৃদয় কৃতজ্ঞতা ও সম্মতি স্রোতে প্লাবিত হউক; তোমার ওষ্ঠ হইতে পূজা ও স্তুতি বাক্য বিনির্গত হউক; তোমার সকল কার্য্যই তাঁহার নিয়মের প্রতি তোমার আসক্তি প্রদর্শন করুক।

প্রভু অপক্ষপাতী ও ন্যায়পর; তিনি ঔচিত্য ও সত্য সহকারে কৃতাকৃত বিচার করিবেন।

তিনি যদি করুণা ও স্নেহনিবন্ধন নিয়ম স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি তিনি নিয়মলঙ্ঘনকারীর দণ্ড করিবেন না?

অহো, দুঃসাহসী মানব! তোমার দণ্ডের বিলম্ব হই-তেছে বলিয়া তুমি এরূপ মনে করিও না যে, ঈশ্বরের বাহুবল মন্দীভূত হইয়াছে;—অথবা এরূপ আশা করিয়াও হৃষ্ট হইও না যে, তিনি তোমার কার্য্য দেখিয়াও দেখি-তেছেন না।

তাঁহার দৃষ্টি প্রত্যেক অন্তঃকরণ ভেদ করে, এবং তিনি তাহাদিগের রহস্য সকল স্মরণ করিয়া রাখেন। তিনি মানবের মর্য্যাদা বা অবস্থার উপরোধ রাখেন না।

কি পদস্থ কি অপদস্থ, কি ধনী কি দরিদ্র, কি জ্ঞানী কি মূর্খ, যখন আত্মা এই নশ্বর নির্ম্মোক পরিত্যাগ করিবেন, তখন ইহাঁরা সকলেই ঈশ্বরের বিচারে স্ব স্ব কার্য্যানুরূপ ফল সমভাবেই প্রাপ্ত হইবেন।

তখন দুর্জ্জন কম্পিত ও ভীত হইবে; কিন্তু ধার্ম্মিকের অন্তরাত্মা তাঁহার বিচারে হর্ষ প্রকাশ করিবে।

অতএব তুমি আজীবন প্রভুকে ভয় করিবে, এবং তৎ-প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিবে। অভিজ্ঞতা যেন তোমাকে তর্জ্জন করে;—মিতাচার যেন তোমাকে দমন করে,—ন্যায় যেন তোমার হস্তকে চালন করে,—উপচিকীর্ষা যেন তোমার অন্তঃকরণ উত্তেজিত করে,—এবং কৃতজ্ঞতা যেন তোমাকে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত করে। এই সমস্ত ইহজীবনে তোমাকে সুখ প্রদান করিবে, এবং তোমাকে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত স্বর্গলোকে অনন্ত সুখভবনে লইয়া যাইবে।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

জীবনের সদ্ব্যবহার

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম কল্প

সামান্যত মানব জাতি।

প্রথম অধ্যায়।

মানবিক আকৃতি ও গঠন।

কর্দ্দমনির্ম্মিত মানব! তুমি দুর্ব্বল ও অজ্ঞান; এবং তুমি উচিত মতই হীন। এ অবস্থায় তুমি কি অনন্ত জ্ঞানের প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিতে বাসনা কর? তোমার দৃষ্টি সমক্ষে সর্ব্বশক্তি-মত্তা প্রকটিত দেখিতে তুমি কি ইচ্ছা কর? যদি কর, তাহা হইলে তুমি তোমার নিজ দেহ-যন্ত্রই পর্য্যালোচনা কর।

তোমার গঠন দেখিয়া সর্ব্ব জীবই যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত হইয়া থাকে; অতএব তুমি সম্ভ্রান্ত চিত্তে তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার স্তব কর, এবং ভক্তিভাবে তাঁহার সমক্ষে আনন্দ প্রকাশ কর।

সর্ব্ব প্রাণীর মধ্যে কেবল তুমিই যে দুই পদে সরল ভাবে দণ্ডায়মান হইতে পার, তাহার কারণ কি? কারণ,

তুমি সেই সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি পরিদর্শন করিতে পারিবে। কেবল তোমাকেই বা পরিদর্শন করিতে হইবে কেন? কারণ, তুমি ঐ সকলের প্রশংসা করিতে সমর্থ হইবে। প্রশংসা করিবার কারণই বা কি? কারণ, তুমি ঐ সকলের এবং তোমার নিজেরও সৃষ্টিকর্ত্তার পূজা করিবে।

কেবল তোমাতেই বিবেক নিহিত হইয়াছে কেন? তোমার জন্য বিবেক কোন পদার্থ হইতেই বা উৎপাদিত হইয়াছে?

চিন্তা করা মাংসের ধর্ম্ম নহে—তর্ক করাও অস্থির গুণ নহে।—কীট যে তাহাকে ভক্ষণ করিবে, সিংহ তাহা জ্ঞাত নহে; বৃষও বুঝিতে পারে না যে, সে বলির জন্য পরিপুষ্ট হইতেছে।

তুমি তোমার দেহে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছ, তদপেক্ষা তাহাতে কোন বিসদৃশ বস্তু সংযুক্ত আছে;—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত যাবদীয় পদার্থ হইতেই উচ্চতর কোন এক পদার্থ তোমার ভৌতিক দেহকে নিজ সত্তা জ্ঞাপন করিতেছে। চাহিয়া দেখ, ঐ পদার্থ কি?

উহা প্রস্থান করিবার পরেও, তোমার দেহ অবিকল থাকে; সুতরাং উহা তোমার দেহের কোন অংশ নহে। উহা ভূতও নহে, সুতরাং উহা অবিনশ্বর। কার্য্যে উহার স্বাধীনতা আছে, সুতরাং উহা নিজ কার্য্যের জন্য দায়ী।

গর্দ্দভ দন্ত দ্বারা তৃণ চর্ব্বণ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সে কি আহারের উপযোগিতা জানিতে পারে? তোমার মত সরল মেরুদণ্ড থাকিলেও, কুম্ভীর কি তোমার মত সরল হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে?

পরমেশ্বর যেমন তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি এই গর্দ্দভাদিগকেও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি সকলের শেষে সৃষ্ট হইয়াছ; তোমাকে সকলের প্রাধান্য ও শাসন-শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে; এবং তিনি স্বীয় শ্বাসমারুত দ্বারা তোমাতে জ্ঞানের বীজ সঞ্চারিত করিয়াছেন।

অতএব তুমি তোমাকে তাঁহার সৃষ্টির গৌরব বলিয়া জান; তুমি জড় পদার্থ ও আত্মার গ্রন্থিস্বরূপ। তোমাতে ঈশ্বরের কিয়দংশ প্রত্যক্ষ কর; নিজের মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া রাখ; দুষ্কর্ম্মে অবতরণ করিতে সাহসী হইও না।

কোন্ ব্যক্তি অহিপুচ্ছে ভয় স্থাপন করিয়াছেন? কোন্ ব্যক্তি অশ্বকণ্ঠে বজ্রধ্বনি সঞ্চারিত করিয়াছেন? যিনি প্রথমোক্তকে তোমার পদতলে দলন, ও শেষোক্তকে তোমার কার্য্য সাধনার্থ বশীভূত করিতে তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই এইরূপ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার।

অগ্রে সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তুমি তোমার দেহের গর্ব্ব করিও না; আত্মার বাসস্থান বলিয়া তোমার ব্রহ্মরন্ধ্রেরও অহঙ্কার করিও না। গৃহের ভিত্তি অপেক্ষা গৃহের অধিস্বামী কি অধিকতর মানার্হ নহেন?

বীজ বপনের পূর্ব্বে ভূমি কর্ষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ঘট নির্ম্মাণ করিতে হইলে কুম্ভকারকে অগ্রে অবশ্যই চক্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

জগদীশ্বর সাগরের জল রাশিকে আজ্ঞা করিয়াছেন, "তোমার তরঙ্গমালা এই পথে প্রধাবিত হইবে, অন্য পথে যাইবে না; উহাদিগের বেগ এতদূর পর্য্যন্ত উত্থিত হইবে; আর উর্দ্ধে উঠিবে না। মানব! এইরূপ তোমার আত্মাও যেন তোমার দেহকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত ও চালিত করে; এইরূপেই যেন তোমার আত্মা তোমার দেহকে বশ্যতায় আনয়ন করে।

তোমার আত্মা তোমার দেহের সম্রাট্; তাঁহার প্রজাদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উৎথান করিতে দিও না।

তোমার দেহ ভুগোলকসদৃশ; তোমার অস্থিপঞ্জর উহার অবলম্বনস্তম্ভস্বরূপ।

উৎস সকল সাগর হইতে উত্থিত হইয়া, নদীরূপে আবার সাগরবক্ষেই প্রতিগমন করে; এইরূপ তোমার জীবনও তোমার অভ্যন্তর হইতে বিনিঃসৃত হইয়া, আবার উহার উৎপত্তি স্থানেই প্রত্যাগমন করে।

উভয়ই কি অনন্ত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে না? চাহিয়া দেখ, এক ঈশ্বরই উভয়েরই গতি বিধান করিয়াছেন।

অবশ্য, তোমার নাসা আঘ্রাণের দ্বার, এবং তোমার মুখ সুখাদ্যের পথ; তথাপি জানিবে যে, সুরভিগন্ধ অনেক ক্ষণ আঘ্রাত হইলে, বিরক্তিজনক হইয়া উঠে; এবং যে অতি-সুখাদ্য সামগ্রী লালসা উত্তেজিত করে, অতিভুক্ত হইলে উহাই আবার ক্ষুধা মন্দ করিয়া আনে।

তোমার চক্ষু নিয়ত তোমার প্রহরায় নিযুক্ত রহিয়াছে সত্য; তথাপি কত শতবার উহা মিথ্যা হইতে সত্য নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হয় না। তোমার আত্মাকে ঔচিত্যের সীমায় বদ্ধ কর; তোমার জীবনকে উহার নিজ হিতে সাবধান হইতে শিক্ষা দাও; তাহা হইলেই উহার সহায়ভূত চক্ষুরাদি তোমার পক্ষে সত্যের বাহক হইবে।

তোমার হস্ত কি আশ্চর্য্য পদার্থ নহে? সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ইহার সমান কি আর কোন পদার্থ আছে? তোমাকে হস্ত প্রদান করিবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে,—তুমি তোমার স্বজাতির সাহায্যার্থ উহা প্রসারণ করিবে।

সমুদায় প্রাণীর মধ্যে যে কেবল তোমারই গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠে, তাহার কারণ কি? কারণ,—জগদ্বাসী তোমার মুখমণ্ডলে তোমার ঘৃণিত কার্য্যের আভাস পাইবে; অতএব তুমি লজ্জাজনক কোন কার্য্যই করিও না।

আশঙ্কা ও ভয় তোমার মুখকান্তি হরণ করিবে কেন? দুষ্কর্ম্মের নিকটেও যাইও না, তাহা হইলেই তুমি জানিতে পারিবে যে, আশঙ্কা তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, এবং ভয় পৌরুষের অযোগ্য।

স্বপ্নের ছায়া সকল কেবল তোমারই সহিত আলাপ করে কেন? তুমি ঐ সকলকে মান্য কর; কারণ, জানিবে যে, স্বপ্ন সকল স্বর্গ হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

মানব! কেবল তুমিই কথা কহিতে পার;—তোমার এই প্রশংসনীয় অসাধারণ বিশেষ শক্তিতে তুমি বিস্ময় প্রকাশ কর; এবং যিনি তোমাকে বাকৃশক্তি প্রদান করিয়াছেন, (এই

শক্তি দ্বারা) অভিনন্দন পূর্ব্বক বুদ্ধি অনুসারে তাঁহার স্তব কর। তোমার অপত্যদিগকেও জ্ঞান উপদেশ কর,—তোমার আত্মজদিগকে ধর্ম্মে শিক্ষিত কর।

তৃতীয় অধ্যায়

মনুষ্যের আত্মা, উহার উৎপত্তি ও বৃত্তি।

মানব! স্বাস্থ্য, বল ও সামঞ্জস্য তোমার দেহের সুখ; তন্মধ্যে স্বাস্থ্য সর্ব্বপ্রধান। দেহের পক্ষে যেমন স্বাস্থ্য, আত্মার পক্ষে তেমনি সারল্য

'তোমার আত্মা আছে,' এই জ্ঞান যেরূপ অভ্রান্ত, এরূপ অভ্রান্ত জ্ঞান আর নাই;—তোমার পক্ষে ইহার ন্যায় অজটিল সত্যও আর কিছুই নাই। আত্মা লাভ করিয়াছ বলিয়া, তুমি নম্রতা সহকারে কৃতজ্ঞ হও;—সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিরূপণ করিতে যত্ন করিও না, কারণ, উহা দুর্জ্ঞেয়।

সংকল্প, বুদ্ধি, বিবেক ও বাসনা, এ সকলকে আত্মা বলিও না; এই সমস্ত আত্মার কার্য্য মাত্র, উহার উপাদান নহে।

আত্মাকে অত্যুন্নত করিও না; কারণ, তাহা হইলে তুমি ঘৃণিত হইবে। যাহারা অত্যুচ্চে উত্থিত হইয়া পতিত হয়, তুমি তাহাদিগের সমান হইও না; আবার পাশব বৃত্তিতেও আত্মাকে অধঃপাতিত করিও না। তুমি বুদ্ধিশক্তিবিহীন গর্দ্দভ ও অশ্বের সমান হইও না।

তুমি সর্ব্ব শক্তি দ্বারা আত্মার অনুসন্ধান কর, এবং গুণ-গ্রাম দ্বারা উহাকে অবগত হও। ঐ সকলের সংখ্যা তোমার মস্তকের কেশাপেক্ষাও অধিক; সংখ্যায় গগনের তারকা-পুঞ্জও উহাদিগের সহিত তুলিত হইতে পারে না।

আরব জাতির ন্যায় তুমি মনে করিও না যে, একমাত্র আত্মাই নিখিল মানবে বিভক্ত হইয়াছে; মিশরবাসীদিগের মতও বিশ্বাস করিও না যে, এক ব্যক্তির নানা আত্মা আছে; জানিবে যে, তোমার চিত্তের ন্যায়, তোমার আত্মাও একমাত্র।

সূর্য্য কর্দ্দম কঠিন করেন, আবার সূর্য্যই মধূথ দ্রব করেন। অতএব, এক সূর্য্য যেমন উভয় কার্য্যই করিতে-ছেন, একমাত্র আত্মাও তেমনি বিবিধ বিসম্বাদী বাসনা প্রকাশ করিতেছেন।

তিমিরাবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিত হইলেও চন্দ্রমার যেমন প্রকৃতিবিপর্য্যয় হয় না, আত্মাও সেইরূপ নির্ব্বোধের অন্তঃ-করণেও পূর্ণরূপেই অবস্থিতি করেন।

আত্মা অবিনশ্বর; তিনি অপরিবর্ত্তনীয়; তিনি সর্ব্ব মানবেই একরূপ; স্বাস্থ্য তাঁহার মাধুর্য্য প্রকটন করে; এবং গবেষণা জ্ঞানরূপ অভ্যঙ্গ দ্বারা তাঁহার মসৃণতা সম্পাদন করে।

তোমার ধ্বংসের পরেও তাঁহার সত্তা থাকিবে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তুমি মনে করিও না যে, তাঁহার সৃষ্টিও তোমার অগ্রেই হইয়াছিল। তিনি তোমার দেহের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্ট এবং তোমার মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গেই গঠিত হইয়াছেন।

যদি তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা উন্নত হও, তাহা হইলে আর তোমাকে সদ্‌গতি প্রদান করিতে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের কর্ত্তৃত্ব থাকে না! আবার, তুমি যদি অধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কলুষিত হও, তাহা হইলেও ঈশ্বরের করুণা তোমাকে অধোগতি হইতে উদ্ধার করিতে পারে না। ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমার নিজের আয়ত্ত, অতএব তাহার জন্য তোমার আপনাকেই দায়ী হইতে হইবে।

তুমি মনেও করিও না যে, তোমার মৃত্যু হইলেই তুমি রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইলে; ইহাও ভাবিও না যে, উৎকোচ দান করিয়াই তুমি বিচারকের অনুসন্ধান নিবারণ করিলে। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তোমার কি না জানেন? তিনি কি তোমার দুর্জ্ঞেয় পদার্থান্তর হইতে আবার তোমাকে উৎপাদন করিতে পারেন না?

কুক্কুট স্বয়ং নিশীথাগম জানিতে পারে এবং তোমাকে নিশাবসান জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত সে উচ্চরব করে। কুক্কুর তাহার প্রভুর পদশব্দ বুঝিতে পারে; অজাও আহত হইলেই আরোগ্যসাধন ঔষধের প্রতি ধাবিত হয়। কিন্তু ইহারা যখন মরিয়া যায়, ইহাদিগের জীবনও পঞ্চভুতে মিশ্রিত হয়; কিন্তু তোমার আত্মা বর্ত্তমান থাকিবেন।

তোমার অপেক্ষা এই সকল পশুর ইন্দ্রিয় প্রখরতর বলিয়া তুমি ইহাদিগের ঈর্ষা করিও না। তুমি জানিবে যে, উৎকৃষ্ট বস্তু কেবল অধিকার করিলেই কোন ফল হয় না; ঐ সকলের ব্যবহার জানিতে পারিলেই ইষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যদিই তোমার মৃগের ন্যায় শ্রুতিশক্তি থাকিত; যদিই তুমি ভেকের ন্যায় সতেজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পাইতে; যদিই ঘ্রাণ শক্তিতে তুমি কুক্কুরের সমান হইতে; যদিই কূর্ম্মের ন্যায় তোমার স্পর্শ বোধ থাকিত; এবং যদিই বানর তোমাকে রসন শক্তি দান করিত; কিন্তু যদি তোমার বিবেক শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে তুমি ঐ সকল লইয়া কি করিতে? এই সমস্ত, মৃগাদির ন্যায় তোমাতেও কি বৃথা ধ্বংস হইত না?

ঐ সকল পশুর মধ্যে কাহারও কি বাক্ শক্তি আছে? কেহ কি তোমাকে বলিতে পারে যে, এই কারণে আমি এই কার্য্য করিয়াছি?

বিবেকীর ওষ্ঠপুট নিধির দ্বারস্বরূপ; যেমন উন্মুক্ত হয়, অমনি বিবিধ রত্ন বিনিঃসৃত হইয়া তোমার সমক্ষে রাশীকৃত হইয়া উঠে।

জ্ঞানসঙ্গত বাক্যসকল সমুচিত অবস্থানুসারে কথিত হইলে, হিরণ্যচত্বরসঞ্জাত সুন্দরশ্রেণীবদ্ধ সুবর্ণপাদপনিকরের ন্যায় শোভা পায়।

তুমি আত্মার মাহাত্ম্য চিন্তা করিয়া কি অন্ত পাইতে পার? তুমি কি তাঁহার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে সমর্থ হও? যিনি আত্মা প্রদান করিয়াছেন, আত্মা তাঁহারই প্রতিকৃতি।

তুমি আজীবন তাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণ করিবে। তুমি যে অনির্ব্বচনীয় মহান্ শক্তির ভার প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা কখনই বিস্মৃত হইও না।

যাহাতে ইষ্ট সাধন করে, তাহাতেই আবার হানিও করিতে পারে; অতএব তুমি সাবধান হইয়া ধর্ম্মপথে আত্মাকে প্রবর্ত্তিত করিবে।

তুমি মনে করিও না যে, তুমি জনতার মধ্যে তাঁহাকে হারাইলেও হারাইতে পার; ভাবিও না যে, তুমি তাঁহাকে গুপ্ত গৃহে নিখাত করিয়া রাখিতে পার; শ্রমেই তাঁহার আনন্দ; সুতরাং তিনি শ্রম হইতে নিবারিত হইবেন না।

তাঁহার গতি অবিশ্রান্ত, তাঁহার চেষ্টা সর্ব্ব জগৎ সংক্রান্ত; তাঁহার উদ্যম অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। অভিমত বস্তু যদি জগতের চরম প্রান্তেও থাকে, তথাপি তিনি তাহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক হইবেন। উহা যদি জ্যোতিমার্গের ঊর্দ্ধেও অবস্থিতি করে, তথাপি তিনি উহা বহিস্কৃত করিবার জন্য ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিবেন।

গবেষণাই তাঁহার আমোদ। প্রতপ্ত বালুকাময় মরুভূমির পথিক যেরূপ জলের অনুসন্ধান করে, আত্মাও সেইরূপ জ্ঞানের জন্য পিপাসিত হইয়া থাকেন।

তুমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, কারণ, তিনি উদ্ধতস্বভাব; তাঁহাকে দমন করিবে, কারণ, তিনি অনবস্থিত; তাঁহাকে তিরস্কার করিবে, কারণ, তিনি দুর্দ্দান্ত। তিনি জল অপেক্ষাও অস্থির; তিনি মধূত্ব অপেক্ষাও কোমল; তিনি বায়ু অপেক্ষাও অপ্রতিঘাতক। তবে কোন পদার্থ কি তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে?

যাঁহার হিতাহিত বোধ নাই, আত্মা তাঁহার পক্ষে বাতুলের করধৃত কৃপাণস্বরূপ।

সত্য, আত্মার গবেষণার চরম সীমা; সত্য আবিষ্কার পক্ষে যুক্তি ও বহুজ্ঞান আত্মার সাধন; কিন্তু এই উভয় পদার্থই কি ক্ষীণবল, অনির্দ্দিষ্ট ও দূষিত-প্রমা-সম্পন্ন নহে?

তবে আত্মা কি করিয়া সত্য লাভ করিবেন?

সাধারণ মত সত্যের প্রমাণ নহে; কারণ, মনুষ্য সাধারণতই অজ্ঞান।

তোমার নিজের বোধশক্তি; যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; তদ্বিষয়ক জ্ঞান; ও তাঁহার প্রাপ্য ত্বৎকৃত আরাধনায় বিশ্বাস; এ সকল ত তোমার প্রত্যক্ষেই স্পষ্ট-পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। মানব! এক্ষণে চাহিয়া দেখ; মানবের অবশ্য জ্ঞাতব্য আর কোনও পদার্থ ঐ দূরে অবস্থিতি করিতেছে!

চতুর্থ অধ্যায়।

মনুষ্যজীবনের নির্দ্দিষ্ট কাল ও ব্যবহার।

চক্রবাকের পক্ষে যেমন ঊষা, পেচকের পক্ষে যেমন গোধূলি, মধুকরের পক্ষে যেমন মকরন্দ, এবং গৃধ্রের পক্ষে যেমন শবদেহ, মানবের পক্ষে তেমনি জীবন।

জীবন অত্যুজ্জ্বল হইলেও, মানবের দৃষ্টি অন্ধীকৃত করে না; অতিদীন হইলেও, তাহাকে বিরক্ত করে না;

অতি মধুর হইলেও, তাহার অরুচি উৎপাদন করে না; দূষিত হইলেও তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে না; কিন্তু এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে জীবনের যথার্থ মূল্য জানিতে পারিয়াছে?

যতদূর উচিত, জীবনকে ততদূর শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা কর; তাহা হইলেই তুমি বিজ্ঞানের মূল সূত্রের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিবে।

তুমি মূর্খের ন্যায় বিবেচনা করিও না যে, জীবনের অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ আর কোন পদার্থই নাই; আবার পণ্ডিতাভিমানীর ন্যায় ধারণাও করিও না যে, জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করাই কর্ত্তব্য; জীবনের জন্যই জীবনকে ভাল বাসিও না; জীবন দ্বারা অন্যের উপকার সাধিত হইতে পারিবে, এই জন্যই জীবনকে ভাল বাসিবে।

অর্থ দ্বারা তুমি জীবন ক্রয় করিতে পার না; আর জীবনের যে সকল মুহূর্ত্ত তুমি ক্ষয় করিয়াছ, পৃথিবীর যাবদীয় হীরকনিধি প্রদান করিলেও তুমি তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না। অতএব জীবনের ভবিষ্য মুহূর্ত্ত সকল ধর্ম্মে নিয়োগ কর।

তুমি একথা বলিও না যে, তোমার জন্ম না হইলেই তোমার পক্ষে ভাল হইত; অথবা, শকাল শকাল মরণ হইলেই শ্রেয় হইত। আর তুমি দুঃসাহসী হইয়া তোমার বিধাতাকেও এরূপ প্রশ্ন করিও না যে "যদি আমার সত্তা না থাকিত, তাহা হইলে দুঃখ কোথায় থাকিত?" সুখ তোমারই আয়ত্ত; সুখের অভাবই দুঃখ; অতএব তোমার প্রশ্ন যদি ন্যায়সঙ্গত হয়,

তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, উহাতে তোমাকেই দোষী প্রতিপন্ন করিতেছে।

মাংসে বড়িশ সংলগ্ন রহিয়াছে জানিতে পারিলে মীন কি উহা গলাধঃকরণ করিত? কেশরী যদি জানিতে পারিত যে তাহাকেই ধারণ করিবার জন্য বাগুরা বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা হইলে সে কি উহাতে পদার্পণ করিত? এইরূপ মনুষ্য যদি বাঁচিবার ইচ্ছা করিত, তাহা হইলে আত্মা কখনই পার্থিব দেহের সহিত বিলুপ্ত হইত না; করুণাময় ঈশ্বরেরও তাহাকে সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইত না; অতএব জানিবে যে তুমি পরলোকেও জীবিত থাকিবে।

বিহঙ্গম না দেখিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ হইলেও, পিঞ্জর ভগ্ন করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করে না; মানব! এইরূপ তুমিও যে অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছ, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনর্থক শ্রম করিও না; জানিবে যে উহা বিধিনির্ব্বন্ধ; সুতরাং উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে।

যদিও জীবনের পন্থা সকল বন্ধুর, কিন্তু সমস্তই কষ্টদায়ক নহে। সকলেতেই তোমার আপনাকে সমঞ্জস করিয়া লও; এবং যেখানে স্বল্পমাত্র অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখিবে, সেই খানেই মহা বিপদের আশঙ্কা করিবে।

তোমার শয্যা যদি তৃণময় হয়, তাহা হইলেই তুমি নিরাপদে নিদ্রা যাইবে; কিন্তু যদি তুমি কোকনদের উপর শয়ন করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে কণ্টকের জন্য সতর্ক হইতে হইবে।

সাধু মৃত্যু, দুষ্ট জীবন অপেক্ষা শ্লাঘনীয়; অতএব যত কাল উচিত, ততকাল জীবিত থাকিতেই যত্ন কর; যত দিন পার, ততদিন জীবন ধারণ করিতে চেষ্টা করিও না। তোমার মৃত্যু অপেক্ষা তোমার জীবন যতদিন অপরের নিকট প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে, ততদিন উহাকে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

মূর্খের ন্যায় তুমি জীবনের স্বল্পতা নিবন্ধন বিরক্তি প্রকাশ করিও না; তুমি স্মরণ রাখিবে যে, তোমার জীবন স্বল্প হইলে তোমার দুর্ভাবনারও সংক্ষেপ হইল।

তোমার সম্পূর্ণ জীবনকাল হইতে নিষ্ফল মুহূর্ত্ত সকল বিয়োগ কর; এবং দেখ যে, অবশিষ্ট কি থাকে? শৈশব, শৈশববৎ বার্দ্ধক্য, নিদ্রা, আলস্য, ও পীড়া বিয়োগ কর; এবং দেখ, যে যদিও তুমি পূর্ণ জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলেও কয় মাত্র বৎসর তুমি যথার্থ জীবন ধারণ করিয়াছ?

যিনি তোমাকে তোমার সুখের নিমিত্ত জীবন দান করিয়াছেন, তিনিই ঐ সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য উহাকে খর্ব্ব করিয়াছেন; তোমার জীবন দীর্ঘতর হইলে, তোমার আর কি অধিকতর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত? তোমার কি ইচ্ছা যে, তুমি অধিকতর পাপাচরণের আরও অবসর পাইতে? ইষ্ট সম্পর্কে বলিতে হইলে বলিতে পারি যে, যিনি জীবনকে খর্ব্ব করিয়াছেন, ঐ খর্ব্ব জীবনের সুফল ফলিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন।

দুখের সন্তান মানব! তুমি কি অভিপ্রায়ে দীর্ঘ জীবন কামনা কর?—শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য? আহার

করিবার জন্য ?—পৃথিবী পরিদর্শন করিবার জন্য ?—এ সমস্ত তুমি ইতি মধ্যেই যথেষ্ট করিয়াছ। পুনঃপুনঃ করিতে হইলে কি বিরক্তি জন্মে না ? পুনঃ পুনঃ করণ কি অতি-রিক্তও নহে ?

অথবা, তুমি কি জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিবার জন্য দীর্ঘ জীবন কামনা কর ? আহা, তুমি কিই বা জ্ঞাত হইবে ; কেই বা তোমাকে শিক্ষা দান করিবে ! যে স্বল্পমাত্র জীবন তোমার অধিকৃত আছে, তাহা তুমি অযথা নিয়োগ করি-তেছ ; অতএব তুমি সাহসী হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিও না যে, দীর্ঘতর জীবন তোমাকে প্রদত্ত হয় নাই।

তুমি জ্ঞানাভাব নিবন্ধন পরিতাপ করিও না ; জ্ঞান তোমারই সহিত ধ্বংস পাইবে। ইহলোকে সাধু হও, তাহা হইলেই পরলোকে জ্ঞানবান্ হইবে।

তুমি বায়সকে বলিও না যে, "তুমি তোমার প্রভু (মানুষ) অপেক্ষা সপ্তগুণ দীর্ঘ জীবন ধারণ কর কেন ?" হরিণকেও বলিও না যে, "তুমি আমার সপ্ত পুরুষকে স্বচক্ষে দর্শন করিবে কেন ?" জীবনের অসদ্ব্যয় সম্বন্ধে তোমার সহিত ইহাদিগের কি তুলনা হইতে পারে ? তাহারা অপরিমিত ইন্দ্রিয় সুখে অভিরত ? তাহারা কি নিষ্ঠুর ? তাহারা কি অকৃতজ্ঞ ? বরং তুমি তাহাদিগের নিকট শিক্ষা কর যে, নির্দ্দোষ জীবন এবং পরিমিত আচরণ সুখিত বার্দ্ধক্যের পন্থাস্বরূপ।

তুমি উহাদিগের অপেক্ষা জীবনের সদ্ব্যয় করিতে জান ? তাহা হইলে স্বল্প জীবনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

যথেচ্ছাচার সে স্বল্প দিনমাত্রই করিতে পারে, ইহা জানিয়া শুনিয়াও মনুষ্য যখন পৃথিবীকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে সাহসী হয়, তখন তাহারা অমর হইলে কি না করিত।

তোমার যথেষ্ট পরমায়ু আছে, কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্য করিতেছ না। মানব! তোমার পরমায়ুর অভাব নাই। তুমি উহা তুচ্ছ সামগ্রীর ন্যায় পরিত্যাগ করিতেছ, যেন তোমার প্রয়োজনীয় অপেক্ষাও অধিক আছে; অথচ তুমি পরিতাপ করিতেছ যে, ক্ষয়িত আয়ু পুনর্ব্বার সংগৃহীত হইতেছে না।

তুমি জানিবে যে, মিত ব্যয় ব্যতীত কেবল প্রাচুর্য্যে সমৃদ্ধ করিতে পারে না।

জ্ঞানী প্রথম প্রারম্ভ হইতেই জীবন সম্ভোগ করিতে প্রবর্ত্তিত হন; কিন্তু মূর্খ বারবার জীবন আরম্ভ করিতেছে।

তুমি এরূপ সংকল্প করিও না যে, বর্ত্তমানে ধন কেবল সঞ্চয় করিবে, কিন্তু ধন ভোগ পরে করিব; যে ব্যক্তি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে অবহেলা করে, সে সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত হয়। শর যেমন অলক্ষিত ভাবে আসিয়া যোদ্ধার মর্ম্মভেদ করে, সেইরূপ মানব যে জীবন লাভ করিয়াছে, সে তাহা না জানিতে জানিতেই জীবন তাহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে।

অতএব জীবন কি পদার্থ, যে মানব উহা কামনা করিবে? প্রাণই বা কি, যে সে উহার জন্য লালায়িত হইবে?

মৃগতৃষ্ণিকা, বিপৎ পরম্পরা এবং সমন্তাৎ শৃঙ্খলবৎ একত্র গ্রথিত বিবিধ দুঃখের অনুধাবন, এই তিন ভিন্ন জীবন আর

কি পদার্থ? প্রারম্ভে উহা অজ্ঞানময়;—মধ্যে যাতনাময়; এবং চরমে শোকময়।

এক তরঙ্গ অন্য তরঙ্গকে ঠেলিয়া লইয়া যায়; শেষে পশ্চাৎ হইতে তৃতীয় তরঙ্গ আসিয়া উভয়কেই বিধ্বস্ত করে; মানব! জীবনের দুঃখও এইরূপ ধারাবাহিক ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; এবং গুরুতর ও বর্ত্তমান দুঃখ ক্ষুদ্রতর ও অতীত দুঃখকে গ্রাস করে। আমাদিগের সন্ত্রাসই আমাদিগের প্রকৃত দুঃখ; আমাদিগের আশা অসম্ভব বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া থাকে।

অহো, আমরা কি মূর্খ! আমরা নশ্বরের ন্যায় ত্রাস করি, কিন্তু অমরের ন্যায় বাসনা করি।

ভাল, জীবনের কোন্ অংশ আমরা চির সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করি?—যৌবন?—তবে কি আমরা অত্যাচার, লাম্পট্য ও ঔদ্ধত্যের অনুরাগী হইতে পারি? অথবা আমরা কি চির বার্দ্ধক্য সম্ভোগে বাসনা করি? যদি তাহা হয়, তবে আমরা দৌর্ব্বল্যের প্রণয়ী।

কথিত আছে যে, শুভ্র কেশই পুজিত হয়; এবং জীবন অধিক দিন ব্যাপী হইলেই সম্মানলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু সাধুতা যৌবনকান্তিতেও পুজনীয়তা সংযুক্ত করিতে পারে; আর সাধুতা ব্যতীত বার্দ্ধক্য, ললাট অপেক্ষা আত্মাকে অধিকতর সঙ্কুচিত করিয়া থাকে।

বার্দ্ধক্য অনুচিত ইন্দ্রিয়সম্ভোগে ঘৃণা প্রকাশ করে, এই জন্যই ত বার্দ্ধক্যের মান্য; তবে কোন্ ন্যায়ানুসারে বার্দ্ধক্য আমোদকে ঘৃণা না করিয়া বরং আমোদই উহাকে ঘৃণা করে?

তুমি যৌবনেই ধার্ম্মিক হও, তাহা হইলেই তোমার বার্দ্ধক্য সম্মানিত হইবে।

দ্বিতীয় কল্প।

সাধারণত মানবজাতির দোষ এবং তাহার পরিণাম।

প্রথম অধ্যায়।

গর্ব্ব।

মানবের অন্তঃকরণে চাঞ্চল্য অতি বলবান্; অমিতাচার যে দিকে ইচ্ছা অন্তঃকরণকে সেই দিকেই চালিত করিতেছে; অবসাদ অন্তঃকরণের অধিকাংশ ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে; এবং সন্তাপ অন্তঃকরণমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, "দেখ, দেখ, আমি সর্ব্বেশ্বর হইয়া এই স্থানে উপবেশন করিয়া আছি, এ স্থানে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহই নাই।" কিন্তু গর্ব্ব এই সকলেরই শিরোবর্ত্তী।

অতএব মনুষ্যের অবস্থায় যে সকল সঙ্কট দেখিতে পাও, তজ্জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিও না; বরং তাহাদিগের নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া হাস্য করিবে। গর্ব্বিতস্বভাব মনুষ্যের পক্ষে জীবন স্বপ্নের ছায়া সদৃশ।

মানবকুলের মধ্যে বীরপুরুষেরই খ্যাতি অধিক; কিন্তু এই দোষের (গর্ব্বের) বুদ্‌বুদ ভিন্ন তাঁহাকে আর কি বলা যাইতে পারে? সাধারণজন অস্থিরমতি ও অকৃতজ্ঞ; তবে জ্ঞানী নির্ব্বোধদিগের জন্য আত্মাকে বিপদগ্রস্ত করিবেন কেন?

যে ব্যক্তি তাহার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে থাকে যে, সে যখন উন্নত হইবে, তখন সে কিরূপ আচরণ করিবে; সে ব্যক্তি বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে, আর অন্যে তাহার অন্ন ভক্ষণ করে।

তুমি তোমার বর্ত্তমান অবস্থার উচিত মত আচরণ কর, তাহা হইলেই তোমার উন্নত অবস্থায় তোমাকে লজ্জা পাইতে হইবে না।

গর্ব্ব যেরূপ চক্ষু অন্ধীকৃত করে, সেরূপ আর কিছুতেই করিতে পারে না; আর গর্ব্ব মনুষ্যের আপনার চিত্তকে আপনাকেই জানিতে দেয় না। অহো; ঐ দেখ! তুমি আপনি আপনাকে জানিতেছ না বটে, কিন্তু অপরে তোমায় সুস্পষ্ট চিনিয়া লইয়াছে।

সমুজ্জ্বলবর্ণ সৌরভবিহীন কিংশুক যেমন অকর্ম্মণ্যতার জন্য বিখ্যাত, উচ্চপদস্থ গুণহীন ব্যক্তিও সেইরূপ।

গর্ব্বিতের অন্তঃকরণ নিয়ত অসুস্থ; কিন্তু সন্তোষের

ভাণ করিয়া থাকে। তাহার আনন্দ অপেক্ষা দুর্ভাবনার সংখ্যাই অধিক।

তাহার দেহপঞ্জরের সহিত তাহার দুর্ভাবনা উপরত হয় না; অনন্ত কালের অনন্ত উদরেও উহা লয় পায় না; সে বলিয়া যায় যে, তাহার পরলোক প্রস্থানের পরেও যেন তাহাকে প্রশংসা প্রদান করা হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি সে বিষয়ে কথা দেয়, সে তাহাকে বঞ্চনা করে।

"আমার মর্ম্মবেদনা না হয়, এই জন্য তুমি বৈধব্য পালন করিবে," মৃত্যু কালীন পত্নীকে এই প্রকার প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করা যেরূপ, "পরলোকেও স্তুতিবাদ আমার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইবে, এবং তাদৃশ অন্ধতামিস্রেও আমার অন্তঃকরণকে পরিতৃপ্ত করিবে," ঈদৃশ আশা করাও সেইরূপ।

তুমি যতদিন জীবিত আছ, ততদিন শুভকার্য্য কর; তৎসম্বন্ধে লোকে যাহাই বলুক, গ্রাহ্য করিও না; আপনাকে প্রশংসার যোগ্য পাত্র করিয়াই তুমি স্বয়ং সন্তুষ্ট থাকিবে, আর তোমার প্রশংসা শুনিয়া আনন্দানুভব করিবে।

যে ব্যক্তি প্রফুল্লমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া, অন্যকে তৎপক্ষে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করে, সে পতঙ্গের সদৃশ,—নিজের সৌন্দর্য্য নিজে দেখিতে পায় না; সে যূথিকার সদৃশ,—স্বয়ং যে সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিসারণ করিতেছে, স্বয়ং তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

সে বলিয়া থাকে যে, যদি কেহই বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে নিরীক্ষণ না করিল, যদি জগৎ না জানিতেই পারিল, তবে আমার সুবর্ণমণ্ডিত পরিচ্ছদের কি ফল ফলিল? কেনই

বা আমি এত নানা রূপ সুখাদ্যে আমার ভোজনাগার সজ্জিত করিলাম? নগ্নকে তোমার পরিচ্ছদ প্রদান কর, এবং ক্ষুধিতকে তোমার অন্ন দান কর, তাহা হইলেই তুমি প্রশংসিত হইবে; এবং আপনাকে ঐ প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিবে।

কি জন্য তুমি ব্যক্তিমাত্রকেই অর্থবিহীন চাটুবাদ সমর্পণ কর? তুমি জান যে, যখন ঐ সমস্ত প্রত্যর্পিত হয়, তখন তুমি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাক। চাটুকার জানে যে, সে তোমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলিতেছে, অথচ তাহার স্থির জ্ঞান আছে যে, তুমি তজ্জন্য তাহাকে ধন্যবাদ করিবে।

তুমি সরল চিত্তে আলাপ কর; তাহা হইলেই অন্যের বাক্যে উপদেশ শুনিতে পাইবে।

গর্ব্বিত ব্যক্তি নিজের কথা কহিতে আনন্দ বোধ করে; কিন্তু সে দেখিতে পায় না যে, অপরে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে না।

যদি সে প্রশংসার উপযুক্ত কোন কার্য্য করিয়া থাকে, যদি তাঁহাতে কোন প্রশংসনীয় গুণের সদ্ভাব থাকে, তাহা হইলে সে আহ্লাদ সহকারে উহা ঘোষণা করে, এবং অন্যের মুখে উহার উল্লেখ শুনিয়া গর্ব্বিত হয়। ঈদৃশ ব্যক্তির বাসনা আপনাপনিই পরাস্ত হয়; কারণ লোকে বলে না যে, ঐ দেখ, ঐ ব্যক্তি ঐ কার্য্য করিয়াছে। ঐ দেখ তাহার ঐ গুণ রহিয়াছে। প্রত্যুত তাহারা বলিয়া থাকে যে, দেখ দেখ, এই কার্য্য করিয়া ঐ ব্যক্তি কি গর্ব্বিত হইয়াছে। এই গুণের জন্য উহার কি দর্প হইয়াছে!

মানবের মন যুগপৎ নানা বিষয়ে নিযুক্ত হইতে পারে না; যে ব্যক্তি বাহ্যাড়ম্বরে মনঃসংযোগ করে, সে প্রকৃত বস্তু নাশ করিয়া ফেলে; সে পার্থিব মান লাভার্থ পৃথিবীতেই দণ্ডায়মান হইয়া বায়ুমার্গে ভাসমান ক্ষণভঙ্গুর বুদ্‌বুদ্‌মালার অনুধাবন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অব্যবস্থিততা।

মানব! প্রকৃতিই তোমাকে অব্যবস্থিত হইতে অনুরুদ্ধ করিতেছে; সুতরাং সর্ব্বদা তৎপ্রতিকূলে সাবধান থাকিবে।

তুমি বিচিত্রসংকল্প দোলায়িতমতি জননীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছ; তোমার জনকের দেহ হইতে তুমি চপলতার উত্তরাধিকারী হইয়াছ; অতএব তোমার ব্যবস্থিত হইবার সম্ভাবনা কি?

যাঁহারা তোমার দেহ উৎপাদন করিয়াছেন, তাঁহারাই দেহকে দৌর্ব্বল্যসম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু যিনি তোমাকে আত্মা প্রদান করিয়াছেন, তিনি আত্মাকে স্থৈর্য্যকবচে কবচিত করিয়াছেন; স্থৈর্য্যকে কার্য্যে প্রযুক্ত কর, তাহা হইলেই তুমি জ্ঞানবান হইবে; এবং জ্ঞানী হইলেই সুখী হইবে।

যিনি কোন সৎকার্য্য করেন, তাঁহার চিন্তা করা কর্ত্তব্য, যে, ঐ কার্য্যের জন্য অহঙ্কৃত হওয়া কতদূর ন্যায়সঙ্গত।

কারণ, প্রায়ই ইচ্ছা পূর্ব্বক তিনি তাদৃশ কার্য্য সম্পাদন করেন না।

তুমি ভাবিয়া দেখ দেখি, তাঁহার ঐ কার্য্য কি কোন বাহ্য উদ্দীপনের আকস্মিক নিষ্পত্তি নহে? উহা ঘটনার গর্ভসম্ভূত, দৈব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ, এবং কর্ত্তার ইচ্ছাভিন্ন কারণান্তরসাপেক্ষ; অতএব উহার জন্য প্রশংসা ঐ সকলেরই উচিত প্রাপ্য।

সংকল্পের সময় অস্থৈর্য্য সম্বন্ধে সাবধান হও, এবং সম্পাদন কালে চপলতা হইতে আত্মরক্ষা কর, তাহা হইলেই তুমি তোমার দুই প্রাকৃতিক মহা দোষ জয় করিতে পারিবে।

বিসদৃশ আচরণ অপেক্ষা আর কিছুতে কি বিবেককে অধিকতর ধিক্কৃত করিতে পারে? মনঃস্থৈর্য্য ব্যতীত আর কিসেই বা ঈদৃশ অনুষ্ঠানপ্রবণতা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়?

অস্থির ব্যক্তি বুঝিতে পারিতেছে যে, সে ভিন্ন মত করিতেছে; কিন্তু কি জন্য যে করিতেছে, তাহা সে জানিতে পারিতেছে না। সে দেখিতেছে যে, সে আপনাকে ছাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু কিরূপে যে সেরূপ করিতেছে, তাহা তাহার উপলব্ধি হইতেছে না। ন্যায়সঙ্গত কর্ত্তব্য বিষয়ে তুমি আত্মাকে পরিবর্ত্তনসমর্থ করিও না, তাহা হইলেই লোক তোমাকে বিশ্বাস করিবে।

তুমি নিজ কর্ত্তব্যের কতকগুলিন নিয়ম সংস্থাপন কর; এবং ভাবিয়া দেখ যে, তুমি ঐ সকলের অনুযায়ী কার্য্য করিতেছ কি না।

প্রথমত বিবেচনা করিয়া দেখ যে, তোমার ঐ সংস্থাপিত নিয়ম সকল ন্যায়সঙ্গত কি না। যদি স্থির হয় যে, সমস্তই ন্যায়সঙ্গত, তাহা হইলে আর সেই সকল নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে কখনই বিচলিত হইও না।

তাহা হইলেই আর তোমার রিপু সকল তোমাকে জয় করিতে পারিবে না। তাহা হইলেই স্থৈর্য্য তোমার অধিকৃত ইষ্টসম্ভোগ চিরস্থায়ী করিবে, এবং তোমার ভবনদ্বার হইতে বিপদকে দূর করিয়া দিবে;—উদ্বেগ ও নৈরাশ্য কখন তোমার অতিথি হইবে না।

তুমি যতক্ষণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাও, ততক্ষণ কোন ব্যক্তিতেই অনিষ্টের আশঙ্কা করিও না। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে, আর তাহা বিস্মৃত হইও না।

যে ব্যক্তি শত্রু হইয়াছে, সে আর মিত্র হইতে পারে না; কারণ, দোষ সংশোধন করা মনুষ্যের স্বভাব নহে।

যাহার জীবনের কোন নিয়মই নাই, তাহার কার্য্য কিরূপে সমুচিত হইতে পারে? বিবেক হইতে প্রবর্ত্তিত না হইলে, কিছুই ন্যায্য হইতে পারে না।

অস্থির ব্যক্তির অন্তঃকরণে শান্তি নাই; যাহার সহিত তাহার সম্পর্ক আছে, সেও সুস্থ থাকিতে পারে না।

অস্থির ব্যক্তির জীবন কাল বিষম; তাহার গতি অনিয়মিত; এবং তাহার আত্মা ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়।

অদ্য সে তোমার প্রণয়ী,—কল্য তুমি তাহার ঘৃণার পাত্র হইয়াছ। ইহার কারণ কি? কারণ, সে যে কল্য কি জন্য তোমাকে ভাল বাসিত, আবার অদ্যই যে কি

নিমিত্ত তোমাকে ঘৃণা করিতেছে, সে তাহা নিজেই অবগত নহে।

অদ্য সে যথেচ্ছাচারী প্রভু,—কল্য তাহার অপেক্ষা বশম্বদ ব্যক্তি দাসের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না। কারণ কি? কারণ, যে ব্যক্তি শক্তি অভাবে অহম্মন্য, বিগ্রহস্থলে সে ব্যক্তি অবশ্যই দাসবৎ নীচ হইয়া আসিবে।

অদ্য সে দাতা কল্পতরু,—কল্য নিজের মুখে গ্রাস সমর্পণেও কার্পণ্য প্রকাশ করিতেছে ; যে ব্যক্তি মিতব্যয় অবগত নহে, তাহার পক্ষে এইরূপ অবস্থাই ঘটিয়া থাকে।

কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে, কৃকলাস কৃষ্ণবর্ণ? কারণ, মুহূর্ত্ত পরেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ শাদ্বলবৎ হরিদ্বর্ণে সমাবৃত হইবে।

অস্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির সম্বন্ধেই বা কে বলিতে পারে যে, সে হৃষ্টচিত্ত? কারণ, পরক্ষণেই সে সুদীর্ঘ শোকনিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে।

ঈদৃশ ব্যক্তির জীবন স্বপ্নের ছায়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে? প্রাতে সে সুখে শয্যা ত্যাগ করিতেছে,—আবার মধ্যাহ্নে যেন নিষ্পেষণযন্ত্রে আরোপিত হইয়াছে। এই সে দেবতা,—আবার পরমুহূর্ত্তে কীটাণু অপেক্ষাও নীচতর ; এই সে হাসিতেছে, আবার পর মুহূর্ত্তেই সে রোদন করিতেছে। এই সে অভিরুচি প্রকাশ করিতেছে,—ক্ষণ মধ্যেই আর তাহার সে প্রবৃত্তি নাই ; আবার তৃতীয় মুহূর্ত্তে, তাহার প্রবৃত্তি আছে কি না, সে তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না।

অথচ সুস্থতা বা যাতনা তাহাকে চির অধিকার করে

নাই; সে উন্নতও হয় নাই, হ্রস্বও হয় নাই; হাসিবারও তাহার হেতু নাই, রোদন করিবারও কারণ নাই; অতএব এই সকলের কোনটীই তাহার পক্ষে স্থায়ী হইতে পারে না।

অস্থির ব্যক্তির সুখ শৈকতোপরি বিনির্ম্মিত প্রাসাদ স্বরূপ; বাতপ্রবাহ উহার মূলভিত্তি উদ্ধৃত করিতেছে; সুতরাং উহার পতিত হওয়া বিচিত্র নহে।

কিন্তু এই যে উন্নতমূর্ত্তি অব্যাহত সমবিক্রমে এই দিকে আগমন করিতেছেন, ইনি কে? ইহাঁর পদতল ভূপৃষ্ঠস্থিত, কিন্তু মস্তক মেঘজাল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। ইহাঁর ললাটে সম্ভ্রম, আকৃতিতে স্থৈর্য্য, এবং চিত্তে শান্তি বিরাজ করিতেছে।

বিবিধ বাধা ইহাঁর পথিমধ্যে আত্ম প্রদর্শন করিতেছে, কিন্তু ইনি ঘৃণা করিয়া তৎপ্রতি অধোদৃষ্টিও করেন না। স্বর্গ মর্ত্ত্য উভয়েই ইহাঁর পথ রোধ করিতেছে, তথাপি ইনি অগ্রসর হইতেছেন।

ইহাঁর পাদক্ষেপে পর্ব্বত নিমগ্ন হইতেছে;—ইহার চরণ পাতে সাগরের বারি শুকাইয়া যাইতেছে।

ব্যাঘ্র বৃথা ইহাঁর পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইতেছে, এবং শার্দ্দূলের বিচিত্রিত দেহ ইহাঁর সমক্ষে অগণিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।

ইনি সমরসজ্জিত সেনার মধ্য ভেদ করিয়া গমন করিতেছেন; ইনি উভয় হস্ত দ্বারা মৃত্যুভয় দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন।

ঝঞ্ঝা ভীমরবে ইহাঁর কন্ধরে প্রতিঘাত করিতেছে, কিন্তু ইহাঁকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইতেছে না; বজ্র অনর্থব

ইহাঁর মস্তকোপরি গর্জ্জন করিতেছে; বিদ্যুৎস্ফুরণে বরং ইহাঁর বদনমণ্ডলের মাহাত্ম্যকান্তি অধিকতর প্রকাশ পাইতেছে।

ইহাঁর নাম স্থৈর্য্য! ইনি মেদিনীর চরম প্রান্ত হইতে আগমন করিতেছেন; ইনি দূর হইতে সুখ লক্ষ্য করিতেছেন; ইহাঁর দৃষ্টি লোক সীমার বহির্ভাগে সুখের মন্দির দেখিতে পাইতেছে।

ইনি তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, ; ঐ স্থানেই ইনি চির-কাল বাস করিবেন।

মানব! ন্যায্য বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণকে স্থির কর, তাহা হইলেই তুমি জানিতে পারিবে যে, মানবকৃত স্তুতিবাদ ভঙ্গুর নহে।

তৃতীয় অধ্যায়।

হীনতা।

অপূর্ণতার আত্মজ মানব! তুমি বৃথাগর্ব্বিত ও অস্থির-মতি; সুতরাং তুমি হীন ব্যতিরিক্ত আর কি হইতে পার! অস্থৈর্য্য কি অবলতার সহিত সম্বদ্ধ নহে। অধৈর্য্য ব্যতি-রেকে কি বৃথা গর্ব্ব সম্ভাবিত হইতে পারে? তুমি অধৈর্য্য-জনিত অশুভ অতিক্রম কর, তাহা হইলেই গর্ব্বকৃত অনিষ্ট হইতে নিস্তার পাইবে।

তুমি কোন্ বিষয়ে হীনতম ?—যে বিষয়ে তুমি আপনাকে অতি সমর্থ জ্ঞান কর, যে বিষয়ে তুমি শ্লাঘা কর, তুমি সেই সেই বিষয়েই হীনতম ;—বিবিধ দ্রব্যসম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তুমি অত্যন্ত হীন ;—নানা সুখসম্ভোগে ভোগবান্ হইয়াও তুমি হীনতম।

আর, তোমার কামনা সকলও কি ক্ষণভঙ্গুর নহে ? কিরূপ কামনা যে তোমার অভিপ্রেত, তাহাই বা কি তুমি অবগত আছ ? তুমি সর্ব্ব প্রযত্নে যে বস্তু অন্বেষণ করিতেছিলে, ঐ দেখ, লব্ধ হইয়া সেই বস্তুই আর তোমার তৃপ্তিসাধন করিতে পারিতেছে না।

বর্ত্তমান সুখসম্ভোগ তোমার পক্ষে বিস্বাদ হইতেছে কেন ? অনাগত ভাবিভোগই বা কি জন্য সুমধুর প্রতিভাত হইতেছে ? কারণ, বর্ত্তমান সুখসম্ভোগজনিত ইষ্ট পরম্পরা তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, আর অনাগত ভোগ জনিত অনিষ্ট সকল অবগত হও নাই। জানিবে যে সন্তোষই সুখ।

যদি তোমার নিজের সুখ নিজে নির্ব্বাচন করিতে শক্তি থাকিত, যদি বিধাতা তোমার মানসের সর্ব্ব বাসনা এককালে সমস্ত তোমার সম্মুখে ধরিয়া দিতেন, তাহা হইলে কি সুখ তোমার নিকট অবস্থিতি করিত ? আনন্দই কি তোমার গৃহদ্বারে নিয়ত বসতি করিত ?

অহো ! তোমার হীনতাই ঈদৃশ অবস্থা নিবারণ করিতেছে ; তোমার অস্থির মতিই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রদান করিতেছে। তোমার পক্ষে বৈচিত্র্যই সুখস্থানীয় ; কিন্তু যে বস্তু স্থায়িরূপে আনন্দ প্রদান করে, সেই বস্তুই স্থায়ী।

যখন এই বস্তু অতীত হইয়াছে, তখন তুমি ইহার নাশ জন্য পরিতাপ কর ; কিন্তু যখন ইহা তোমার নিকটে ছিল, তখন তুমি ইহাকে ঘৃণা করিতে।

ইহার পর যাহা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর তোমাকে সুখিত করিতে সমর্থ হইতেছে না ; এবং তুমি উহাকে উৎকৃষ্ট-তর জ্ঞান করিয়াছিলে বলিয়া, এক্ষণে আপনি আপনার সহিত কলহ করিতেছ। চাহিয়া দেখ, ইহাই একমাত্র বিষয় যাহাতে তোমার কখনই ভ্রম হয় না।

ভোগ্য বস্তু কামনা করাতে তোমার যেরূপ হীনতা দৃষ্ট হয়, অন্য কোন্ বিষয়ে তোমার তদপেক্ষা অধিকতর হীনতা প্রকাশ পায় ? ঐ সমস্ত বস্তু অধিকার ও ব্যবহার করাতে তোমার অধিকতর হীনতা প্রকটিত হইয়া থাকে।

প্রকৃত শুভসাধক বস্তু সকল সম্ভুক্ত হইলে, আমাদিগের পক্ষে আর শুভসাধক বলিয়া অনুভূত হয় না ; প্রকৃতির অভিপ্রেত বিশুদ্ধ মধুর সামগ্রী সকল কটুরসের প্রস্রবণ হইয়া উঠে ; আমাদিগের আনন্দ হইতে যাতনা, এবং হর্ষ হইতে শোক উৎপন্ন হয়।

তুমি সুখসম্ভোগে মিতাচারী হও, তাহা হইলেই সুখ নিয়ত তোমার অধিকৃত থাকিবে। ন্যায়কে হর্ষের ভিত্তিপ্রস্তর কর, তাহা হইলেই অন্তে তোমাকে শোকের মুখ দর্শন করিতে হইবে না।

প্রণয়ের সুখ, বিস্তর শোকনিশ্বাস কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হয় ; এবং অবসাদ ও দৈন্যে সে সুখের পরিণতি হইয়া থাকে ; যে বস্তুর জন্য তুমি পরিতপ্ত হইয়াছ, তাহাই তোমার অতি

ভোগজনিত বিতৃষ্ণা উৎপাদন করিতেছে; তুমি যেমন উহা লাভ করিয়াছ, অমনি তুমি উহার অধিকার নিবন্ধন বিরক্ত হইয়াছ।

তোমার ভাল বাসার সহিত শ্রদ্ধা সংযুক্ত কর; এবং তোমার প্রণয়ের সহিত মিত্রতা মিশ্রিত কর; তাহা হইলেই তুমি চরমে দেখিতে পাইবে যে, সন্তোষ অতিহর্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এবং শান্তি আনন্দোন্মাদ হইতে অধিকতর সারবান্।

পরমেশ্বর নির্দ্দিষ্ট অনিষ্টের অংশ মিশ্রিত না করিয়া তোমাকে কোন ইষ্টই প্রদান করেন নাই; কিন্তু তিনি তোমাকে ইষ্ট হইতে অনিষ্টের অংশ পৃথক করিবার উপায়ও দান করিয়াছেন। সুখ যেমন দুঃখরূপ-মলবর্জ্জিত হইতে পারে না, দুঃখও তেমনি স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সুখাংশ হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না। হর্ষ এবং শোক, বিষদৃশ হইলেও পরস্পর সম্পৃক্ত; তবে আমরা কেবল নিজের নির্ব্বাচন দ্বারাই অন্তরকে সমগ্ররূপে পাইতে পারি।

অনেক সময় বিষাদই প্রফুল্লতা উৎপাদন করে; আবার হর্ষের পরিণাম অশ্রুধারায় কলুষিত হয়া থাকে।

অতি শুভসাধন বস্তু সকলও মূর্খের হস্তে পতিত হইলে তাহার প্রাণ নাশক হইয়া উঠে; আবার পণ্ডিতেরা অতিশয় মন্দ বস্তু হইতেও ইষ্ট সাধনের বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকেন।

মানব! তোমার প্রকৃতির সহিত হীনতা এতাদৃশ সম্মিশ্রিত যে, তুমি নিরবচ্ছিন্ন সৎ, বা নিরবচ্ছিন্ন অসৎ হইতে

স্বয়ং সমর্থ নহ। অতএব তুমি যে, অসৎ অংশে অতিরিক্ত হইতে পার না, ইহাতেই আনন্দ বোধ কর; এবং যতদূর সুখ তোমার আয়ত্তাধীন রহিয়াছে, তুমি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক।

সদ্‌গুণ সকল বিবিধ অবস্থায় বিভক্ত হইয়াছে; অতএব তুমি অসম্ভাবিত বিষয়ের অনুধাবন করিও না; এবং ঐ সমস্ত অধিকার করিতে পারিলে না বলিয়া দুঃখিতও হইও না।

তুমি কি ধনীর বদান্যতা ও দরিদ্রের সন্তোষ যুগপৎ অধিকার করিতে বাসনা করিবে; না তোমার হৃদয়েশ্বরী পত্নীতে বৈধব্যসমুচিত আচরণের অভাব দেখিয়া তুমি তাঁহাকে ঘৃণা করিবে?

তোমার পিতা যদি তোমা কর্তৃক তোমার রাজত্ব পরিচ্ছেদে নিযুক্ত হইয়া বিধুর হন, তাহা হইলে তুমি কি যুগপৎ ন্যায়ানুসারে তাঁহার প্রাণ হরণ ও কর্তব্যতার অনুরোধে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবে।

তুমি যদি দেখ যে, তোমার ভ্রাতা বিলম্বিত-মৃত্যু-জনিত যাতনা ভোগ করিতেছেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার জীবনশেষ করা কি তোমার পক্ষে করুণার কার্য্য নহে? অথচ, তজ্জনিত মৃত্যু কি তোমাকে ঘাতকদোষে দূষিত করিতেছে না?

সত্য অদ্বিতীয়;—সংশয় সকল তোমার নিজের সৃষ্ট; যিনি যথাযথ সদ্‌গুণ সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তোমাতে ঐ সকলের ঔৎকর্ষজ্ঞানও রোপণ করিয়াছেন; তুমি তোমার আত্মার নিকট পরামর্শ প্রার্থনা কর, এবং তিনি যেরূপ উপদেশ প্রদান করেন, তদনুসারে কার্য্য কর, তাহা হইলেই তোমার পরিণাম নিয়ত ন্যায়সঙ্গত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

জ্ঞানের অপূর্ণতা।

যদি রমণীয় কোন বস্তু থাকে, যদি বাঞ্ছনীয় কোন বস্তু থাকে, যদি মনুষ্যের আয়ত্তাধীনে প্রশংসার উপযোগী কোন বস্তু থাকে, তাহা হইলে জ্ঞান কি ঐ বস্তু নহে? অথচ এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছেন যে, তিনি উহা লাভ করিয়াছেন? রাজনীতিনিপুণ মনীষী ঘোষণা করিয়া থাকেন যে, তিনি উহার অধিকারী; প্রজাবর্গের শাসন কর্ত্তা জ্ঞানবত্তাজনিত প্রশংসাবাদে স্বত্ব সংস্থাপন করেন; কিন্তু প্রজা কি দেখিতে পায় যে, তাঁহার জ্ঞান আছে?

অনিষ্ট, মানবের উপযোগী নহে; অধর্ম্ম অনুমোদন করাও প্রয়োজনীয় নহে; অথচ ব্যবস্থার কৌশল দ্বারা কতই না অনিষ্ট অনুমোদিত হইয়া থাকে?—বিচারকের নিষ্পত্তি দ্বারা কতই না দুষ্কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে?

কিন্তু শাসক! তুমি জ্ঞানবান্ হও; এবং জান যে, তোমাকে মানবমণ্ডলী শাসন করিতে হইবে। দশটী অপরাধ অদণ্ডিত হওয়া অপেক্ষা একটী মাত্র অপরাধ তোমা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া অধিকতর দূষণীয়।

তোমার প্রজা যেমন অসংখ্য হইয়া উঠে; তোমার গৃহে তোমার পুত্র পৌত্রের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায়, অমনি তুমি

কি তাহাদিগকে নিরীহ মানবগণের প্রাণ নাশ, এবং তাহারা যে ব্যক্তির কোন অপরাধ করে নাই, তাহার অসিমুখে পতিত হইবার জন্য প্রেরণ কর না ?

যদি তোমার বাঞ্ছিত বিষয়ের জন্য সহস্র সহস্র মনুষ্যের জীবন নাশ প্রয়োজনীয় হয়, তথাপি তুমি কি বল না যে, আমাকে উহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হইবে। নিশ্চয়ই তখন তুমি ভুলিয়া যাও যে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই উহাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং উহাদিগেরও শোণিত তোমার শোণিতের সমান মূল্যবান্।

তুমি কি বলিতেছ যে, অন্যায় ভিন্ন বিচার কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না ? তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার নিজেরই উক্তি তোমাকে দোষী নির্দ্দেশ করিতেছে!

অপরাধী অপরাধ স্বীকার করিবে, এই অভিপ্রায়ে তুমি বৃথা আশা দ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করিতেছ; তজ্জন্য তুমি নিজে কি তাহার নিকট অপরাধী নহ ? না সে তোমার অপরাধের দণ্ড করিতে পারে না বলিয়া, তোমার অপরাধ অপরাধই নহে ?

যাহাকে দোষী বলিয়া সন্দেহ মাত্র করা হইয়াছে, তুমি যখন দোষ স্বীকার করাইবার জন্য তাহাকে যাতনা দিতে আজ্ঞা কর, তখন কি তোমার স্মরণ করিতে প্রবৃত্তি হয় যে, হয়ত তুমি নির্দ্দোষীকে যাতনা দিতে যাইতেছ ?

ঐ কার্য্য দ্বারা কি তোমার অভিপ্রায় চরিতার্থ হয় ? তৎকৃত স্বীকারে কি তোমার আত্মা পরিতৃপ্ত হয় ? প্রকৃত ঘটনা যেমন অনায়াসেই বলা যায়, যাতনা ঐ ব্যক্তিকে সেই

রূপ অনায়াসেই অপ্রকৃত বলিতে বাধ্য করিবে; এবং নির্দ্দোষী ব্যক্তি বেদনা নিবন্ধন আপনাকে দোষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

অকারণে প্রাণ নাশ করা না হয়, এই অভিপ্রায়ে তুমি ঐরূপ করিতেছ, কিন্তু তদপেক্ষা তাহার প্রাণ নাশ করাই ভাল ছিল; তোমার অভিপ্রায় ছিল যে তুমি দোষ প্রমাণ করাইতে পারিবে, কিন্তু তাহা না হইয়া তুমি নির্দ্দোষীকে বিনাশ করিলে।

অহো, সত্য সম্বন্ধে কি শোচনীয় অন্ধতা! আহা! বিজ্ঞের বিজ্ঞতা কতদূর অসম্পূর্ণ! জানিও, যখন তোমার বিচার কর্ত্তা তোমার এই কার্য্য সম্বন্ধে তোমাকে হেতু নির্দ্দেশ করিতে অবজ্ঞা করিবেন, তখন তোমার ইচ্ছা হইবে যে, একজন নির্দ্দোষী তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া অপেক্ষা, তোমার শতসহস্র অপরাধীকে দণ্ড না করিয়া মুক্তি দেওয়া শ্রেয়স্কর ছিল।

বিচার কার্য্য সুচারু সম্পাদন করিতে তুমি যখন সম্যক্ সমর্থ নহ, তখন তোমার সত্য জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা কি? তুমি কি করিলেই বা তাঁহার সত্যের সিংহাসনের সোপানে আরোহণ করিবে?

সূর্য্যের রশ্মি দ্বারা পেচকের চক্ষু যেমন অন্ধীকৃত হয়, তুমি সত্যের যত সমীপবর্ত্তী হইবে, সত্যের সমুজ্জল বদন প্রভায় তোমারও সেইরূপ দৃষ্টিবিঘাত হইবে।

যদি তুমি তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিতে অভিলাষী হও, তাহা হইলে, অগ্রে তাঁহার পাদপীঠ সমীপে প্রণত হও;

যদি তুমি তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে, অগ্রে আপনাকে বিজ্ঞাপন কর যে, তুমি অজ্ঞ।

মৌক্তিক অপেক্ষাও তাঁহার মূল্য অধিক, অতএব অতি সাবধানে তাঁহার অন্বেষণ কর; নীলকান্ত মণি, পীত মণি, ও পদ্মরাগ মণি, তাঁহার চরণবিলগ্ন রেণুস্বরূপ, অতএব তুমি পুরুষকার সহকারে তাঁহার অনুধাবন কর।

শ্রম তাঁহার নিকটে যাইবার পথ; তদীয় উপকূলে গমন করিতে হইলে সমাধিকে কর্ণধার করিতে হইবে; কিন্তু পথে যাইবার সময় ক্লান্তি বোধ করিও না, কারণ, যখন তুমি তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবে, তখন পূর্ব্বকৃত শ্রম তোমার আনন্দের হেতু হইবে।

তুমি মনে মনে এরূপ আন্দোলন করিও না যে, দেখ, সত্য অবজ্ঞা উৎপাদন করে, সুতরাং আমি উহা পরিত্যাগ করিব; কপটতা মিত্র সংগ্রহ করে, সুতরাং আমি উহার অনুসরণ করিব। তোষামোদ দ্বারা যে সকল মিত্র সংগ্রহ করা যায়, তাহারা কি সত্য দ্বারা উপার্জ্জিত শত্রুগণ অপেক্ষা অধিকতর হানিজনক নহে?

মনুষ্য স্বভাবত সত্যের প্রয়াসী; অথচ যখন উহা তাহার সমক্ষে উপস্থিত হয়, তখন সে উহাকে চিনিতে পারে না; এবং যদি উহা বলপূর্ব্বক তাহাকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে সে উৎত্যক্ত হইয়া উঠে।

এ দোষ সত্যের নহে, কারণ, সত্য সুচারুদর্শন; কিন্তু মনুষ্যের হীনতা উহার দীপ্তি সহ্য করিতে পারে না।

তুমি কি তোমার অসম্পূর্ণতা বিশেষ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে ইচ্ছা কর? তাহা হইলে তুমি তোমার দেবভক্তি সম্বন্ধে আপনাকে নিরীক্ষণ কর। ধর্ম্ম কি অভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল?—তোমাকে তোমার অৈশ্বর্য্য বিজ্ঞাপন করা, তোমার হীনতা স্মরণ করাইয়া দেওয়া, এবং ঈশ্বর ভিন্ন তুমি আর কাহারও নিকট শুভ প্রত্যাশা করিতে পার না, তোমাকে ইহা প্রদর্শন করাই ধর্ম্মানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ধর্ম্ম কি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেয় না যে, তুমি ধূলিকণা মাত্র? ইহা কি তোমায় বিজ্ঞাপন করে না যে, তুমি ভস্ম? আর চাহিয়া দেখ, চপলতা কি অনুতাপের মূল ভিত্তি নহে?

যখন তুমি (প্রায়শ্চিত্ত কালে) শপথ গ্রহণ কর,—যখন তুমি শপথ করিয়া বল যে, তুমি মিথ্যা বলিবে না; ভাবিয়া দেখ, তাহাতে তোমার মুখ লজ্জায় সমাবৃত হইয়াছে! যিনি তোমাকে শপথ করাইতেছেন, তাঁহারও বদনকান্তি লজ্জায় মলিন হইয়া উঠিয়াছে! তুমি ন্যায়বান্ হইতে যত্ন কর, তাহা হইলে অনুতাপ তোমার স্মৃতিপটে উদিত হইবে না; সাধু হইতে শিক্ষা কর, তাহা হইলে শপথের আর কোন প্রয়োজনই হইবে না।

মূঢ়তা যত অল্প হয়, ততই ভাল; অতএব তুমি এরূপ সঙ্কল্প করিও না যে, আমি আংশিক মূঢ়তা প্রকাশ করিব না।

যিনি নিজের দোষ ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করেন, তিনি দোষ নিবন্ধন অপরকে সাহস পূর্ব্বক তিরস্কার করিতে পারিবেন।

যিনি যুক্তি সহকারে দোষ অস্বীকার করেন, তিনি অনুদ্ধত ভাবে প্রতিঘাত সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন।

যদি তোমার উপর কোন সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে, সাহস পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে উত্তর করিবে; অপরাধী ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তিকে সংশয় ভীত করিতে পারে?

সুকুমারচিত্ত ব্যক্তি অনুনয় দ্বারা নিজ সংকল্প হইতে বিচলিত হন; গর্ব্বিত ব্যক্তি প্রসাধন দ্বারা অধিকতর অসাধনীয় হইয়া উঠেন; তোমার জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ, তোমার এই বোধই তোমাকে অন্যের বাক্য শ্রবণে আদেশ করিতেছে; কিন্তু ন্যায়পর হইতে হইলে, তোমাকে রিপুবিরহিত হইয়া শ্রবণ করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

দুঃখ।

মানব! তুমি ক্ষীণ ও ইষ্ট সম্বন্ধে হীন; তুমি চপলস্বভাব ও আনন্দ বিষয়ে অনিশ্চিত; কিন্তু এক বস্তু আছে, তুমি তৎপক্ষে বিলক্ষণ সবল ও সুস্থির; ঐ বস্তুর নাম দুঃখ।

উহা তোমার সত্তার পরিচায়ক,—তোমার প্রকৃতির অসামান্য সম্পত্তি। উহা কেবল তোমার বক্ষঃস্থলেই বাস করে;

তোমা ভিন্ন উহার সত্তা নাই; এবং ঐ দেখ, তোমার রিপু-বর্গই উহার উৎপত্তিস্থান।

যিনি তোমাকে এই সকল (রিপুসকল) প্রদান করিয়াছেন, ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য তিনি তোমাকে বিবেকও সমর্পণ করিয়াছেন; তুমি বিবেক পরিচালন কর, তাহা হইলেই তুমি ইহাদিগকে পদতলে দলিত করিতে পারিবে।

তোমার সংসারে আবির্ভাব কি লজ্জাজনক নহে? তোমার ধ্বংস, কি গৌরবজনক নহে? ঐ দেখ, মানবগণ মৃত্যুসাধন অস্ত্রকে সুবর্ণ ও মান দ্বারা ভূষিত করিয়া তাহাদিগের পরিচ্ছদের উপরিভাগে ধারণ করিতেছে!

যিনি এক জন মনুষ্য উৎপাদন করেন, তিনি লজ্জায় মুখ লুক্কায়িত করেন; কিন্তু যিনি শত সহস্র মনুষ্যের প্রাণ হরণ করেন, তিনি সম্মানিত হন।

তথাপি জানিবে যে, ঈদৃশ আচরণ ভ্রমময়; লোকাচার কখনও সত্যের প্রকৃতি অন্যথা করিতে পারে না; লোকের মতও কখন ন্যায় লোপ করিতে সমর্থ হয় না; তবে গৌরব আর লজ্জা অযথা স্থানে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মনুষ্যের উৎপত্তির উপায় একমাত্র, কিন্তু তাহার ধ্বংসের উপায় সুবহুল।

যে ব্যক্তি মনুষ্য উৎপাদন করে, তাহার কোন প্রশংসা বা গৌরবই নাই; কিন্তু নরহত্যা প্রায় কীর্ত্তি ও রাজ্যলাভ দ্বারা পুরস্কৃত হইয়া থাকে।

তথাপি যিনি যত সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন, তিনি তত সুখ বৃদ্ধি করিয়াছেন; আর যিনি অপরের জীবন হরণ করিয়াছেন, তিনি নিজের জীবন সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না।

বনচারী অসভ্য, সন্তান জন্মিলে দুঃখিত হয়, এবং পিতার মৃত্যুতে আনন্দ বোধ করে; ইহাতে কি সে আপনাকে পিশাচ বলিয়া পরিচয় দেয় না?

অনিষ্টের প্রচুর অংশই মনুষ্যকে প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু তজ্জন্য পরিতাপ করিয়া সে উহাকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলে।

মনুষ্যের যাবদীয় অশুভ অপেক্ষা শোক সর্ব্বপ্রধান অশুভ; মানব! তুমি উহার প্রচুর অংশ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ; কিন্তু তোমার নিজের দুরাত্মতা দ্বারা উহাকে আর বর্দ্ধিত করিও না।

শোক তোমার স্বভাবসিদ্ধ, অতএব নিয়ত তোমার সহবর্ত্তী; আনন্দ আগন্তুক মাত্র; অতএব কখন কখন তোমাকে দর্শন দিয়া থাকে; তুমি তোমার বিবেক শক্তিকে সম্যক্ পরিচালন কর, তাহা হইলেই তুমি শোককে পশ্চাৎ ফেলিয়া যাইতে পারিবে; সদ্বিবেচক হও, তাহা হইলেই আনন্দ তোমার নিকট অধিক দিন অবস্থিতি করিবে।

তোমার দেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গই শোকসমর্থ; কিন্তু আনন্দের পথ অতি স্বল্প ও নিরতি সংকীর্ণ।

আনন্দকে একা উপস্থাপন করা যায়, কিন্তু শোক এক কালে দলে দলে সবেগে প্রবেশ করিবে।

তৃণজাত অগ্নি যেমন প্রজ্জ্বলিত হইবা মাত্র নির্ব্বাণ হইয়া যায়, আনন্দের দীপ্তিও তেমনি দেখিতে দেখিতেই লোপ পায়; এবং উহার যে কোথায় অবসান হইল, তুমি তাহার কিছুই জানিতে পার না।

শোক সর্ব্বদাই আসিয়া থাকে;—আনন্দ কদাচিৎ দর্শন দেয়; যাতনা স্বয়ং আগমন করে,—আনন্দ ক্রয় করিতে হয়। শোক বিশুদ্ধ,—কিন্তু আনন্দে দুঃখ মল থাকিবেই থাকিবে।

স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ হইলেও উপলব্ধ হয় না, কিন্তু রোগ অণুমাত্র হইলেই অনুভূত হইয়া থাকে; এইরূপ প্রচুর আনন্দও আমাদিগকে সম্যক পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, কিন্তু শোক স্বল্প হইলেই আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

আমরা যাতনাই ভালবাসি,—আমরা প্রায় আনন্দ হইতে দূরে পলায়ন করি; যখন আমরা আনন্দ ক্রয় করি, তখন কি আমাদিগকে উহার উচিত মুল্য অপেক্ষা অধিক প্রদান করিতে হয় না?

নিদিধ্যাসন মানবের কর্ত্তব্য; তাহার নিজের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া তাহার প্রথম কর্ত্তব্য; কিন্তু আনন্দের সময় কোন্ ব্যক্তি আপনাকে স্মরণ করে? অতএব, আমাদিগকে শোক প্রদান করাতে কি আমাদিগের উপর করুণা প্রকাশ করা হয় নাই?

মনুষ্য ভাবী অশুভ দেখিতে পায়; যখন উহা অতীত হয়, তখন সে উহাকে স্মরণ করিয়াও রাখে; কিন্তু সে

বিবেচনা করে না যে, প্রকৃত কষ্টভোগ অপেক্ষা, কষ্টের ভাবনা অধিকতর যাতনাদায়ক; অতত্রব মানব! কষ্ট তোমার উপর আপতিত না হইলে, তুমি কষ্টের বিষয় আলোচনা করিও না; তাহা হইলেই, যাহাতে তোমাকে অত্যন্ত আঘাত করিবে, তুমি তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে।

যে ব্যক্তি কারণ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ক্রন্দন করে, যে অনর্থক প্রয়োজনাতিরিক্ত অশ্রুপাত করে; তাহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে,—সে ক্রন্দন করিতে ভাল বাসে।

সংহারার্থ শরাসনে শর যোজিত হইবার পূর্ব্বে কুরঙ্গ ক্রন্দন করে না। কুক্কুরকে আপতিত না দেখিয়াও শশক অশ্রুপাত করে না; কিন্তু মনুষ্য মৃত্যুর ভয়েই ব্যাকুল হয়; এবং প্রকৃত ঘটনা অপেক্ষা ভয়ই তাহাকে অধিকতর যাতনা দান করে।

তুমি তোমার সমস্ত কর্ম্মের হেতু নির্দ্দেশ করিবার জন্য অগ্র হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাক; অনালোচিতপূর্ব্ব মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুক্তি।

বিধাতা মনুষ্যকে যে কিছু প্রসাদীকৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে যুক্তি ও প্রবৃত্তি সর্ব্বপ্রধান; যে ব্যক্তি এই উভয়কে অযথা পরিচালন না করেন, তিনিই সুখী।

শৈলশিখরপ্রবাহী প্রবাহ যেমন বৃক্ষাদি উন্মূলিত করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, যে ব্যক্তি, তোমাদিগের মূল ভিত্তি কি, এই রূপ জিজ্ঞাসা না করিয়া লোকের মতে মত দেয়, তাহার যুক্তি শক্তিও সেই রূপ লোকের মতে প্লাবিত হয়।

ভাবিয়া দেখ, তুমি যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছ, উহা সত্যের ছায়া মাত্র কি না; তুমি যাহা নিশ্চিতিসাধক বলিয়া স্বীকার কর, অনেক সময় উহা কেবল সম্ভাবিত বলিয়া উপলব্ধ হইয়া থাকে; ধীর ও স্থিরবুদ্ধি হইয়া তুমি নিজে তোমার মত স্থির কর; তাহা হইলে তোমাকে কেবল তোমার নিজেরই হীনতার জন্য দায়ী হইতে হইবে।

তুমি এরূপ বলিও না যে, অবস্থায় কর্ম্মের যৌক্তিকতা প্রমাণিত করে; স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্য দৈব অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে।

তোমার মতের বিরুদ্ধ হইতেছে বলিয়া অন্যের মত অগ্রাহ্য করিও না; উভয়ই কি ভ্রান্ত হইতে পারে না?

যখন তুমি উপাধিধারী ব্যক্তিকে মান্য, আর যাহার উপাধি নাই, তাহাকে অবজ্ঞা করিতেছ, তখন কি তোমার রশ্মি দেখিয়া অশ্ব দ্বয়ের তারতম্য বিচার করা হইতেছে না?

তুমি এরূপ বিবেচনা করিও না যে, তুমি তোমার শত্রুর প্রাণ সংহার করিতে পারিলেই সম্যক্ প্রতিহিংসা করিলে; কারণ, তদ্দ্বারা সে আর তোমার আয়ত্তাধীন রহিল না; তুমি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিলে, এবং তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য তোমার হস্তে যে সকল উপায় ছিল, তুমি সে সমস্তই হারাইলে।

তোমার জননী অসতী ছিলেন, লোকমুখে এই কথা শুনিয়া তুমি কি দুঃখ করিতেছ? তোমার পত্নী কি কুলটা? তজ্জন্য তাঁহাকে নিন্দিত হইতে দেখিয়া তোমার কি যাতনা বোধ হইতেছে? অহো! তজ্জন্য যে ব্যক্তি তোমাকে ঘৃণা করিতেছে, সে আত্মাকেই কলঙ্কিত করিতেছে! অন্যের দুষ্কর্ম্মের জন্য তোমাকে কি দায়ী করা যাইতে পারে?

তোমার আছে বলিয়া তুমি রত্নের অবজ্ঞা করিও না; অন্যের অধিকৃত রহিয়াছে বলিয়া, কোন বস্তুকে অতিরিক্ত মূল্যবান্‌ও জ্ঞান করিও না; বিত্তের হস্তগত হইলেই দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

তোমার ক্ষমতাধীনে রহিয়াছেন বলিয়া তুমি তোমার সহধর্ম্মিণীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না। "যদি তুমি ঐ কামিনীর প্রতি ভালবাসা হ্রাস করিতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে উহার পাণিগ্রহণ কর" যে ব্যক্তি এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে ঘৃণা কর। তোমার সদ্গুণে বিশ্বাস করিয়াই তোমার সহধর্ম্মিণী তোমাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি তাঁহার নিকট অধিক উপকৃত হইয়াছ বলিয়া কি তাঁহাকে অল্প ভাল বাসিবে?

যদি তুমি আদৌ বুদ্ধি পূর্ব্বক তোমার পত্নীকে মনোনীত করিয়া থাক, তাহা হইলে, এক্ষণে যদিও তুমি তাঁহাকে পাইয়াছ বলিয়া তাঁহাকে অবহেলা কর, কিন্তু তাঁহাকে হারাইতে হইলে তোমাকে অবশ্যই হৃদয়ে যাতনা পাইতে হইবে।

যে ব্যক্তি ঐ কামিনীর অধিপতি হওয়ার জন্য অন্য ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করেন, তিনি তোমা অপেক্ষা

বিজ্ঞতর না হউন, তোমা অপেক্ষা যে অধিকতর সুখী, তাহাতে আর অন্যথা নাই।

তোমার আত্মীয়ের যে কিরূপ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তুমি তাঁহার অশ্রুপাত দেখিয়াই তাহার তারতম্য বিবেচনা করিও না; কারণ, গুরুতর শোক প্রায়ই ঈদৃশ নিদর্শনের বহুদূর উচ্চবর্ত্তী।

কোলাহল ও মহা আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হইল বলিয়া তুমি কোন কার্য্যকেই মহৎ জ্ঞান করিও না; যিনি মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, অথচ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলে বিচলিত না হন, তাঁহাকেই উন্নতমনা বলা যায়।

যিনি যশে মনোযোগ করেন, যশ তাঁহারই শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে বিস্মিত করে; কিন্তু প্রশান্ত অন্তঃকরণ নিজ প্রশান্তি দ্বারাই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে।

কোনরূপ কু-অভিপ্রায়কে অপরের সৎকার্য্যের হেতু নির্দ্দেশ করিও না; কারণ, তুমি ঐ ব্যক্তির অন্তঃকরণ অবগত নহ; কিন্তু তোমার ঐরূপ আচরণ দ্বারা সর্ব্বলোক জানিতে পারিবে যে, তোমার অন্তঃকরণ মাৎসর্য্যে পরিপূর্ণ।

নির্ব্বুদ্ধিতা ভিন্ন, কাপট্যে অধিকতর আর কোন দোষই নাই। সরলতা ভাণ করা যেমন সহজ, প্রকৃত সরল হওয়াও সেইরূপ অনায়াসসাধ্য।

তুমি অপরকে অবজ্ঞা করা অপেক্ষা, ভাল বাসিবার জন্যই অধিকতর প্রস্তুত হইয়া থাক; তাহা হইলেই, তোমাকে যত ব্যক্তি অবজ্ঞা করে, তদপেক্ষা যাহারা তোমাকে ভাল বাসে, তাহাদিগের সংখ্যা অধিক হইবে।

অপকারের প্রত্যপকার করা অপেক্ষা, তুমি উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে অধিকতর প্রস্তুত হইয়া থাক; তাহা হইলে, অপকার অপেক্ষা তুমি অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হইবে।

তুমি প্রশংসা করিতে ইচ্ছুক, ও অপবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হও; তাহা হইলেই তুমি নিজ সদ্গুণের জন্য প্রশংসা লাভ করিবে; এবং শক্রুরদৃষ্টি তোমার দোষসম্বন্ধে অন্ধীকৃত হইবে।

তুমি সৎ ভাবিয়াই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে; লোকে উহার গৌরব করে কি না করে, সে বিষয় পর্য্যালোচনা করিবে না।

যখন তুমি অশুভ অতিক্রম করিতে ইচ্ছা কর, তখন অশুভ ভাবিয়াই উহা হইতে দূরে পলায়ন করিবে; লোকে উহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে কি না করে, তৎপক্ষে মনোযোগ করিবে না।

তুমি সরলতা ভাবিয়াই সরলতাকে ভাল বাসিবে; এবং সর্ব্বত্র সমভাবে সরল হইবে; যিনি স্থিরমতি না হইয়া সরল হন, তিনি নিয়ত সরল থাকিতে পারেন না।

যাহার বুদ্ধি শুদ্ধি নাই, তাহার নিকট প্রশংসা লাভ করা অপেক্ষা বরং তুমি বুদ্ধিমানের তিরস্কার পাইতে অভিলাষী হইবে; বুদ্ধিমান বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যখন তোমাকে তোমার কোন দোষের কথা বলেন, তখন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, তুমি ঐ দোষ সংশোধন করিতে পারিবে। কিন্তু নির্ব্বোধ ব্যক্তি যখন তোমার প্রশংসা করে, তখন সে তোমাকেও তাহারই সমান জ্ঞান করিয়া লয়।

যাহাতে তোমার যোগ্যতা নাই, তুমি সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না ; কারণ, যিনি তদ্বিষয়ে তোমার অপেক্ষা অধিকতর নিপুণ, তিনি সহজেই তোমাকে ঘৃণা করিবেন।

যে বিষয়ে তুমি স্বয়ং অজ্ঞ, সে বিষয়ে কাহাকেও শিক্ষা দান করিও না ; কারণ, যখন সে তোমাকে অজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তখন তজ্জন্য তোমাকে তিরস্কার করিবে।

যে ব্যক্তি তোমার অনিষ্ট করিয়াছে, তুমি তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিও না। যে ব্যক্তি অপকার প্রাপ্ত হয়, সে বরং কথঞ্চিৎ তাহা ভুলিয়া যাইতে পারে ; কিন্তু যে ব্যক্তি কাহারও অপকার করে, সে আর কখন তাহার হিত সাধন করিবে না।

তুমি যাঁহার সহিত মিত্রতা করিতে ইচ্ছা কর, তাঁহাকে বহুতর বাধ্যতা সূত্রে বদ্ধ করিও না ; কারণ, ভাবিয়া দেখ যে, ততদূর বাধ্যতা বুঝিতে পারিলেই তিনি আপনাপনিই তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন ; স্বল্প উপকার বন্ধুত্ব উপার্জ্জন করে, কিন্তু মহৎ উপকার শত্রুতার হেতু হইয়া উঠে।

তথাচ মানুষ স্বভাবত অকৃতজ্ঞ নহে ; ক্রোধও অশমনীয় নহে ; মনুষ্য, যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না বলিয়া বুঝিতে পারে, সে ঋণ বহন করিতে ইচ্ছুক হয় না ; আর সে যাহার অনিষ্ট করিয়াছে, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেই লজ্জা বোধ করে।

অনাত্মীয়ের শুভ হইয়াছে দেখিয়া তুমি শোক করিও না ; তোমার শত্রুর অনিষ্ট হইয়াছে দেখিয়াও আনন্দিত হইও না। তোমার কি ইচ্ছা যে অপরে তোমারও প্রতি এইরূপ আচরণ করিবে ?

সর্ব্ব সাধারণের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইতে কি তোমার ইচ্ছা হয়? যদি হয়, তাহা হইলে তুমি সর্ব্ব সাধারণের প্রতি তোমার উপচিকীর্ষা প্রসারণ কর। তদ্দ্বারাও যদি তুমি উহা (সর্ব্ব সাধারণের আশীর্ব্বাদ) প্রাপ্ত না হও, তাহা হইলে উহার প্রাপ্তি পক্ষে তোমার আর কোন উপায়ই নাই; এবং তুমি জানিবে যে, যদিও তুমি উহা প্রাপ্ত হইলে না, কিন্তু তুমি উহার জন্য আপনাকে সম্যক্ উপযোগী করিয়া সুখিত হইয়াছ।

সপ্তম অধ্যায়।

অহমিকা।

দর্প ও নীচতা পরস্পর বিষস্বাদী; কিন্তু মনুষ্য বিষস্বাদী বস্তু সকলকে বিলক্ষণ সুসস্বাদী করিয়া লয়; সর্ব্বজীবের মধ্যে মনুষ্য যেমন অতি দর্পিত, তেমনই আবার সে অত্যন্ত দীন।

অহমিকা যুক্তি শক্তির গরলস্বরূপ;—ইহা ভ্রমের পরিপালিকা; অথচ আমাদিগেতে ইহা যুক্তি শক্তির সহিত বিলক্ষণ সমঞ্জস।

এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি আপনাকে অতি উচ্চ জ্ঞান না করেন, বা অপরকে অতি নীচ বোধ না করেন?

যখন আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তাও স্বয়ং আমাদিগের অহমিকা হইতে নিষ্কৃতি পান না, তখন আমরা কি করিয়া আমাদিগের পরস্পর হইতে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি?

অপধর্ম্মের নিদান কি? ভ্রান্তিমূলক আরাধনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে?—যে বিষয় আমাদিগের বুদ্ধির অতীত, আমরা যে তদ্বিষয়ক তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া অনধিকার চর্চ্চা করি, এবং দুর্ব্বোধ বস্তুকে যে বোধগম্য করিবার যত্ন করি, তাহা হইতেই ঐ উভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমাদিগের বুদ্ধি একে অতি খর্ব্ব ও অতি ক্ষীণ; তাহাতে আবার আমরা উহার সেই যৎসামান্য শক্তিকেও সম্যক্ প্রয়োগ করি না; ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের দিকে আমরা যতদূর উড্ডীন হইতে পারি, ততদূর উত্থিত হই না; যখন আমরা দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হই, তখন আমাদিগের চিত্তবৃত্তি যতদূর ঊর্দ্ধে উন্নত করা উচিত, ততদূর উন্নতও করি না।

মনুষ্য, পার্থিব সম্রাটের নিন্দাবাদ কর্ণে কর্ণেও ব্যক্ত করিতে সাহস করে না; কিন্তু সে মুক্তকণ্ঠে তাহার ঈশ্বরের ব্যবস্থা সকলের দোষ ঘোষণা করিতে কম্পিত হয় না; সে তাঁহার প্রভাব ভুলিয়া যায়, এবং তিনি যে সকল বিধান করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও তর্ক বিতর্ক করে।

সে অতি সম্মান না করিয়া তাহার রাজার নামোচ্চারণ করিতে সাহসী হয় না; কিন্তু যিনি তাঁহাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, কোন মিথ্যা সম্বন্ধে সাক্ষী করিবার জন্য তাঁহার নাম লইতেও সে লজ্জা বোধ করে না।

সে কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সামান্য বিচারকের দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করে, কিন্তু সেই অনন্ত পুরুষের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে অনায়াসেই সাহসী হয়; সে অনুনয় বিনয় দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা পায়; ভাবি আশা দিয়া তাঁহার তোষামোদ করিতে যত্ন করে; এবং তাঁহাকে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত চুক্তি করিতে সচেষ্ট হয়; অধিক কি, তিনি যদি তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য না করেন, তাহা হইলে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, এবং তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে।

মানব! তুমি যে তোমার অভক্তির জন্য দণ্ডিত হইতেছ না কেন, তাহার কারণ জান? কারণ আর কিছুই নহে,—তোমার দণ্ডের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই।

যাহারা বজ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে যায়, তুমি তাহাদিগের সমান হইও না; এবং তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা তোমাকে তাড়না করিতেছেন বলিয়া দুঃসাহস পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতেও বিরত হইও না। এ সম্বন্ধে তোমার বাতুলতা তোমারই মস্তকোপরি পতিত হইতেছে; তোমার অভক্তি তোমার ভিন্ন অন্য কাহারই অপকার করিতেছে না।

মানব! তুমি সর্ব্বজীব অপেক্ষা তোমাকেই তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া অহঙ্কার করিতেছ, অথচ তজ্জন্য তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান এবং তাঁহার পূজা করিতে উপেক্ষা করিতেছ কেন? এরূপ সদর্প বিশ্বাস কিরূপে ঈদৃশ আচরণের উপযোগী হইতে পারে?

মানুষ অনন্ত অবকাশ মধ্যে পরমাণু মাত্র; কিন্তু তাহার স্থির বিশ্বাস আছে যে, স্বর্গ ও মর্ত্ত, তাহারই জন্য সৃষ্ট

হইয়াছে; সে মনে করে যে, প্রাকৃতিক সমস্ত পদার্থই কেবল তাহার সুখ সাধনের জন্য অভিপ্রেত।

সলিল-প্রতিফলিত চঞ্চল প্রতিকৃতি সকল দর্শন করিয়া বাতুল মনে করে যে, সমস্ত বৃক্ষ, নগর ও সুপ্রশস্ত ভূবিভাগ তাহারই চিত্ত তোষণার্থ নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে; এইরূপ, প্রকৃতি স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতেছে, কিন্তু মানুষ মনে করিতেছে যে, তাহারই নয়ন পরিতৃপ্ত করিবার জন্য প্রকৃতি প্রতিনিয়ত নানা রূপ ধারণ করিতেছে।

মানুষ যখন উত্তাপ সম্ভোগের জন্য রৌদ্রে অভিলাষী হয়, তখন সে মনে করে যে, রৌদ্র তাহারই ব্যবহারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; যখন সে রাত্রিকালে আকাশবক্ষে ভাসমান চন্দ্রমাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকে, তখন সে ভাবিতে থাকে যে, তাহারই আনন্দের জন্য শশাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

দর্পিত নির্ব্বোধ মানব! বিনয়ী হও; জান যে, সৃষ্টি কার্য্য তোমারই নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হয় নাই; তোমারই সুখের জন্যও শীত গ্রীষ্মের পরিবর্ত্ত হইতেছে না।

মনুষ্য জাতি যদি নাই থাকিত, তাহা হইলেও জগৎ প্রপঞ্চের কোন পরিবর্ত্তনই হইত না; যে কোটি কোটি জীব এই জগৎ হইতে সুখানুভব করিতেছে, তুমি তাহাদিগের একতর মাত্র।

তুমি আপনাকে একবারে স্বর্গে তুলিও না; কারণ, ঐ দেখ, সিদ্ধগণ তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। আর, তোমা অপেক্ষা অধম অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া তুমি তোমার কোন সজাতীয়কেও ঘৃণা করিও না; যে হস্তে

তোমার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারাও কি সেই হস্ত হইতে সৃষ্ট হয় নাই।

তুমি যখন তোমার সৃষ্টি কর্ত্তারই অনুগ্রহে সুখসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছ, তখন তুমি কোন্ সাহসে সেই সৃষ্টি কর্ত্তারই সৃষ্ট জীবদিগকে অকারণে যাতনা প্রদান কর? সাবধান, যেন ঐরূপ অবস্থা আবার তোমারই উপর ফিরিয়া না পড়ে।

ঐ সকল জীবও কি তোমারই ন্যায় সেই সর্ব্ব সাধারণ প্রভুর পরিচর্য্যা করিতেছে না? সেই বিধাতা কি প্রত্যেকের পক্ষে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা করেন নাই? তিনি কি তাঁহাদিগের জীবনের তত্ত্বাবধান করিতেছেন না? তবে তুমি কোন্ সাহসে বিধাতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হও?

সর্ব্ব জগৎ যে নিষ্পত্তি করে, তুমি তাহা অতিক্রম করিয়া মত প্রকাশ করিও না; তুমি যেরূপ বুঝিয়াছ, তাহার বিরুদ্ধ হইতেছে দেখিয়া কোন মতকে ভ্রান্ত বলিয়াও অবজ্ঞা করিও না। অন্যের জন্য নিষ্পত্তি করিতে তোমায় কোন্ পুরুষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন? কোন্ পুরুষই বা জগৎকে নিজের অবস্থা নির্ব্বাচনের অধিকারী করেন নাই?

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে, এরূপ কত শত বিষয় পূর্ব্বে তুচ্ছ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল। আবার এক্ষণে যে সকল বিষয় সত্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে, তাহা হইতে কত বিষয় ইহার পর তুচ্ছ প্রমাণিত হইয়া পরিত্যক্ত হইবে। অতএব এমন কোন্ বিষয় আছে যে, মানুষ তৎপক্ষে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারে?

তুমি যথাজ্ঞানে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই

তুমি চির সুখী হইবে। ইহ জগতে জ্ঞানোপার্জ্জন অপেক্ষা ধর্ম্মানুষ্ঠান তোমার গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য।

যে বিষয় আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য, তৎসম্বন্ধে সত্য মিথ্যা কি আমাদিগের পক্ষে সমান নহে? তবে আমাদিগের অহমিকা ভিন্ন সত্য মিথ্যার নিশ্চায়ক আর কি হইতে পারে?

যে বিষয় আমাদিগের বুদ্ধির অতীত, আমরা সহজেই তাহাতে বিশ্বাস করিব; অথবা আমরা বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারিব, এই ভাবিয়া সদর্পে ভাণ করি যে, আমরা ঐ বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি; ইহাকে নির্ব্বুদ্ধিতা ও অসার গর্ব্ব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

যে ব্যক্তি মূর্খ, সুতরাং অহঙ্কৃত, সেই ব্যক্তি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি সাহস পূর্ব্বক কোন বিষয় সুনিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন? অথবা অকাট্যরূপে মত সমর্থন করিতে কৃতনিশ্চয় হন?

স্বভাবত সকল ব্যক্তিই স্বীয় মত সুদৃঢ় সমর্থন করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহার অহঙ্কার আছে, এই সম্বন্ধে তিনি সকলের শিরোমণি। তিনি যে মত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্বয়ং বঞ্চিত হইয়াই পরিতৃপ্ত হন না, প্রত্যুত ইচ্ছা করেন, অন্যেও উহাতে বিশ্বাস করুক।

তুমি এরূপ বলিও না যে, অধিক কাল চলিয়া আসিতেছে, অথবা অনেক লোক বিশ্বাস করিতেছে বলিয়াই সত্য সুপ্রতিপাদিত হইয়াছে।

যদি যুক্তি শক্তি প্রভেদ প্রদর্শন করিয়া না দিত, তাহা হইলে মানুষের সকল মতই সমান প্রামাণিক হইত।

তৃতীয় কল্প।

চতুর্থ অধ্যায়।

মানুষের প্রবৃত্তি, যাহা তাহার নিজের এবং অন্যের পক্ষেও হানিজনক।

অর্থ পিপাসা।

অর্থ ঐকান্তিকতা প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত সামগ্রী নহে; সুতরাং অর্থলাভের নিমিত্ত একান্ত আগ্রহের যৌক্তিকতা সংস্থাপন করা যায় না।

লোকে যাহাকে উৎকৃষ্ট বস্তু বলিয়া থাকে, সেই বস্তু উপার্জ্জন করিবার যে বাসনা হয়, এবং উপার্জ্জন করিতে পারিলে যে আনন্দ জন্মে, এ উভয়ই লোকের কথা মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। তুমি নীচের মুখ হইতে সে কথা গ্রহণ করিও না; তুমি স্বয়ং বস্তু সকলের সার পরীক্ষা করিবে; তাহা হইলে আর তোমাকে অর্থপিপাসু হইতে হইবে না।

অপরিমিত অর্থলালসা হৃদয়নিহিত হলাহলস্বরূপ, ইহা হৃদয়ের সমস্ত উৎকৃষ্ট ধর্ম্মকেই কলুষিত ও বিধ্বস্ত করে। অনুচিত অর্থ লালসা হৃদয়ে যেমন বদ্ধমূল হইয়া উঠে, অমনি উহাকে দেখিবা মাত্র সমস্ত সদ্‌গুণ, সমস্ত ধর্ম্ম, ও সমস্ত স্বাভাবিক স্নেহ মমতা তথা হইতে দূরে পলায়ন করে।

অর্থগৃধ্নু ব্যক্তি অর্থের জন্য নিজ আত্মজকেও বিক্রয় করিতে পারে; অর্থাভাবে তাহার জনক জননীর মৃত্যু হইলেও সে তাহার পেটীকা উদ্‌ঘাটন করিবে না; অধিক কি অর্থের অপেক্ষা সে আত্মাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিবে। অহো! সুখের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সে আপনাকে অসুখী করিতেছে?

গৃহ সজ্জা ক্রয় করিবার নিমিত্ত গৃহ বিক্রয় করা যেরূপ, অর্থ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইব, এই প্রকার আশা করিয়া অর্থোপার্জ্জনার্থ অন্তঃকরণের শান্তি বিনিময় করাও সেইরূপ।

যাহার অনুচিত অর্থলালসা প্রবল, জানিবে যে তাহার আত্মা অতি দরিদ্র। যে ব্যক্তি অর্থকে মনুষ্যের প্রধান অভীষ্ট বলিয়া বিবেচনা না করেন, তিনিই অর্থোপার্জ্জনার্থ অন্যান্য যাবদীয় অভীষ্ট অপচয় করিবেন না।

যিনি দারিদ্রকে মানব প্রকৃতির প্রধান বিপত্তি বলিয়া ভয় না করেন, তিনিই একমাত্র ঐ বিপত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অন্যান্য মহাবিপত্তি সকল টানিয়া আনিবেন না।

নির্ব্বোধ মানব! অর্থ অপেক্ষা ধর্ম্ম কি অধিকতর মূল্যবান্ নহে? পাপ কি দারিদ্র অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয় নহে? যাহাতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তদপেক্ষাও প্রচুরতর সামগ্রী প্রত্যেক মনুষ্যেরই আয়ত্তাধীন রহিয়াছে;

অতএব উহাতেই সন্তুষ্ট থাক; তাহা হইলেই দেখিবে যে, সুখ-সম্ভোগ নিবন্ধন তোমার মুখ মণ্ডল প্রফুল্ল হইয়াছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ সকল সামগ্রী রাশি রাশি সংগ্রহ করিয়াছে, তাহার বদনকান্তি শোকে মলিন হইয়াছে।

যেন দৃষ্টি পাতেরও উপযুক্ত নহে বলিয়া প্রকৃতি দেবী সুবর্ণকে ভুগর্ভে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। যে স্থান ভুমি পদতলে দলিত করিতেছ, প্রকৃতি তাহার নিম্নে রৌপ্য স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কি প্রকৃতির এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে না যে, সুবর্ণ ও রৌপ্য তোমার চিত্তকে আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত নহে? তোমাকে এই বিষয় বিজ্ঞাপন করিবার জন্যই তিনি এইরূপ করিয়াছেন।

অনুচিত অর্থলালসা সহস্র সহস্র হতভাগ্য দরিদ্রকে ভূগর্ভে নিখাত করে; তাহারা তাহাদিগের কঠোরকায় আরাধ্য দেবতার দর্শন পাইবার নিমিত্ত পৃথিবী খনন করে, কিন্তু দেবতা হানি করিয়া তাহাদিগের শ্রমের পুরস্কার করেন; এবং তাহাদিগের দাসদাসীগণ তাহাদিগকে যত অসুখী না করে, তিনি তদপেক্ষা তাহাদিগকে অধিকতর অসুখী করিয়া থাকেন।

পৃথিবী তাঁহার গর্ভ মধ্যে যে স্থানে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, সেই স্থানেই তাঁহার বিবিধ উৎকৃষ্ট সামগ্রীর অভাব হইয়াছে। তাঁহার গর্ভ মধ্যে যে স্থানে সুবর্ণ রাশীকৃত রহিয়াছে, তাহার উপরিভাগে তৃণমাত্রও উৎপন্ন হয় না।

সুবর্ণ খণির উপরিভাগে গবাদি পশু সকল আহার্য্য তৃণঘাসাদি প্রাপ্ত হয় না;—সন্নিহিত শৈলপাদে প্রফুল্ল দর্শন

শস্য ভুমিও দৃষ্ট হয় না;—নিকটে বিবিধ ফলপাদপ ও ফলবতী বল্লরীও ফলভারে শোভিত হইয়া থাকে না;—যাহার চিত্ত নিরন্তর অর্থ চিন্তা করে, তাঁহার অন্তঃকরণেও এইরূপ কোন সদ্গুণের শোভাই থাকে না।

অর্থ, জ্ঞানী ব্যক্তির পরিচারক; কিন্তু উহা মুর্খের অধীশ্বর।

অর্থলালস ব্যক্তিই অর্থের পরিচর্য্যা করে, অর্থ তাহার পরিচর্য্যা করে না। অধিকৃত অর্থ তাহার পক্ষে জ্বর স্বরূপ; অর্থ তাহাকে দগ্ধ ও নিপীড়িত করিতে থাকে, এবং আমরণ বিরত হয় না।

সুবর্ণ কি লক্ষ লক্ষ মানবের সদ্গুণ ধ্বংস করে নাই? ইহা কি কখনও কোন ব্যক্তির সাধুভাব বৃদ্ধি করিয়াছে?

যে ব্যক্তি অধিক মন্দ ও অপকৃষ্ট, সেই ব্যক্তিই অধিক সুবর্ণের অধিস্বামী। তবে তুমি সুবর্ণের অধিকারী হইয়া খ্যাতি লাভ করিতে বাসনা করিবে কেন?

যাঁহারা অতি স্বল্পমাত্র সুবর্ণের অধিকারী, তাঁহারাই অতিশয় জ্ঞানবান্ হইয়াছেন; এবং জ্ঞানই সুখ।

মানব জাতির মধ্যে যাহারা অতীব অধম, তাহারাও প্রচুর সুবর্ণের অধিকারী হইয়াছে; আবার চরমেও তাহারা অশেষ দুঃখে দুঃখী হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে।

দরিদ্রের নানা অভাব আছে সত্য, কিন্তু অর্থপিপাসু আপনাকেও বঞ্চনা করে।

অর্থপিপাসু ব্যক্তি কাহারও প্রতি সদয় হইতে পারে না; বিশেষত আপনার প্রতি সে অধিকতর নৃশংস।

তুমি অর্থ উপার্জ্জনার্থ শ্রমশীল হইবে, এবং বদান্যতা সহকারে অর্থ ব্যয় করিবে; অপরের সুখসাধন অপেক্ষা মনুষ্যের অধিকতর সুখ আর নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থ রাশি করিয়া রক্ষা করা অপেক্ষা, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা অধিকতর দোষাবহ।

যে অর্থ উদ্বৃত্ত করা কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি তাহা অযথা অপব্যয় করে, সে দরিদ্রদিগের বিধিদত্ত ন্যায্য স্বত্ব অপহরণ করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি আপন সম্পত্তি অপচয় করে, সে তদ্দ্বারা উপকার করিবার উপায় সকলকে উপেক্ষা করে; এবং বিবিধ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে বঞ্চিত হয়; তাদৃশ অনুষ্ঠান ঐ সকল কর্ম্মদ্বারাই পুরস্কৃত হইতে পারে; এবং তাহার নিজের সুখই ঐরূপ অনুষ্ঠানের চরম ফল।

অর্থ অভাবে সুখস্বচ্ছন্দে থাকা বরং সহজ; কিন্তু অর্থের অধিকারী হইয়া সুখী হওয়া অতীব দুঃসাধ্য। ঐশ্বর্য্যের অবস্থা অপেক্ষা, দারিদ্র অবস্থায় মনুষ্য সহজেই আত্মাকে সংযত করিতে পারে।

কুশলে কালযাপন করিতে হইলে একমাত্র সহিষ্ণুতা ভিন্ন দরিদ্রের আর কোন গুণের প্রয়োজন নাই; কিন্তু ধনীর যদি বদান্যতা, মিতাচার, বিবেক ও অন্যান্য অনেক সদ্গুণ না থাকে, তাহা হইলে তিনি নিন্দনীয় হইয়া থাকেন।

কেবল মাত্র নিজেরই অবস্থার ইষ্ট পর্য্যালোচনা করা দরিদ্রের বিধিবিহিত কর্ত্তব্য কার্য্য; কিন্তু বিধাতা ধনীর স্কন্ধে শত সহস্র ব্যক্তির সুখ সাধনের ভারার্পণ করিয়াছেন।

যে ব্যক্তি বিবেচনা পূর্ব্বক অর্থব্যয় করেন, তিনি তদ্দ্বারা আপন বিপত্তি সকল দূর করেন; কিন্তু যিনি সে রূপ দান না করিয়া অর্থ কেবল রাশি করিয়া রাখেন, তিনি তদ্দ্বারা কেবল নিজের বিবিধ দুঃখই সঞ্চয় করিয়া থাকেন।

তুমি অভ্যাগত অতিথির অভাব পূরণে অস্বীকার করিও না; যে বস্তুতে তোমার নিজের প্রয়োজন আছে, অপরের যদি সে বস্তুর অভাব হয়, তাহা হইলে, তুমি তাহাও দান করিতে বিমুখ হইবে না।

তুমি যে বস্তুর ব্যবহার করিতে জান না, সে বস্তু সঞ্চয় করিয়া রক্ষা করা অপেক্ষা, দান করিয়া রিক্তহস্ত হওয়া অধিকতর সুখজনক।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রতিহিংসা।

আত্মার দৌর্ব্বল্যই প্রতিহিংসার মূল ; যাহারা অতিশয় নীচ ও অতিশয় ভীরু, তাহারাই অতিশয় প্রতিহিংসাপরায়ণ।

যাহাদিগকে ঘৃণা করা যায়, ভীরু ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগকে পীড়ন করে? যাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা হইয়াছে, স্ত্রীলোক ভিন্ন কোন্ পুরুষ আবার তাহার প্রাণ হরণ করে?

হানিবোধ প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ; কিন্তু যাঁহার আত্মা উন্নত, অমুক ব্যক্তি আমার হানি করিতে পারিয়াছে, একথা মুখে আনিতেও তিনি ঘৃণা বোধ করেন।

যদি তুমি হানি অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি তোমার হানি করে, সেও আপনাকে তোমার ঘৃণার পাত্র করিবে। নীচের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কি তোমার প্রবৃত্তি হইবে?

যে তোমার অপকার করিতে চেষ্টা করে, তুমি তাহাকে তৃণজ্ঞানও করিও না ; যে তোমাকে উৎত্যক্ত করিতে ইচ্ছা করে, তুমি তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিবে।

এরূপ করিলে তুমি যে কেবল নিজেরই শান্তি রক্ষা করিলে, এরূপ নহে ; প্রত্যুত কার্য্যে প্রতিহিংসা না করিয়াও

প্রকৃত পক্ষে তোমার তৎকৃত অপকারের সম্পূর্ণ প্রতি-শোধ গ্রহণ করা হইল।

বাত্যা ও বজ্র যেমন সূর্য্য ও জ্যোতির্ম্মণ্ডলের কোন অনিষ্টই করিতে পারে না, নিম্নস্থ পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির উপরেই স্ব স্ব প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, হানিও সেইরূপ উন্নত-মনা ব্যক্তির নিকটেও যাইতে পারে না; যে সকল নীচ ব্যক্তি হানি করে, হানি সেই সকল ব্যক্তিতেই পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়।

তেজের স্বল্পতাই প্রতিহিংসার প্রবর্ত্তক; মহাত্মা ব্যক্তি অপকার তুচ্ছবোধ করেন; বরং যে ব্যক্তি তাঁহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তিনি তাহার ইষ্ট সাধনও করিয়া থাকেন।

মানব! তুমি প্রতিহিংসার অবসর অন্বেষণ করিতেছ কেন? কি অভিপ্রায়ে তুমি উহার অনুশীলন করিতেছ? তুমি কি তদ্দ্বারা তোমার শত্রুকে যাতনা দিতে অভিপ্রায় কর? যদি তাহা হয় ত জানিবে যে, তজ্জন্য তুমি নিজে তদপেক্ষা অধিকতর যাতনা পাইতেছ।

যাহার প্রতিহিংসায় প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, প্রতিহিংসা নিয়ত তাহারই অন্তঃকরণ দংশন করিতেছে; কিন্তু যাহার প্রতিহিংসা করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে, সে ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে রহিয়াছে।

প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে মনুষ্যের অন্তঃকরণে নিরতিশয় যাতনা উপস্থিত হয়; এই জন্যই প্রতিহিংসা অকর্ত্তব্য। হানিগ্রস্ত হইয়া তুমি যে যাতনা পাইয়াছ, তাহার

উপর আবার কি যাতনা বৃদ্ধি করা ভাল? না অপরে তোমাকে যে কষ্ট দিয়াছে, স্বয়ং তাহার তীব্রতা বর্দ্ধিত করাই তোমার উচিত কার্য্য?

যে ব্যক্তি প্রতিহিংসা পরিপোষণ করিতেছে, সে প্রাপ্ত হানি মাত্রেই পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছে না, প্রত্যুত অপরের প্রাপ্য দণ্ড স্বয়ং প্রাপ্ত হইয়া, যাতনার অধিকতর বৃদ্ধি সাধন করিতেছে; ওদিকে, সে যে ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার অভিপ্রায় করিতেছে, সে ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, এবং সে যে দুঃখ দিয়াছে, তাহা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দ বোধ-করিতেছে।

প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি যাতনাদায়ক, এবং প্রতিহিংসা সাধন বিপজ্জনক; যে স্থানে আঘাত করিবার জন্য কুঠার উত্তোলন করা যায়, কুঠার প্রায়ই ঠিক্ সে স্থানে পতিত হয় না; লোক যখন কুঠার উত্তোলন করে, তখন তাহার স্মরণ থাকে না যে, হয় ত উহা তাহার নিজেরই উপর পতিত হইবে।

লোক শত্রুর প্রতিহিংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, অনেক সময় নিজেরই বিনিপাত টানিয়া আনে। সে শত্রুর এক চক্ষু নাশ করিতে অভিপ্রায় করিয়াছে, কিন্তু ঐ দেখ, নিজের দুই চক্ষুই উৎপাটন করিয়া বসিয়াছে!

প্রতিহিংসুক ব্যক্তি যদি অভিসন্ধি সাধন করিতে না পারে, তাহা হইলে পরিতপ্ত হয়; আবার কৃতকার্য্য হইলেও খেদ করে। তখন রাজদণ্ডের ভীতি তাহার

চিত্তশান্তি লোপ করে; আবার তাহার আত্মীয় স্বজনও তাহাকে গোপন করিয়া রাখিবার জন্য দুশ্চিন্তায় সমুদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।

তুমি তোমার শত্রুকে যে ঘৃণা করিতে, তাহার মৃত্যুতে কি তোমার সে ঘৃণা নিবৃত্তি পাইতে পারে? তোমার শত্রুকে অনন্ত শান্তি প্রদান করিয়া তোমার চিত্ত কি শান্ত হইতে পারে?

তোমার শত্রু তোমার যে অপকার করিয়াছে, তুমি যদি তজ্জন্য তাহাকে দুঃখিত করিতে চাও, তাহা হইলে তাহাকে পরাজয় করিয়া, তাহার প্রাণ রক্ষা কর। মরিলে সে আর তোমার প্রাধান্য স্বীকার করিল না; তোমার ক্রোধের প্রভাবও জানিতে পারিল না।

প্রতিহিংসা সাধিত হইলে, সাধক আপনাকে বিজয়ী জ্ঞান করিলেন; যাহার প্রতিহিংসা করা হইল, সে তাঁহার ক্রোধের প্রভাব জানিতে পারিল, তজ্জন্য বিলক্ষণ যাতনা প্রাপ্ত হইল, এবং অনিষ্ট করিয়াছিল বলিয়া, অনুতাপ করিতে লাগিল।

ইহার নাম ক্রোধোত্তেজিত প্রতিহিংসা; কিন্তু অবজ্ঞা দ্বারা যে প্রতিহিংসা সাধিত হয়, তাহাতে অধিক কাজ করে।

যে ব্যক্তি প্রাণ হরণ করিয়া অপকারের প্রত্যপকার করে, সে ভীরু; কারণ, শত্রু যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে হয়ত সে আবার প্রতিশোধ লইতে পারিবে, এই আশঙ্কাতেই সে শত্রুর প্রাণ হরণ করিয়াছে।

মৃত্যু কলহ শেষ করিল বটে, কিন্তু সুখ্যাতি উদ্ধার করিতে পারিল না। হত্যা সতর্কতার কার্য্য, সাহসের কার্য্য নহে; ইহা কুশলজনক, কিন্তু গৌরবজনক নহে।

অপকারের প্রত্যপকার করা অপেক্ষা সুকর কার্য্য আর কিছুই নাই; কিন্তু অপরাধ ক্ষমা করা অপেক্ষা গৌরবজনক ব্যাপারও আর নাই।

আত্মাকে জয় করিতে পারিলেই মনুষ্য উৎকৃষ্ট বিজয় লাভ করিলেন; যে ব্যক্তি অপকার গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি অপকারকর্ত্তাকে উহা প্রত্যর্পণ করিলেন।

যখন তুমি প্রতিহিংসা চিন্তা করিতেছ, তখন তোমার প্রকাশ করা হইতেছে যে, তুমি অপকার নিবন্ধন অনিষ্ট বোধ করিতেছ; যখন তুমি অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছ, তখন তোমার স্বীকার করা হইতেছে যে, তুমি অপকার নিবন্ধন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ; অতএব তুমি তদ্দ্বারা তোমার শত্রুর অহমিকা বর্দ্ধিত করিতেছ।

যাহাতে কষ্ট বোধ হয় না, তাহাকে হানি বলা যায় না; অতএব যিনি উহা গ্রাহ্যই করেন না, তিনি আর উহার প্রতিহিংসা করিতে যাইবেন কেন?

যদি তুমি বিবেচনা কর যে, অপকার সহ্য করা অপমানজনক, তাহা হইলে তোমার নিজেরই হস্তে ত যথেষ্ট উপায় রহিয়াছে; তুমি ত উহাকে অতিক্রম করিতে পার।

তোমার সৎকার্য্য পরম্পরা দর্শন করিলে, সকল ব্যক্তিই তোমার শত্রুতা করিতে লজ্জাবোধ করিবে। তোমার

আত্মার মাহাত্ম্য দেখিলে কেহই তোমার অপকার চিন্তা করিতেও সাহসী হইবে না।

অপরাধ যতই গুরুতর হইবে, ক্ষমার গৌরব ততই বৃদ্ধি পাইবে; এবং প্রতিহিংসা যে পরিমাণে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, কৃপার মাহাত্ম্যও সেই পরিমাণে অধিক হইবে;

তোমার নিজের মোকর্দ্দমা বিচার করিবার কি তোমার নিজের অধিকার আছে? ঐ মোকর্দ্দমায় তুমি যখন একতর পক্ষ, তখন কি তুমি উহাতে দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে পার? অতএব তুমি যখন কাহাকেও দণ্ডনীয় বলিয়া স্থির কর, তখন যেন লোকেও বলে যে, ঐরূপ দণ্ড অবশ্য কর্ত্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

নৃশংসতা, দ্বেষ ও ঈর্ষা।

প্রতিহিংসা যখন ঘৃণার্হ, তখন নৃশংসতাকে কি বলা যাইতে পারে? দেখ, দেখ, নৃশংসতা অপরের অপকার করে, অথচ উহার উত্তেজনা পক্ষে কোন হেতুর আভাস মাত্রও নাই।

লোক নৃশংসতাকে তাহাদিগের প্রাকৃতিক ধন বলিয়া স্বীকার করে না; নৃশংসতা তাহাদিগের অন্তঃকরণে

কখন সহসা উপস্থিত হইলে, তাহারা তজ্জন্য লজ্জা বোধ করে। তাহারা উহাকে কি পাশব ধর্ম্মমধ্যে গণনা করে না ?

তবে নৃশংসতার মূল কি ? মনুষ্যের কোন্ প্রবৃত্তি হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে ?—ত্রাস ইহার জনক, এবং ঐ চাহিয়া দেখ, ভীতি ইহার জননী।

বীর পুরুষ সমকক্ষ শত্রুর প্রতি কৃপাণ উত্তোলন করিয়া থাকেন, কিন্তু শত্রু যেমন পরাস্ত হয়, অমনি তিনিও পুনঃপ্রকৃতিস্থ হন।

ভীরুকে পদদলিত করা মানের কার্য্য নহে; নীচ ব্যক্তিকে অপদস্থ করিলেও গৌরব লাভ হয় না; দাম্ভিকের দর্প চূর্ণ কর, কিন্তু দীন ব্যক্তিকে রক্ষা কর, তাহা হইলেই তুমি বিজয়ের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলে।

যে ব্যক্তি ঈদৃশ সংকল্প করিতে গুণবান্ নহে; এবং যে ব্যক্তি ঐ রূপে বিজয়শেখরে আরোহণ করিতে সাহস করিতে পারে না, ঐ দেখ, সেই ব্যক্তিই বিজয় স্থানে গুপ্তহত্যা, ও প্রভুত্ব স্থলে সহস্র সহস্র নরহত্যা করিয়াছে।

যে ব্যক্তি সকলকে ভয় করে, সেই ব্যক্তিই সকলকে আঘাত করে। যথেচ্ছাচারী রাজাকে নিয়ত মহাভয়ে কাল যাপন করিতে হয় বলিয়াই তিনি নৃশংস হইয়া থাকেন।

শবভুক্ শ্বা আগ্রহ পূর্ব্বক মৃত পশুর শব দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে, অথচ ঐ পশু যখন জীবিত ছিল, তখন সে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতেও সাহসী হয় নাই; কিন্তু শিকারী কুক্কুর পশু শীকার করিয়া আর তাহার মৃতদেহ বিদারণ করে না।

গৃহযুদ্ধে অধিক রক্তপাত হইয়া থাকে; কারণ যাহারা উহাতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা কাপুরুষ। ষড়যন্ত্রীরাই গুপ্ত হত্যা করিয়া থাকে; কারণ, মৃত্যুতে সমস্ত কথাই ফুরাইয়া গেল। আশঙ্কা কি তাহাদিগকে বলিয়া দেয় না যে, তাহাদিগের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইতে পারে?

যদি তুমি আপনাকে এতাদৃশ গুণবান কর যে, দ্বেষ তোমার নিকটেও যাইতে না পারে, তাহা হইলে তোমায় নৃশংস হইতে হইবে না। যদি তুমি নির্দ্দয় হইতে না চাও, তাহা হইলে এতদূর উন্নত হও যে, ঈর্ষা যেন তোমাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ না হয়।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দুই ভাবে দর্শন করা যায়; এক পক্ষে তাহাকে যেমন অসুখসাধক জ্ঞান করা যায়, আবার অপর পক্ষেও তেমনি তাহাকে অপেক্ষাকৃত অল্পতর অনিষ্টজনক বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। যে ভাবে তাহাকে অল্পতর হানিকারক বলিয়া বোধ হয়, তুমি তাহাকে বরং সেই ভাবেই দর্শন কর; তাহা হইলেই আর তুমি তাহার হানি করিবে না।

এমন কোন্ পদার্থ আছে যে, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে তাহাকে নিজের ইষ্টসাধক করিয়া লইতে না পারে? যাহাতে আমাদিগের অত্যন্ত অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহাতে দ্বেষ করা অপেক্ষা তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা বরং ভাল। লোকে, এক্ষণে যাহার প্রতি অসন্তুষ্ট, ইহার পর আবার তাহার সহিত সদ্ভাবসূত্রে বদ্ধ হইতে পারে; এবং সে যাহার দ্বেষ করে, তদ্ভিন্ন অন্য কাহাকেও সে গোপনে হত্যা করে না।

যদি তুমি কোন ইষ্টলাভ সম্বন্ধে ব্যাহত হও, তাহা হইলে ক্রোধে উন্মত্ত হইও না ; বিবেক নাশ পাইলে, তোমার অধিক-তর অনিষ্টাপাত হইবে।

তোমার উত্তরীয় অপহৃত হইয়াছে বলিয়া, তুমি কি পরি-ধেয় বস্ত্র খানিও পরিত্যাগ করিবে ?

যখন মানীর মান দেখিয়া তোমার ঈর্ষা জন্মে ;—যখন তাঁহার মর্য্যাদা ও পদোন্নতি দর্শনে তোমার ক্রোধ উত্তেজিত হয়, তখন তুমি জানিতে চেষ্টা কর যে, ঐ সমস্ত কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছে, এবং কি উপায়ে তিনি ঐ সমস্ত লাভ করিয়াছেন ; তাহা হইলেই তুমি তাঁহার ঈর্ষা না করিয়া বরং তাঁহার প্রতি দয়া বোধ করিবে।

যে বস্তুর বিনিময়ে তিনি তাদৃশ মান সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিয়াছেন, তজ্জন্য তোমাকেও যদি তাহা প্রদান করিতে হইত, তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, যদি তুমি জ্ঞানী হইতে, তাহা হইলে, তুমি কখনই তাহাতে সম্মত হইতে না।

মর্য্যাদাসূচক উপাধির বিনিময়ে চাটুবাদ অর্পণ করিতে হয় ; এবং মনুষ্য অপরের নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়া প্রভুত্ব ক্রয় করিয়া থাকে।

তুমি অপরের স্বাধীনতা হরণ করিতে সমর্থ হইবে, এই অভিপ্রায়ে কি তোমার নিজের স্বাধীনতা নাশ করিতে তোমার ইচ্ছা হয় ; না, যাহারা এইরূপ করে, তুমি তাহা-দিগের ঈর্ষা করিতে পার ?

লোক কোন বস্তু বিনিময় না করিয়া তাহার প্রভুর নিকট কোন বস্তুই প্রাপ্ত হইতে পারে না ; এবং সে বিনিময়ে

যে বস্তু প্রদান করে, তাহা লব্ধ বস্তু অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্। তুমি কি চিরপ্রচলিত সাংসারিক প্রথার অন্যথা করিতে চাও? তুমি কি ক্রয়ও করিবে, অথচ মূল্যও প্রদান করিবে না?

তুমি স্বয়ং যাহাতে সম্মত নহ, অপর ব্যক্তি তাহাতে সম্মত হইলে যখন তাহার ঈর্ষা করা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় না, তখন তুমি তজ্জন্য তাহার দ্বেষ করিয়া নীচতা প্রকাশ করিও না; এবং এই সূত্রে নৃশংসতাকেও অন্তঃকরণ মধ্যে উৎ-পন্ন হইতে দিও না।

যদি তোমার মান থাকে, তাহা হইলে, মানের বিনিময়ে যে বস্তু ক্রয় করিতে হয়, তুমি কি তাহাতে লোভ করিবে? যদি তুমি সদ্গুণের মূল্য জ্ঞাত থাক, তাহা হইলে, যে ব্যক্তি সদ্গুণের বিনিময়ে ঈদৃশ নীচতা ক্রয় করে, তাহার প্রতি কি তোমার দয়া হয় না?

যখন লোকের বহিঃপ্রতীয়মান সুখসমৃদ্ধির কথা শ্রবণ করিয়া তোমার কষ্ট বোধ হইবে না, তখনই তুমি তাহাদিগের প্রকৃত সুখের সংবাদ পাইয়া আনন্দ বোধ করিতে পারিবে।

যদি তুমি যথার্থ যোগ্য পাত্রকে সুখী হইতে দেখ, তাহা হইলে আনন্দিত হইবে; কারণ, গুণীর সুখসমৃদ্ধি দর্শন করিলেই গুণবান্ ব্যক্তি সুখী হইয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি অন্যের সুখে আনন্দ বোধ করেন, তিনি নিজের সুখ বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিষণ্ণতা।

প্রফুল্ল অন্তঃকরণ অতি দুঃখিত ব্যক্তির মুখেও বল পূর্ব্বক হাস্য উৎপাদন করে; কিন্তু বিষণ্ণের অবসন্নভাব অতি সুখিত ব্যক্তির মুখশ্রীকেও মলিন করিয়া আনে।

আত্মার দৌর্ব্বল্য ব্যতীত বিষণ্ণতার কারণ আর কিছুই নাই। তেজের অসদ্ভাবই উহাকে সবল করিয়া তুলে। তুমি সাহস পূর্ব্বক উহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হও; তাহা হইলে তুমি আঘাত করিবার পূর্ব্বেই সে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে।

সে তোমার জাতির শত্রু; অতএব তুমি তাহাকে অন্তঃকরণ হইতে দূরে অপসারণ কর; সে তোমার জীবনের সুখসম্ভোগে গরল মিশ্রিত করে, অতএব তুমি তাহাকে তোমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে দিও না।

তৃণ মাত্রের হানি হইলে, তাহার প্রবর্ত্তনায় তোমার সর্ব্বস্বহানি বোধ হয়; সে তোমার চিত্তকে তুচ্ছ বিষয়ে ব্যস্ত রাখিয়া, প্রয়োজনীয় বিষয়ে তোমাকে মনোযোগ করিতে দেয় না। তুমি ভাবিয়া দেখ, সে তোমাকে কোন বিষয় বলিবে বলিয়া কেবল আশা দেয়; কিন্তু বাস্তবিক না বলিয়া কেবল বলিব বলিবই বলিয়া থাকে।

সে অবসাদ দ্বারা তোমার সমস্ত সদ্গুণ আবরণ করে; যাহারা ঐ সকল সদ্গুণ দর্শন করিয়া তোমার সমাদর করিত,

সে তাহাদিগের দৃষ্টিমার্গ হইতে ঐ সমস্ত সদ্‌গুণ গোপন করিয়া ফেলে; এবং যৎকালে তাহার বিরুদ্ধে ঐ সকল সদ্‌গুণ প্রয়োগ করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠে, তৎকালে সে ঐ সকলকে জালে বদ্ধ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া রাখে।

ঐ দেখ, সে তোমাকে নানা অনিষ্ট দ্বারা পীড়ন করিতেছে; এবং তুমি তোমার স্কন্ধ হইতে ভার ফেলিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছ দেখিয়া সে তোমার হস্ত দ্বয় বন্ধন করিয়াছে।

যদি তুমি নীচতা অতিক্রম করিতে ইচ্ছা কর,—যদি তুমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করিতে চাও,—যদি তুমি তোমার অন্তঃকরণ হইতে অত্যাচার দূরীকৃত করিতে ইচ্ছুক হও,—তাহা হইলে, তুমি বিষণ্ণতাকে তোমার অন্তঃকরণ অধিকার করিতে দিও না।

সে যেন ধার্ম্মিকের ভাব ধারণ করিয়া আত্মগোপন, এবং বিজ্ঞতার ভাণ করিয়া তোমাকে প্রতারণা না করে। ধর্ম্মে তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার গৌরব বৃদ্ধি করে; অতএব তুমি উহাকে বিষণ্ণতায় রঞ্জিত করিও না; বিজ্ঞতা তোমাকে সুখী করিয়া থাকে; অতএব জানিবে যে উহা কখন শোক প্রত্যক্ষ করে নাই।

কারণ, দুঃখ ভিন্ন শোকের অন্য কোন কারণ নাই; কিন্তু যখন হর্ষের কারণ সকল মনুষ্যের নিকট হইতে অপসারিত হয় নাই, তখন মনুষ্য অন্তঃকরণ হইতে হর্ষকে বিদায় দান করিবে কেন? ইহ জীবন দুঃখের জন্যই দুঃখকর।

অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়, সুতরাং লোক বিষণ্ণ হইয়া থাকে; একথা কখনই নহে;—সে স্বভাবত অপ্রসন্ন বলিয়াই বিষণ্ণ।

নিমিত্ত, শোক উৎপাদন করে না ; কারণ, সেই নিমিত্তই আবার অন্যের পক্ষে আনন্দজনক।

লোককে জিজ্ঞাসা কর, তাহার শোকে বস্তুগতি উৎকৃষ্ট হয় কি না ; সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবে, শোক মূর্খতার কার্য্য। অধিকন্তু, যে ব্যক্তি সহিষ্ণুতা সহকারে তাহার অনিষ্টের সংবাদ শ্রবণ করেন, এবং যিনি সাহস পূর্ব্বক দুর্দ্দৈব প্রতিরোধ করিতে উদযুক্ত হইতে পারেন, তাহারা তাঁহার প্রশংসাও করিবে ; তখন অনুকরণ অবশ্যই প্রশংসাবাদের অনুসারী হইবে।

বিষাদ প্রকৃতির বিরোধী ; কারণ, উহাতে প্রকৃতির গতি পর্য্যাকুলিত হইয়া উঠে। তুমি ভাবিয়া দেখ, প্রকৃতি যে কোন পদার্থকে রমণীয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে, বিষাদ তাহাকেই বিরস করিয়া তুলে।

শালতরু যেমন বাত্যাঘাতে পতিত হয়,—আর উৎথিত হয় না ; মানবের অন্তঃকরণও সেইরূপ বিষাদবেগে অবসন্ন হয়,—আর কখনই পূর্ব্বরূপ বলবীর্য্য প্রাপ্ত হয় না।

ধারাবর্ষণে যেমন শৈলপৃষ্ঠ হইতে তুষার ধৌত হইয়া বিগলিত হয়, অশ্রুপাতেও সেইরূপ মনুষ্যের মুখলাবণ্য ধৌত হইয়া যায় ;—আর ফিরিয়া আইসে না।

মানব! মৌক্তিক দ্রাবকে মুক্ষিত হইলে আপাতত কেবল আবৃত মাত্র লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা দ্রব হইয়া অবশেষে ক্ষয় পায় ; এইরূপ তোমার সুখও চিত্তের অপ্রসন্নতা দ্বারা আক্রান্ত হইলে আপাতত কেবল আচ্ছন্ন মাত্র লক্ষিত হয় সত্য, কিন্তু বাস্তবিক উহা গ্রস্ত হইয়া লয় পায়।

তুমি সাধারণ রাজপথে বিষণ্ণ ব্যক্তিকে চাহিয়া দেখ ;—সমাজ স্থানে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ কর ;—বল, দেখি, কেহ কি উহার দিকে কটাক্ষপাত করিতেছে ? সেও কি সকলেরই নিকট হইতে পৃথক্ অবস্থিতি করিতেছে না ? প্রত্যেক ব্যক্তিও কি তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরে পলায়ন করিতেছে না ?

আহা ঐ দেখ, সে মূলচ্ছিন্ন বৃক্ষের কুসুমের ন্যায় ম্লান ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে ; এবং অনিমিষ লোচনে ভূমিতল নিরীক্ষণ করিতেছে ! আহা, তাহার লোচনযুগল কেবল অশ্রুপাত ভিন্ন আর কোন কার্য্যই সাধন করিতেছে না !

তাহার মুখে কি বাক্য আছে ? তাহার হৃদয়ে কি সঙ্গলিপ্সার সদ্ভাব আছে ? তাহার মস্তিস্কে কি বুদ্ধি আছে ? তাহাকে তাহার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা কর, সে তাহা বলিতে পারিবে না। কি ঘটনা নিবন্ধন সে বিষণ্ণ হইয়াছে, তুমি তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান কর,—কিছুই দেখিতে পাইবে না।

অথচ তাহার সমস্ত শক্তি ক্ষয় পাইতেছে ; ঐ দেখ, সে অবশেষে কালস্রোতে মগ্ন হইল ; তাহার যে কি হইল, তদ্বিষয়ে কেহই জিজ্ঞাসা করিতেছে না।

তোমার ত বুদ্ধি শক্তি আছে, তবে তুমি ইহা বুঝিতেছ না কেন ? তোমার ত ঈশ্বরভক্তি আছে, তবে তুমি আপন ভ্রম দেখিতেছ না কেন ?

ঈশ্বর করুণাবশে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; যদি তোমাকে সুখী করা তাঁহার অভিপ্রায় না হইত, তাহা হইলে সেই দয়াময় তোমাকে কখনই সৃষ্টি করিতেন না। অতএব

তুমি যদি নিজ বিশুদ্ধভাব পর্য্যালোচনা করিয়াই আপনাকে অতি সুখী জ্ঞান কর, তাহা হইলে তোমার ঈশ্বরকে সম্মান করা হয়; আর তোমার অসন্তোষ, তোমার ঈশ্বরের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তিনি কি বস্তু মাত্রকেই পরিবর্ত্তনশীল করিয়া সৃষ্টি করেন নাই? তবে তুমি কোন্ সাহসে পরিবর্ত্তনের জন্য অশ্রুপাত কর?

যদি আমরা প্রকৃতির গতি জ্ঞাত থাকি, তাহা হইলে আমরা উহার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করিব কেন? আর যদি আমরা জ্ঞাত না থাকি, তাহা হইলে, প্রতি মুহূর্ত্তই যাহা সপ্রমাণ করিতেছে, তৎপক্ষে আমাদিগের নিজেরই অন্ধতা ব্যতীত, আমরা তজ্জন্য আর কাহাকে দোষী করিতে পারি?

তুমি জানিবে যে, জগতের গতি নির্দ্ধারণ করা তোমার কার্য্য নহে; তুমি জগতের যেরূপ গতি দেখিতেছ, তাহারই বশীভূত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য; যদিই তাহাতে তোমার কষ্ট বোধ হয়;—কিন্তু তজ্জন্য শোক করিয়া তুমি কেবল আপনার যাতনাই বৃদ্ধি করিবে।

তুমি আভাসমান হেতু দ্বারা বঞ্চিত হইও না; এবং কখন মনেও করিও না যে, শোক বিপদের প্রতীকার করে। শোক ঔষধবৎ প্রতীয়মান কালকূট; ঐ দেখ, উহা তোমার বক্ষঃস্থল হইতে শৈল উৎপাটন করিবার ভাণ করিয়া তোমার মর্ম্ম স্থানে শৈল বিদ্ধ করিতেছে।

তুমি শোক নিবন্ধন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে প্রকাশ পায় যে, তুমি আলাপের যোগ্য নহ। তুমি এক

কোণে যাইয়া উপবেশন করিলেই প্রকাশ পাইল যে, তুমি তোমার বিষণ্ণভাব প্রদর্শন করিতে লজ্জা বোধ করিতেছ।

মানব! আহত বোধ না করিয়া, দুর্দ্দৈবের শরপাত গ্রহণ করা তোমার প্রকৃতি নহে; যুক্তি অনুসারেও তুমি এরূপ করিতে বাধ্য নহ; পুরুষের ন্যায় দুর্দ্দৈব সহ্য করা তোমার কর্ত্তব্য; কিন্তু চিত্তবান্ পুরুষের মত তুমি অবশ্য উহা অনুভব করিবে।

তোমার চক্ষু হইতে অশ্রুবারি পতিত হইবে, অথচ সদ্‌গুণ সকল তোমার অন্তঃকরণ হইতে বিগলিত হইবে না; তুমি ভাবিয়া দেখিবে যে, তোমার অশ্রুপাতের যথার্থ কারণ আছে কি না; এবং অনর্থক অপরিমিত অশ্রুপাত হইতেছে কি না।

অধিক অশ্রুপাত হইতেছে দেখিয়াই স্থির করা যায় না যে, দুঃখ অতি গুরুতর হইয়াছে। অতি হর্ষ যেমন বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, অতি দুঃখও তেমনি ঈদৃশ নিদর্শন দ্বারা সূচিত হইতে পারে না।

সংসারে শোক ভিন্ন এরূপ আর কোন্ বস্তু আছে যে, অন্তঃকরণকে ক্ষীণ করিতে পারে? বিষাদ ভিন্ন অন্য কোন্ বস্তুই বা উহাকে অবসন্ন করিতে সমর্থ হয়?

শোকাতুর ব্যক্তি কি কখন কোন মহৎ কার্য্যে উদ্যুক্ত হইতে পারে? ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই কি সে সসজ্জ হইতে সমর্থ হয়?

যখন উত্তরকালে কোন লাভেরই প্রত্যাশা নাই, তখন তুমি দুর্দ্দৈবে অভিভূত হইও না। যাহা বস্তুত অনিষ্ট, তুমি তাহাকে ইষ্ট সাধনের উপায় সকলও উৎসর্গ করিও না।

চতুর্থ কল্প।

উৎকর্ষ, যাহা এক জন অন্য জনের উপর লাভ করিতে পারে।

প্রথম অধ্যায়।

আভিজাত্য ও মান।

আভিজাত্য আত্মা ভিন্ন অন্য কুত্রাপি অবস্থিতি করে না ; সৎকার্য্য ব্যতীত প্রকৃত মানেরও আর অন্য আবাস নাই।

দুষ্কর্ম্ম দ্বারা রাজার অনুগ্রহ ক্রয় করা যায় ;—পদ ও মর্য্যাদা অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—কিন্তু এ সকল প্রকৃত মান নহে।

দুষ্কর্ম্মে কি মনুষ্যের গৌরব আছে ? না ধনবান্ হইলেই সে মহাত্মা হয় ?

যখন মর্য্যাদা সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপে প্রদত্ত ও লব্ধ হয়,—যখন, যে ব্যক্তি তাঁহার স্বদেশের কোন হিত সাধন করিয়াছেন, তাঁহাকেই উন্নীত করা হয়, তখন যে ব্যক্তি মর্য্যাদা প্রদান করেন, এবং যিনি মর্য্যাদা লাভ করেন, তাঁহা-দিগের উভয়েরই গৌরব হয়, এবং জগৎ তদ্দ্বারা উপকার লাভ করে।

তুমি কি ইচ্ছা কর যে, তুমি উন্নত হইবে, অথচ লোকে জানিবে না যে, তুমি কি কারণে উন্নত হইলে? না ইহাই তোমার ইচ্ছা যে, লোকে বলুক যে, এরূপ কেন হইল ?

যখন বীরের সদ্‌গুণ সকল তাঁহার সন্তানেও সংক্রামিত হয়, তখন তাঁহার মর্য্যাদাও তাঁহার সন্তান অধিকার করে ; ভাল,—কিন্তু বর্ত্তমান অধিকারী যদি যথার্থ যোগ্য পাত্র পূর্ব্বাধিকারীর সমান না হন, তাহা হইলে তিনি কি আপনাকে অধঃপতিত বলিয়া পরিচয় দেন না ?

পৈতৃক মর্য্যাদা অতি উচ্চ বলিয়া বিবেচিত হয় ; কিন্তু যুক্তি অনুসারে বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, বংশের মধ্যে যে মহাত্মা উহা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনিই উহার একমাত্র অধিকারী।

লোকে ধরিতে না পারে, এই জন্য দস্যু বেগে ধাবমান হইয়া কোন পবিত্র দেব মন্দিরে প্রবেশ করে ; এইরূপ যে ব্যক্তির নিজের কোন গুণই নাই, সে আপনাকে উচ্চ করিবার জন্য পিতৃ পুরুষগণের মহৎ কার্য্য উল্লেখ করে।

অন্ধের পিতা দেখিতে পাইতেন, কিন্তু তাহাতে অন্ধের নিজের কি উপকার হইল ? মূকের পিতামহ সদ্বক্তা ছিলেন, কিন্তু তাহাতে মূকের নিজের কি লাভ হইল ? যাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ মহাত্মা ছিলেন, কিন্তু তিনি নীজে অতি নীচ, তাহার পক্ষেও এইরূপ জানিবে।

স্বভাবত সৎকার্য্যপ্রবণ চিত্ত মনুষ্যকে মহান্ করিয়া তুলে ; তাদৃশ চিত্তবান্ ব্যক্তি উপাধিধারী না হইলেও সাধারণ লোকের উপরি উন্নীত হইবেন।

তিনি মান উপার্জ্জন করিবেন, আর অপর ব্যক্তি উহা উত্তরাধিকারী হইবে ; অতএব তখন তিনি কি তাহাদিগকে বলিবেন না যে, তোমরা যাঁহাদিগের বংশে উৎপত্তি লাভ করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছ, তাঁহারা এইরূপ (আমার ন্যায়) ব্যক্তি ছিলেন ?

ছায়া যেমন পদার্থের অনুবর্ত্তন করে, প্রকৃত মানও সেইরূপ সৎকার্য্যের অনুসরণ করিয়া থাকে।

তুমি এমন কথা বলিও না যে, মান সাহসের সন্তান ; এরূপ বিশ্বাসও করিও না যে, দুঃসাহস পূর্ব্বক কোন সাংঘাতিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই, তুমি মানের উচিত মূল্য প্রদান করিলে। মান কর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জনীয় নহে ; কর্ম্মসাধনের রীতি দ্বারা উহা উপার্জ্জন করিতে হয়।

সকলেই কিছু রাজ্যতরণীর কর্ণধার হয় না ; সকলেই কিছু সেনার নায়কতা করে না ;—তুমি যে কোনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছ, তাহাই সুচারু সম্পাদন কর, তাহা হইলেই তুমি চির প্রশংসনীয় হইবে।

তুমি এরূপ বলিও না যে, খ্যাতিলাভ করিতে হইলে বিবিধ সঙ্কট, প্রতিঘাত, এবং শ্রম ও বিপৎ সহ্য করা কর্ত্তব্য। দেখ, সতী হইলে, নারীও কি খ্যাতি লাভ করে না ? সৎ হইলে মনুষ্য কি মান লাভের যোগ্য হয় না ?

খ্যাতির লালসা অতি প্রচণ্ড ; এবং মানের আকাঙ্ক্ষা অতি পরাক্রান্ত ; ঈশ্বর অতি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ আমাদিগকে এই উভয় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

যখন সাধারণের হিতের জন্য দুঃসাহসিক কার্য্যের প্রয়ো-

জন হয় ; যখন স্বদেশের হিত সাধনার্থ জীবন পণ করা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে ; তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষাই সৎকর্ম্মসাধন প্রবৃত্তিকে সবল করিয়া তুলে।

মহাত্মা ব্যক্তি মান লাভ করিয়া আনন্দবোধ করেন না ; তিনি মান লাভের উপযুক্ত পাত্র হইলেই সুখিত হন।

অমুক ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা হইল কেন, এরূপ জিজ্ঞাসা করা অপেক্ষা লোকে যদি জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা না হইল কেন, তাহা কি ভাল নহে ?

উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি নিয়ত জনতার সর্ব্বাগ্রে থাকিতে ইচ্ছা করেন ; তিনি ক্রমাগত সম্মুখেই অগ্রসর হন, পশ্চাতে দৃষ্টিপাতও করেন না। তিনি সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে পশ্চাৎ ফেলিয়া যাইয়া যে আনন্দ বোধ করেন, একজন মাত্রকেও অগ্রে থাকিতে দেখিলে, তিনি তদপেক্ষা অধিকতর অসুখী হইয়া থাকেন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ প্রত্যেক ব্যক্তিতেই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু উহা সকল ব্যক্তিতেই অঙ্কুরিত হয় না ; কোন কোন ব্যক্তিতে ভয় উহাকে বিধ্বস্ত করিয়া রাখে ; আবার অনেক ব্যক্তিতে উহা শালীনতায় প্রতিরুদ্ধ হয়।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা আত্মার প্রাকৃতিক পরিচ্ছদ ; তিনি দেহ ধারণের সময় এই পরিচ্ছদ সর্ব্বাগ্রে পরিধান, এবং দেহ ত্যাগের সময় সর্ব্বশেষে পরিত্যাগ করেন।

যদি তুমি ইহাকে যথাযথ প্রয়োগ কর, তাহা হইলে ইহা তোমার প্রকৃতির গৌরবজনক হইয়া থাকে ; আর যদি,

অযথা পরিচালন কর, তাহা হইলে তোমাকে ধিক্কৃত ও নষ্ট করে।

প্রবঞ্চকের বক্ষে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আবৃত থাকে; কাপট্য উহার আবরণ মধ্যে আপন মুখ লুকাইয়া রাখে; এবং নিস্তেজ শাঠ্য উহাকে সুমধুর বাক্য সকল উচ্চারণ করিতে সমর্থ করে; কিন্তু চরমে লোক সকল উহাকে বিলক্ষণ চিনিতে পারে।

হিমানী দ্বারা জড়ীকৃত হইলেও সর্প দংশন করিতে অশক্ত হয় না, শীত দ্বারা বিষধরের মুখ রুদ্ধ হইলেও তাহার দন্ত ভগ্ন হয় না; তুমি তাহার দশা দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া কর, অমনি সে তোমাকে নিজ তেজ প্রদর্শন করিবে। তুমি বক্ষঃস্থলে তুলিয়া তাহাকে উজ্জীবিত কর, সে তোমাকে মৃত্যু দ্বারা পুরস্কৃত করিবে।

যে ব্যক্তি যথার্থ সৎ, তিনি সৎকার্য্য বলিয়াই সৎকার্য্যকে ভাল বাসেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে প্রশংসাবাদে লক্ষ্য করে, তিনি তাহা তুচ্ছ বোধ করেন।

সৎকর্ম্মা ব্যক্তি যদি অপরের প্রশংসা ব্যতীত সুখিত হইতে না পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অবস্থা কি শোচনীয়ই হইত! তাঁহার অন্তঃকরণ এত নীচ নহে, যে তিনি পুরস্কার আকাঙ্ক্ষা করিবেন। তিনি ন্যায্য পুরস্কারের অতিরিক্তও আকাঙ্ক্ষা করেন না।

সূর্য্য যত ঊর্দ্ধে উৎথিত হইতে থাকেন, ছায়াও ক্রমশ তত হ্রাস পাইতে থাকে; এইরূপ সৎকার্য্য যত মহৎ হয়; কর্ত্তা খ্যাতির প্রতি ততই বীতরাগ হইয়া আইসেন।

অথচ রাশি রাশি মান সম্ভ্রম তাঁহার উপর অভিবৃষ্ট হইতে থাকে।

যে ব্যক্তি কীর্ত্তির অনুধাবন করে, কীর্ত্তি ছায়ার ন্যায় তাহার অগ্রে অগ্রে পলায়ন করিতে থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি কীর্ত্তির নিকট হইতে পলায়ন করে, কীর্ত্তি তাহার পাদ মূলের অনুসরণ করিয়া থাকে। যদি তুমি গুণবান্ না হইয়া উহাকে প্রার্থনা কর, তাহা হইলে কখনই উহাকে প্রাপ্ত হইবে না; কিন্তু যদি তুমি উহার উপযুক্ত পাত্র হও, তাহা হইলে, তুমি আপনাকে লুকাইয়া রাখিলেও, সে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না।

যাহা মানজনক, তুমি তাহারই অনুধাবন কর; যাহা ন্যায়সঙ্গত, তাহারই অনুষ্ঠান কর; তাহা হইলে তুমি অন্তঃকরণে আপনাকে যে আপনিই প্রশংসা করিবে, লক্ষ লক্ষ লোক তোমার যথার্থ যোগ্যতা না জানিয়া উচ্চ শব্দে তোমার যে প্রশংসা করে, তদপেক্ষা ঐ প্রশংসায় তোমার অধিকতর সুখবোধ হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দর্শন ও শিক্ষা।

সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্ট পদার্থ অনুশীলন অপেক্ষা মানব বুদ্ধির মহৎ অধ্যেতব্য আর নাই।

প্রাকৃতিক দর্শন যাঁহাকে আনন্দিত করে, প্রত্যেক পদার্থেই তিনি ঈশ্বরের প্রমাণ প্রাপ্ত হন; এবং যে পদার্থে তিনি প্রমাণ প্রাপ্ত হন, সেই পদার্থই তাঁহার চিত্তে সম্ভ্রম উৎপাদন করে।

তাঁহার মন প্রতি মুহূর্ত্তেই স্বর্গের প্রতি উন্নীত হয়, এবং তাঁহার সমস্ত জীবন ভক্তিতেই শেষ পায়।

তিনি মেঘের প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করেন, এবং দেখিতে পান্ যে গগণমণ্ডল লক্ষ লক্ষ আশ্চর্য্য পদার্থে পরিপূরিত হইয়া আছে। আবার তিনি ভূমিতলে অধোদৃষ্টি করেন, অমনি সামান্য কীটও মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে বলিতে থাকে,—সেই অনন্ত শক্তি ব্যতীত আর কেহই কি আমাকে সৃষ্টি করিতে পারিতেন?

গ্রহগণ স্ব স্ব পথে বিচরণ করিতেছে;—সূর্য্য স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করিতেছেন না;—কেতু তরল বায়ু-মার্গে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে; মানব! তোমার ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি এই সমস্ত সৃষ্টি করিতে পারিতেন? সেই অনন্ত জ্ঞান ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই বা এই সকলের গতি নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইতেন?

চাহিয়া দেখ, এই সকলের দীপ্তি কি ভীষণ; অথচ ক্রমে মন্দীভূত হইতেছে ৷ অহো! ইহাদিগের বেগ কি প্রচণ্ড; অথচ একটী আর একটীর পথে প্রবেশ করিতেছে না!

তুমি পৃথিবীতলে দৃষ্টিক্ষেপ কর, এবং উহার উৎপন্ন বস্তু সকল দর্শন কর; উহার গর্ভ পর্য্যবেক্ষণ কর, এবং দেখ

যে, উহাতে কি আছে ; সে সকল কি জ্ঞান ও শক্তির ব্যবস্থা নহে ?

কোন্ ব্যক্তি তৃণকে অঙ্কুরিত হইতে আদেশ করিতেছেন ? কোন্ ব্যক্তি যথাকালে উহাকে সিঞ্চন করেন ? চাহিয়া দেখ, বলীবর্দ্দ, অশ্ব ও মেষ সকল উহা ভক্ষণ করিতেছে। যিনি উহাদিগকে এই আহার প্রদান করিতেছেন, তিনি কে ?

তুমি যে শস্য বপন কর, কোন্ ব্যক্তি তাহা বর্দ্ধিত করেন ? কোন ব্যক্তিই বা তোমাকে সহস্রগুণে উহা প্রত্যর্পণ করেন ?

তুমি কারণ না জানিতে পার, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি তোমার জন্য যথাকালে ইঙ্গুদী ও দ্রাক্ষা পক্ক করেন।

অতি তুচ্ছ পতঙ্গ কি আপনি আপনাকে সৃষ্টি করিতে পারে ? না ঈশ্বরের অব্যবহিত নিম্নপদস্থ তুমিই উহাকে গঠন করিতে পার ?

পশুগণ বোধ করে যে, তাহাদিগের সত্তা আছে, কিন্তু তাহারা তাহাতে বিস্ময়বোধ করে না ; তাহারা জীবনের সুখভোগ করে, কিন্তু জানে না যে উহার অবসান আছে। প্রত্যেকেই পর্য্যায়ক্রমে স্ব স্ব দশা ভোগ করিতেছে ; আর, শতসহস্র পুরুষেও তাহাদিগের কোন জাতির লোপ হয় না।

মানব ! তুমি জগৎকে যেরূপ আংশিক আশ্চর্য্যময় দর্শন করিতেছ,—সাকল্যেও জগতের আশ্চর্য্যময়তা প্রত্যক্ষ করিতেছ,—তখন উহাতে তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার মাহাত্ম্য আবিষ্কার করা ভিন্ন, তোমার চক্ষুকে তুমি আর কোন্ উৎকৃষ্টতর বিষয়ে নিয়োগ করিতে পার ?—উহাতে বিবিধ আশ্চর্য্য বস্তু

পর্য্যালোচন ব্যতীত তোমার বুদ্ধিকেই বা অন্য কোন্ গুরুতর বিষয়ে নিযুক্ত করিতে পার ?

জগৎ সৃষ্টিতে শক্তি ও করুণা প্রকটিত হইতেছে ; জগৎ পালনের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে ন্যায় ও দয়া প্রকাশ পাইতেছে ; জগতে সকলেই স্ব স্ব অবস্থায় সুখিত রহিয়াছে,—পরস্পর দ্বেষ করিতেছে না।

এই শিক্ষার সহিত তুলনায় শব্দশিক্ষা অতীব সামান্য। প্রকৃতি পর্য্যালোচনা ভিন্ন জ্ঞান লাভ অসম্ভব।

তুমি যখন সৃষ্ট জগতের সমাদর কর, তখন উহার যথার্থ ব্যবহার কি, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান কর। কারণ, জানিবে যে, যাহাতে তোমার ইষ্ট সাধন না হয়, পৃথিবী এরূপ কোন দ্রব্যই উৎপাদন করেন না। তোমার আহার, তোমার আচ্ছাদন, এবং তোমার পীড়ার ঔষধ, এই সমস্ত কি কেবল এক পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন হয় না ?

অতএব যিনি ইহা অবগত আছেন, তদ্ভিন্ন আর জ্ঞানী কে ? যিনি এই বিষয়ে চিন্তা করেন, তিনি ব্যতিরেকে আর বুদ্ধিমানই বা কে ? অন্যান্য দর্শনের মধ্যে যাহা অতি প্রয়োজনীয়, তুমি তাহাকেই অপরাপর দর্শন হইতে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান্ করিবে ; এবং তোমার প্রতিবেশীর উপকার সাধনার্থ ঐ সকলের সাহায্য লইবে।

এতদ্ভিন্ন, জীবন ধারণ ও জীবন পরিত্যাগ করা, অন্যকে আজ্ঞা করা, ও অন্যের আজ্ঞা পালন করা, এবং কর্ম্ম করা ও কষ্টভোগ করা, এই সকল বিষয়ে তোমায় মনোযোগ করিতে হইবে। নীতি এই সকল বিষয়ে তোমাকে শিক্ষা দান

করিবে, এবং জীবনের সদ্ব্যবহার তোমাকে এই সকল প্রদর্শন করিবে।

তুমি চাহিয়া দেখ, এই সমস্ত তোমার অন্তঃকরণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; এই সমস্ত স্মরণ করিবার জন্য তোমার কেবল দৃষ্টি মাত্রের প্রয়োজন। সমস্তই অতি সুখবোধ্য; অতএব তুমি মনোযোগী হও, তাহা হইলেই সমস্ত স্মরণ রাখিতে পারিবে।

পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন অপরাপর সমস্ত দর্শনই বৃথা;—অপরাপর জ্ঞানও সমস্তই গর্ব্ব-মাত্র। দেখ, উহার কোনটীই মনুষ্যের প্রয়োজনীয় বা উপকারসাধক নহে; এবং কোনটী দ্বারাই মনুষ্য অধিকতর সাধু বা অধিকতর সৎ হয় না।

তোমার ঈশ্বরে ভক্তি, এবং তোমার স্বজাতির হিতসাধন, এই দুইটীই তোমার প্রধান কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের সৃষ্টি পর্য্যালোচনা ভিন্ন তুমি ইহার কোনটীই শিক্ষা করিতে পার না।

পঞ্চম কল্প।

প্রাকৃতিক অবস্থা।

প্রথম অধ্যায়।

সম্পাদ ও বিপদ।

সম্পদ যেন তোমার চিত্তকে ন্যায্য সীমা অতিক্রম করিয়া স্ফীত না করে; আবার, ভাগ্য তোমার প্রতিকূল বলিয়াও তোমার অন্তঃকরণ যেন একবারে নিমগ্ন না হয়।

সম্পদের প্রসন্নতা স্থির নহে; তুমি তাহাতে তোমার বিশ্বাস স্থাপন করিও না। তাহার ভ্রূকুটীও চিরস্থায়ী নহে; অতএব তুমি আশা হইতে ধৈর্য্য শিক্ষা কর।

বিপদ সম্যক্ সহ্য করা, কষ্টসাধ্য; কিন্তু সম্পদে প্রকৃতিস্থ থাকা বিজ্ঞতার চরম সীমা।

সুখ ও দুঃখ দ্বারা তুমি নিজের স্থৈর্য্য পরীক্ষা করিবে; এই দুই ভিন্ন অন্য কিছুতেই তোমাকে তোমার মনোবল বিজ্ঞাপন করিতে পারে না। অতএব সম্পদ ও বিপদের সময় তুমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

দেখ, সম্পদ কেমন মধুর বচনে তোমাকে নানা সুখের আশা প্রদান করিতেছে!—কেমন অজ্ঞাতসারে সে তোমার বল ও তেজ হরণ করিতেছে!

তুমি বিপদে বিচলিত হও নাই,—তুমি কষ্টেও কাতর হও নাই;—কিন্তু দেখ, সম্পদ তোমাকে পরাজয় করিয়াছে; তুমি জানিতেছ না যে, তোমার বল আর ফিরিয়া আসিবে না; অথচ ইহার পর তোমার বলের পুনঃপ্রয়োজন হইতে পারে?

কষ্টে আমাদিগের শত্রুর চিত্তকেও আর্দ্র করে; আর সমৃদ্ধি ও সুখ আমাদিগের মিত্রের অন্তঃকরণেও মাৎসর্য্য উৎপাদন করে।

বিপদ সৎকর্ম্মের বীজস্বরূপ; ইহা শৌর্য্য ও সাহসের পরিপোষিকা; যাহার প্রচুর আছে, সে কি আরও অধিক প্রাপ্ত হইবার জন্য বিপদে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করে? যে সুখ স্বচ্ছন্দে রহিয়াছে, সে কি স্বেচ্ছায় সঙ্কট স্বীকার করে?

প্রকৃত সদ্‌গুণ সকল অবস্থাতেই স্বকার্য্য সাধন করে; কিন্তু বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইলেই লোকে উহাকে বিশেষরূপে দেখিতে পায়।

বিপদের সময় লোক দেখিতে পায় যে, সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে; তখন তাহার উপলব্ধি হয় যে, তাহার সমস্ত আশা তাহার নিজেরই উপর নির্ভর করিতেছে; অতএব সে আত্মাকে উত্তেজিত করিয়া বিপদের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হয়, এবং বিপদ সকল তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করে।

বিপদের সময় প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার আত্মাকে সৎ-পরামর্শ প্রদান করিতে পারে; কিন্তু সম্পদ সত্য সম্বন্ধে চক্ষুকে অন্ধীকৃত করিয়া ফেলে।

যে আনন্দ মনুষ্যকে কষ্ট সহ্য করিতে অসমর্থ করিয়া তুলে, অথচ চরমে তাহাকে সেই কষ্টে নিমগ্ন করে, সে আনন্দ অপেক্ষা, যে দুঃখে তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে, সে দুঃখ বরং শ্লাঘনীয়।

অতি শোক বা অতি হর্ষের সময়, রিপুবর্গ আমাদিগের উপদেষ্টা হয়। মাধ্যস্থ জ্ঞানের ফল।

তুমি আজীবন ন্যায়পর হও, এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্রেই সন্তোষ বোধ কর; তাহা হইলেই তুমি সকল অবস্থা হইতে নিজের হিত সাধন করিতে পারিবে; এবং তোমার যে দশাই ঘটুক না, তুমি সকলেতেই প্রশংসা লাভ করিতে, সমর্থ হইবে।

জ্ঞানী ব্যক্তি যে কোন বস্তুকেই লাভের উপায় করিয়া লন; এবং তিনি সমভাবেই ভাগ্যের সকল মূর্ত্তিই দর্শন করেন; ইষ্ট তদীয় আয়ত্ত; তিনি অনিষ্টকে পরাজয় করেন, তিনি সকল অবস্থাতেই অবিচলিত।

তুমি সম্পদ পাইলে দর্প করিও না;—বিপদের সময় সাহস-হীন হইও না। বিপদ ডাকিয়া আনিও না; কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় তাহার সম্মুখ হইতে পলায়নও করিও না। যাহা তোমার নিকট থাকিবে না, সাহস পুর্ব্বক তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান কর।

তুমি বিপদকে আশার পক্ষচ্ছেদ করিতে দিও না; সম্পদ-কেও বিবেকের প্রতিভা আচ্ছন্ন করিতে দিও না।

যিনি উদ্দিষ্ট বিষয়ে হতাশ হন, তিনি কখনই উদ্দিষ্ট লাভ করিতে পারিবেন না। আবার, যিনি গর্ত্ত দেখিতে না পান, তিনি তন্মধ্যে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইবেন।

যে ব্যক্তি সম্পদকে ইষ্ট জ্ঞান করেন, যিনি উহাকে বলিয়া থাকেন যে, আমি তোমাকে লইয়া সুখী হইব, আহা, তিনি তৃণ গুচ্ছে লৌহ বন্ধন করিয়া থাকেন, প্রবাহ আসিলেই উাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

যেমন নদী পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইয়া সাগরাভি-মুখে যাইতে যাইতে পথেপার্শ্ববর্ত্তি প্রত্যেকক্ষেত্রকেই আলিঙ্গন দান করে, কিন্তু কোথাও বিলম্ব করে না, মনুষ্যের ভাগ্যলক্ষ্মীও ঐরূপ; তাঁহার গতি অবিশ্রান্ত,—তিনি কোথাও বিলম্ব করেন না। তিনি অনিলের ন্যায় অস্থির;—তবে তুমি কি করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবে? যখন তিনি তোমাকে আলিঙ্গন দান করেন, তুমি তখনই আপনাকে সুখিত মনে কর। কিন্তু চাহিয়া দেখ, তুমি তাঁহাকে প্রত্যালিঙ্গন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ না করিতে করিতেই তিনি অন্যকে আলিঙ্গন দান করিয়াছেন!

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যাতনা ও পীড়া।

শরীরের পীড়ায় আত্মাকেও পীড়িত করে;—শরীর আত্মার স্বাস্থ্য পরস্পর সাপেক্ষ।

সকল অসুখের মধ্যে যাতনাই অধিকতর অনুভূত হইয়া থাকে ; এবং তোমার প্রকৃতি যাতনা হইতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতীকার প্রাপ্ত হয়।

যখন তোমার স্থৈর্য্য লোপ হয়, তখন তুমি যুক্তির সাহায্য লও ; যখন তোমার ধৈর্য্য চ্যুতি হয়, তখন তুমি আশার আশ্রয় লও।

যাতনা ভোগ তোমার বিধিনির্ব্বন্ধ, তখন তুমি কি ইচ্ছা করিতে পার যে, কোন আকস্মিক দৈব তোমাকে উহা হইতে পরিত্রাণ করিবে? আর যখন উহা সকলের ভাগ্যেই ঘটিতেছে, তখন তোমার ঘটিয়াছে বলিয়া উহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা কি তোমার কর্ত্তব্য হয়?

তুমি যাহা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাহা হইতে মুক্তি পাইবার প্রত্যাশা করাই অন্যায় ; অতএব তুমি বিনতভাবে স্বাভাবিক নিয়মের বশ্যতা স্বীকার কর।

পাছে তোমার বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়, এই ভয়ে তুমি কি ঋতুকে আজ্ঞা করিতে পার যে, তুমি অতিবাহিত হইও না? যাহা অতিক্রম করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা সমভাবে সহ্য করা কি শ্রেয়স্কর নহে?

যে যাতনা অধিক কাল স্থায়ী, তাহা অতি সামান্য ; অতএব তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে তুমি লজ্জাবোধ কর। আর তীব্র যাতনা ক্ষণস্থায়ী ; চাহিয়া দেখ, ঐ তুমি উহার অবসান দেখিতে পাইতেছ।

দেহ আত্মার সাধন স্বরূপে সৃষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু তুমি যদি দৈহিক যাতনার জন্য আত্মাকেও ব্যথিত কর,

তাহা হইলে তোমার আত্মাকে দেহ হইতে অধঃকৃত করা হয়।

কণ্টকে গাত্রাবরণ ছিন্ন হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি দুঃখবোধ করেন না; এইরূপ আত্মার আবরণ পীড়িত হইয়াছে বলিয়া পীড়িত ব্যক্তি আত্মাকেও পীড়িত করিবেন না।

তৃতীয় অধ্যায়।

মৃত্যু।

সুবর্ণ উৎপাদন যেমন রাসায়নিকের কার্য্যের পরিচায়ক; মৃত্যুও তেমনি আমাদিগের জীবনের পরিচায়ক; ইহা দ্বারা আমাদিগের আজীবন কৃত কর্ম্মের গুণাগুণ স্থির করিতে পারা যায়।

যদি তুমি কাহারও জীবনের ভাল মন্দ নির্ণয় করিতে চাও, তাহা হইলে, উহার স্থিতি কাল পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হও; শেষ ভাগে যাইয়া তোমার যত্ন সফল হইবে; যথায় কাপট্য নাই, সত্য তথায় সহজেই প্রকাশ পাইবে।

যে ব্যক্তি ভাল করিয়া মরিতে শিখিয়াছেন, তিনি জীবনের মন্দ ব্যবহার করেন নাই। আর যিনি জীবনের

চরম মুহূর্ত্ত দ্বারা সম্মান উপার্জ্জন করিলেন, তিনিও জীবন বৃথা ক্ষয় করেন নাই।

যেরূপে মরা উচিত, যিনি সেই রূপেই মরিতে পারিলেন, তিনি অনর্থক জন্ম গ্রহণ করেন নাই। যিনি সুখে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তিনিও নিস্ফল জীবন ধারণ করেন নাই।

যিনি চিন্তা করেন যে, তাঁহাকে অবশ্য মরিতে হইবে, তিনি নিরুদ্বেগে সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন যাপন করিতে পারেন; কিন্তু যিনি মৃত্যু বিস্মৃত হইতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাঁহার কিছুতেই সুখ বোধ হয় না; তিনি প্রতিক্ষণেই ভাবিতে থাকেন, যে তাঁহার অমূল্য সুখরত্ন পরক্ষণেই লোপ পাইবে।

তুমি যদি মহাত্মার ন্যায় মরিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তুমি তোমার দুষ্কর্ম্ম সকলকে মারিয়া ফেল। যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে জীবনের কর্ত্তব্য সকল সম্পূর্ণ সম্পাদন করেন, তিনিই সুখী; অন্তিম কাল উপস্থিত হইলে, কেবল জীবন বিসর্জ্জন ভিন্ন তাঁহার আর কোন কার্য্যই অবশিষ্ট থাকে না, সুতরাং জীবনে আর কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া যিনি আর বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করেন না, তিনিই সুখী।

তুমি মৃত্যুর ত্রাস করিও না; কারণ, উহা কাপৌরুষ; উহাকে ভয়ও করিও না, কারণ তুমি উহার স্বরূপ জ্ঞাত নহ। মৃত্যু সম্বন্ধে তুমি কেবল এইমাত্র জান যে, উহাতে তোমার বর্ত্তমান দুঃখের অবসান করে।

জীবন অধিক দীর্ঘ হইলেই অধিক সুখের হয়, এরূপ বিবেচনা করিও না ; যে জীবনের সম্যক্ সদ্ব্যবহার হইয়াছে, তাহাতেই মনুষ্যের মান লাভ হইয়া থাকে। তাদৃশ ব্যক্তি মৃত্যুর পর জীবনোপার্জ্জিত বিবিধ শুভ ফল পর্য্যালোচনা করিয়া আপনাপনিই আনন্দ বোধ করিবেন।

CALCUTTA,
PRINTED BY B. N. NANDI AT THE VALMIKI PRESS,
40, GURUPROSAD CHOWDURY'S LANE.